আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

মহান ভাষার মাস শুরু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি।’ শুরু হলো ভাষা আন্দোলনের মাস রক্তে রাঙা ফেব্রুয়ারী। এই **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

২৮ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৮ || সংখ্যা ১৯ || সোমবার || মাঘ ২৩ || ১৪৩০ || রজব ২৪ || ১৪৪৫ || Vol. 28 || Issue 19 || February 05 || 2024 || USA. **FREE** in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৪ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৪
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

ব্যয়বহুল হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র অভিবাসন প্রক্রিয়া

ভিসা ফি বাড়লো ২৬% থেকে ২০০০% পর্যন্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) একটি চূড়ান্ত রীতি ঘোষণা করেছে, যাতে বিভিন্ন ধরনের অভিবাসন আবেদনের জন্য উল্লেখযোগ্য হারে ফি বাড়ানো হচ্ছে। ২০১৬ সালের পর এবারই সবচেয়ে বড় অংকের ফি বাড়লো। আবেদন ভেদে যা কয়েক শতাংশ থেকে শুরু করে বিনিয়োগভিত্তিক গ্রিন কার্ডের আবেদন ফি ২০০ শতাংশেরও বেশি বাড়ছে। অভিবাসন সংস্থাটির মতে, ফি বাড়ানো মাধ্যমে ভিসা প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত খরচের একটি বড় অংশ বের করে আনা সম্ভব হবে এবং নতুন আবেদনগুলো যথাসময়ে প্রক্রিয়াকরণে সহায়ক হবে। ভিসা ফি বেড়ে যাওয়ার কারণে এখন কেউ তার স্ত্রী কিংবা স্বামীকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসতে চাইলে তা ব্যয়বহুল হবে। পাশাপাশি এদেশে অবস্থানকালে দ্বিতীয় ধাপে কেউ স্থায়ী বাসিন্দার (গ্রিন কার্ড) মর্যাদায় যেতে চাইলে উল্লেখযোগ্য হারে ফি গুনতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জনের আবেদনের ক্ষেত্রেও ফি বাড়ানো হয়েছে। অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য এইচ-১বি ভিসা বা এল ভিসাও (আন্তঃ কোম্পানি ট্রান্সফার) ব্যয়বহুল হতে চলেছে। সবচেয়ে বড় চাপ আসবে যারা বিনিয়োগভিত্তিক গ্রিন কার্ড বা ইবি-৫ ভিসার আবেদন করতে চান তাদের ওপর। গত ৩১ জানুয়ারী এই ভিসা ফি বাড়ানোর নোটিশ ফেডারেল রেজিস্ট্রিতে প্রকাশ করা হয়। যা আগামী ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর করা হবে।আই-১৩০ ফর্মের মাধ্যমে যারা পারিবারিক পুনর্মিলন বা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে স্ত্রীকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যেতে চান তাদের ক্ষেত্রে ফি ২৬ শতাংশ বাড়িয়ে ৬৭৫ ইউএস ডলার করা হয়েছে। কোনো আমেরিকান নাগরিক কিংবা গ্রিন কার্ডধারীই তার আত্মীয়কে স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসতে ও গ্রিন কার্ড পাইয়ে দিতে এই আবেদন করেন। পরবর্তীতে যদি ওই আত্মীয় স্ট্যাটাস সামঞ্জস্য করতে অর্থাৎ গ্রিন কার্ড পেতে আবেদন করেন তখন তাকে গুনতে হবে ১৪৪০ ইউএস ডলার। **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

নতুন যুদ্ধের পথে কি মধ্যপ্রাচ্য!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্য যুদ্ধ চলছে। এতে গাজায় এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ২৭ হাজারের ছাড়িয়েছে। আহত ৬০ হাজারের বেশি। গাজা যুদ্ধে **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

গর্ভণর হোকুলের অনুমোদন

অভিবাসীরা পাবে অস্থায়ী সরকারি কাজ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল মাইগ্র্যান্টদের জন্য অস্থায়ী সরকারি কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন। গত ২ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার তিনি এই অনুমোদন দেন। অভিবাসীদের কর্মসংস্থানের প্রক্রিয়া আরও সহজ করে আনার ও দ্রুততর করার কথাও বলেছেন তিনি। গভর্নরের এই সিদ্ধান্ত তখনই আসলো যখন তার ঠিক এক দিন আগে নিউইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশন গত ১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার একটি গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করলো এতে দেখানো হয়েছে কিভাবে অভিবাসীরা কাজের সুযোগ পেলে তা অর্থনীতিতে প্রভাব রাখতে পারে। ইমিগ্রেশন রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ নামের একটি সংস্থা গবেষণাটি পরিচালনা **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

শেখ হাসিনাকে বাইডেনের চিঠি, কি আছে তাতে?

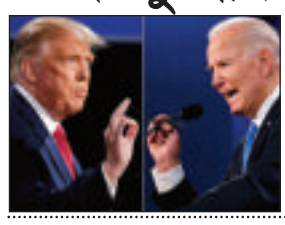
বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে টানা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি পাঠিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। চিঠিতে বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতা করার বিষ য়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব লে জা নান





আ মে রি কা ন প্রে সি ডে ন্ট। বাইডেনের লেখা চিঠিটি ঢাকার আ মে রি কা ন দূতাবাস সম্প্রতি প র রা ষ্ট্র মন্ত্রণা লয়ে হস্তান্তর ক রে ছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

ভোটযুদ্ধের আগে বাগযুদ্ধে বাইডেন-ট্রাম্প



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ২০২৪ প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন সামনে রেখে রীতিমতো টাগ অব ওয়ার চলছে জো বাইডেন **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

সিনেটে মার্ক জাকারবার্গ

অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ঝুকিপূর্ণ সামাজিক মাধ্যম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) একটি চূড়ান্ত রীতি ঘোষণা করেছে, যাতে বিভিন্ন ধরনের অভিবাসন আবেদনের জন্য উল্লেখযোগ্য হারে ফি বাড়ানো হচ্ছে। ২০১৬ সালের পর এবারই সবচেয়ে বড় অংকের **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
• TAX Liens Charge Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
• প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
• পাবলিক অকশনের বাড়ি
• ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
• শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Associate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

Tax & Consulting Services

for Individual and Businesses

Southeast USA Group Inc.



OUR SERVICES

- Tax Preparation & Planning
- Audits, Reviews, Compilations
- Bookkeeping/Write-Up
- Business Consulting
- IRS Representation
- Notary Public
- Payroll Services
- Retirement Planning
- Sales Tax Services

(917) 566-1612

Southeast USA Group Inc

Prof. Ehteshamul Haque

Financial & Business Planning

74-09 37th Avenue, Suite #206, Jackson Heights, NY 11372

Visit: www.southeastusagroup.com

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika // Monday / February 05 // 2024

অবাক বাইক চালনা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাইক চলছে। তার এক দিকে ঘুরে পায়ের ওপর পা তুলে আয়েশ করে বসে আছেন এক 'সর্দারজি'। হাত দু'টিও তার কোমরে রাখা। বাইক ছুটছে সজোরে! পেছন দিক থেকে দেখলে মনে হয়, তিনি বাইকের পেছন দিকে বসে আছেন। সামনে চালকের আসনে আছেন অন্য কেউ। কিন্তু ভিডিয়োর দৃশ্যপট একটু বদলাতেই আঁতকে উঠতে হয়। দেখা যায়, বাইকের চালকের আসনে আর কেউ নেই। ওই 'সর্দারজি'ই বাইক চালাচ্ছেন। কিন্তু বাইকের হাতলের সাথে তার কোনো সংস্পর্শ নেই। কোন দিকে কিভাবে বাইক এগোচ্ছে, তার দিকেও ভ্রুক্ষেপ করছেন না তিনি। নিজের খেয়ালে পাশ ফিরে বসে আছেন। যেন বাইক নয়, পাড়ার মোড়ে কোনো বেঞ্চের ওপরে বসেছেন। আসলে 'অটো-পাইলট' পর্যায়ে বাইকটি রেখেছিলেন ওই ব্যক্তি। সেভাবেই বাইক চলছিল নিজে থেকে। এ পদ্ধতি অনেকে ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রযুক্তির সাহায্যে বাইককে নিজের মতো চলতে দিয়ে কাউকে পাশ ফিরে বসে থাকতে এই প্রথম দেখা গেল। সে কারণেই ভিডিওটি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গেছে। নানা জনে নানা কথা বলছেন ওই 'সর্দারজি'কে নিয়ে। কেউ কেউ তার সাহসকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন।

কবি কাজী জহিরের জন্মদিন ১০ ফেব্রুয়ারী

নিউইয়র্ক: বাংলা ভাষার কবি কাজী জহিরুল ইসলামের ৫৭ তম জন্মদিন ১০ ফেব্রুয়ারী। ১৯৬৮ সালের এই দিনে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার খাগাতুয়া গ্রামে, মাতুলালয়ে, জন্মগ্রহণ করেন। কবি কাজী জহিরুল ইসলামের প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ৯০ এর ওপরে, এর মধ্যে কবিতাসমগ্র ১,২,৩ সহ মোট ৩৯ টি কবিতার বই। বাংলা কবিতায় তিনি ক্রিয়াপদহীন কবিতার প্রবর্তক। কবিতা ছাড়াও তার প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ রচনা ব্যাপকভাবে পাঠক নন্দিত।



২০২৩ সালে তিনি নিউইয়র্কস্থ শ্রী চিন্ময় সেন্টার কর্তৃক 'পিস রান টর্চ বিয়ারার' অ্যাওয়ার্ডসহ দেশে বিদেশে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। পুলিৎ-জার বিজয়ী আমেরিকান কবি রে আর্মাস্ট্রাউটের নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ করেন তিনি, দ্বিভাষিক এই বইটি যৌথভাবে প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েজলিয়ন ইউনিভার্সিটি প্রেস ও বাংলাদেশের অগ্রদূত অ্যান্ড কোম্পানি। এ ছাড়া তিনি এজরা পাউন্ড ও জালালুদ্দিন রুমির কবিতা অনুবাদ করেন। তার রচিত 'ক্রিয়াপদহীন ক্রিয়াকলাপ' গ্রন্থটি ভারত থেকে বাংলায় ও পরে উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত হয়। বাংলা কবিতার ছন্দ-প্রকরণের ওপর তার বিস্ময়কর নিয়ন্ত্রণ তাকে একজন প্রকরণ-বিশারদে পরিণত করেছে। বহু জ্যেষ্ঠ কবিও তার কাছে ছন্দ শেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে যথাক্রমে 'ভোরের হাওয়া' ও 'শেষ বিকেলের গান' গ্রন্থ দুটি রচনা করে বাঙালী কবি ও আবৃত্তিশিল্পীদের উপকার করেছেন। এ-বছর বাংলা একাডেমির বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে তার 'ভ্রমণ সংগ্রহ', রয়েল সাইজের প্রায় ১১০০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে তার সব ভ্রমণরচনা একসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়া অনন্যা বের করেছে সাড়ে তিনশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধের বই 'হিলসাইডে শিল্পের আড্ডা', ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ বেশ করেছে 'হেশেলের বিশ্বভ্রমণ' ও 'রুমির রুবাইয়াত'। সাত ভাষাশহীদকে নিয়ে লেখা গল্পের বই 'উত্থানপর্বের গল্প' গ্রন্থ রচনার জন্য বহুমাত্রিক লেখক হাসনাত আবদুল হাই তাকে 'ভাষাশিল্পী' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কাজী জহিরুল ইসলাম বর্তমানে জাতিসংঘের কর্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে সপরিবারে বসবাস করছেন। তার স্ত্রী মুক্তি জহির জাতিসংঘ সদর দফতরের একজন এইচআর স্পেশ্যালিস্ট। পুত্র কাজী আবরার জহির একটি আমেরিকান কোম্পানির সিইও, কন্যা কাজী সারাফ জল স্কুলের ছাত্রী। কবির পিতা কাজী মঙ্গল মিয়া এবং মাতা সোফিয়া কাজী ঢাকায় বসবাস করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







ইমরানের সাজা পাকিস্তানের রাজনীতির হাওয়া ঘুরিয়ে দিতে পারে

॥ জাহিদ হুসাইন ॥

রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের দায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তাঁর তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কুরেশিকে পাকিস্তানের একটি বিশেষ আদালতের কারাদন্ডে দন্ডিত করার বিষয়টিকে অনেকেই পূর্বনির্ধারিত রায় বলে বর্ণনা করছেন। সাধারণ নির্বাচনের মাত্র এক সপ্তাহ আগে আদালতের এই রায় দেওয়ার ঘটনা ইতিপূর্বে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রীদের বিচার ও দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

পাকিস্তানে রাজনৈতিক নেতাদের প্রশ্নবিদ্ধ বিচারের মাধ্যমে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেওয়ার লজ্জাজনক যে ইতিহাস আছে, তারই অংশ হিসেবে ইমরানকে তাঁর পূর্বসূরিদের পরিণতি বরণ করতে হচ্ছে। আলোচিত এই সাইফার মামলায় কারারুদ্ধ শাহ মাহমুদ কুরেশির সঙ্গে তাঁর বিচার চলছিল। পাকিস্তানে এই প্রথম কোনো নেতাকে সরকারি গোপনীয়তা প্রকাশের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। এই মামলায় ইমরান খানের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ হলো, তিনি তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কূটনৈতিক নথি ব্যবহার করেছেন এবং রাষ্ট্রীয় গোপন যোগাযোগের বিষয়টির অপব্যবহার করেছেন।

পাকিস্তানের সরকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের হুমকি রয়েছে এবং ওয়াশিংটন ও তৎকালীন সেনা নেতৃত্ব ইমরানকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে উৎখাত করতে যাচ্ছে, এমন কিছু নথি ইমরান প্রকাশ করেছিলেন। ওয়াশিংটনে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন, যাতে বলা হয়েছিল, বাইরের চক্রান্তে ইমরান খানের সরকারকে উৎখাত করা হতে যাচ্ছে।

সন্দেহ নেই, ইমরান খান ভুলভাবে ওই তারবার্তা ব্যবহার করেছিলেন। অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে ইমরান সরকারকে অপসারণ করার কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি একটি রাজনৈতিক সমাবেশে ওই কথিত নথি হাতে নিয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে সমর্থকদের দেখিয়েছিলেন। এটি জনসাধারণের অনুভূতিকে আন্দোলিত করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র ইমরানকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করেছে, এই ভাষ্য সাধারণ মানুষ গ্রহণ করেছিলেন এবং ইমরান সমর্থকদের জাগিয়ে তুলেছিলেন।

এটিও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান, একসময় ইমরানের পিটিআই সরকারকে যে সামরিক কর্তৃপক্ষ নিরঙ্কুশ সমর্থন দিয়েছিল, ইমরানের আনা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তাঁকে সেই সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নিয়ে আসে। প্রকৃতপক্ষে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন



পদক্ষেপকে কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না।

স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে, এই সাজার ঘটনা ভোটারদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতিনিধিত্বকারী তরুণদের ইমরানের প্রতি সহানুভূতিশীল করতে পারে এবং এসব তরুণ পিটিআই নেতাদের একচেটিয়াভাবে ভোট দিতে পারেন। এতে পর্দার আড়ালে থাকা ক্ষমতাধর গোষ্ঠী অন্য দলগুলোকে নিয়ে যে ক্ষমতাবদলের ছক কষেছে, তা ভন্ডুল হয়ে যেতে পারে। তবে এটিও স্পষ্ট, এই আইনের ৫ ধারায় ইমরানকে অভিযুক্ত করার পেছনে প্রতিশোধস্পৃহা ছিল। কারাগারের অভ্যন্তরে যেভাবে আদালতের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে, তা 'অপবিচারের' অভিযোগকে আরও জোরালো করেছে। সর্বোপরি নির্বাচনের মাত্র কয়েক দিন আগে যেভাবে রায় ঘোষণা করা হলো, তা পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তুলেছে।

এর আগে গত আগস্টে তোশাখানা মামলায় (তোশাখানা দুর্নীতির আরেক মামলায় বুধবার ইমরান ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবির ১৪ বছর কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত) তাঁর তিন বছরের জেল হয়, যার কারণে নির্বাচনে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তিনি অযোগ্য ঘোষিত হন। এর বাইরে ইমরানের রাজনৈতিক দল পিটিআইয়ের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন দমন-পীড়ন চালিয়ে দলটিকে ভেঙেচুরে ফেলেছে। এর উদ্দেশ্য ছিল দেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনী দৌড়ের বাইরে রাখা। নির্বাচনী প্রতীক ক্রিকেট ব্যাটকে পিটিআইয়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন নিয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টের সেই সিদ্ধান্তকে বহাল রাখা পিটিআইয়ের নির্বাচনী সম্ভাবনাকে সবচেয়ে বড় আঘাত করেছে।

এত রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের পরও পিটিআই একটি দুর্দমনীয় শক্তি হিসেবে রয়ে গেছে। প্রশাসনের 'ম্যানেজ করা' নির্বাচনেও দলটির প্রতিদ্বন্দ্বীরা অন্যদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে। ভোটের আগমুহূর্তে দলটির দুই প্রধান নেতাকে জেল দেওয়ার পেছনে দলের কর্মী-সমর্থকদের মনোবল ভাঙার চেষ্টা করা হয়ে থাকতে পারে। তবে এতে হিতে বিপরীত হতে পারে এবং ভোটাররা দলটির প্রতি সমব্যথী হয়ে তাঁদের প্রার্থীদের ভোট দিতে পারেন।

এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে ইমরান-সমর্থকদের বিক্ষোভ-বন্যা সামাল দেওয়া নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষে মারাত্মক কঠিন হয়ে পড়তে পারে। পাকিস্তানের এ মুহূর্তের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতাকে সাজা দেওয়ার ঘটনা যৌক্তিকভাবেই দেশের পুরো রাজনৈতিক পরিবেশ বদলে দিতে পারে।

স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে, এই সাজার ঘটনা ভোটারদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতিনিধিত্বকারী তরুণদের ইমরানের প্রতি সহানুভূতিশীল করতে পারে এবং এসব তরুণ পিটিআই নেতাদের একচেটিয়াভাবে ভোট দিতে পারেন। এতে পর্দার আড়ালে থাকা ক্ষমতাধর গোষ্ঠী অন্য দলগুলোকে নিয়ে যে ক্ষমতাবদলের ছক কষেছে, তা ভন্ডুল হয়ে যেতে পারে।

লেখক: পাকিস্তানের লেখক ও সাংবাদিক

ডন থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত



বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

হজের কোটা অপূরণ, প্যাকেজমূল্য সহনীয় করতে হবে

চলতি মৌসুমে নিবন্ধনের সময় চার দফা বাড়ানোর পরও দেশের সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রী নিবন্ধনে তেমন সাড়া মেলেনি। ফলে শুক্রবার (২ ফেব্রুয়ারী) পঞ্চমবারের মতো নিবন্ধনের সময় বাড়ানো হয়েছে।

গত ১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত নিবন্ধন করেছেন সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪ হাজার ১৬৫ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৭৫ হাজার ৬৯৭ জন; মোট ৭৯ হাজার ৮৬২ জন। অথচ চলতি বছর ১ লাখ ২৭ হাজার ১৯৮ জন হজ করতে পারবেন এদেশ থেকে। বোঝাই যাচ্ছে, গত বছরের মতো এবারও পূরণ হচ্ছে না হজের কোটা। এ অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের হজের কোটা কমিয়ে দেওয়া হয় কিনা, সেটাই ভাবনার বিষয়।

ধারণা করা যায়, হজ প্যাকেজের উচ্চমূল্যই হজযাত্রী নিবন্ধনে ভাটা পড়ার মূল কারণ। উল্লেখ্য, চলতি বছরের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যাওয়ার দুটি প্যাকেজ নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন প্যাকেজের মূল্য ৫ লাখ ৭৮ হাজার ৮৪০ টাকা। আর বিশেষ প্যাকেজের মূল্য ৯ লাখ ৩৬ হাজার ৩২০ টাকা। অপরদিকে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় দুটি প্যাকেজের মূল্য যথাক্রমে ৫ লাখ ৮৯ হাজার ৮০০ টাকা এবং ৮ লাখ ২৮ হাজার ৮১৮ টাকা। যদিও গতবারের চেয়ে এ বছর সর্বনিম্ন প্যাকেজের মূল্য ১ লাখ ৪ হাজার ১৬০ টাকা কমানো হয়েছে, তবুও বর্তমান হজ প্যাকেজের মূল্যকে অনেক বেশি মনে করছেন হজে যেতে আগ্রহীরা, বিশেষ করে মূল্যস্ফীতির এ সময়ে অনেকে হজে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেও যেতে পারছেন না।

জানা যায়, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোয় হজের খরচ তুলনামূলক অনেক কম। প্রশ্ন উঠেছে, দেশে হজ প্যাকেজের মূল্য কেন এতটা বেড়ে গেল? এক্ষেত্রে বিমানভাড়া বৃদ্ধি একটি কারণ অবশ্যই। তবে মানুষসৃষ্ট কিছু কারণও হজ প্যাকেজের মূল্য বৃদ্ধির পেছনে কাজ করছে। অভিযোগ আছে, হজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নানা সিন্ডিকেটের কাছে হজযাত্রীরা একরকম জিম্মি। হজ নিয়ে বাণিজ্য করার জন্য গড়ে উঠেছে হজকেন্দ্রিক মার্কেটিং অফিসার, কমিশন বাণিজ্য, এজেন্সির সিন্ডিকেট এবং হজযাত্রী পরিবহণ সিন্ডিকেট। সৌদি আরবে বাসাভাড়াকেন্দ্রিক প্রতারণা, কখনো কখনো হজযাত্রীদের জমা দেওয়া টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়াসহ নানা অবৈধ বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে হজ এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে। এ পরিপ্রেক্ষিতে হজসংশ্লিষ্টদের কার্যক্রমে সরকারের নজরদারি ও হস্তক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়েছে বলে মনে করি আমরা।

মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার পাল্টা হামলার পরিণাম

॥ জুলিয়ান বোরগার ॥



হোয়াইট হাউস, পেন্টাগন ও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত ২৮ জানুয়ারী রোববার জর্ডানের উত্তরে তাদের এক ঘাঁটিতে হামলার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলাপের মধ্য দিয়ে সপ্তাহের সবচেয়ে দারুণ সময় কাটিয়েছে। এই হামলায় তিনজন আমেরিকান সেনা নিহত এবং ৩০ জনের বেশি আহত হন। যারা হামলার সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ হচ্ছিল, তাদের পাল্টা হামলার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ইরান সমর্থিত কাতাইব হিজবুল্লাহ সশস্ত্র বাহিনী এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয়। হামলার বদলা বিভিন্ন স্তরে নেওয়া হবে এবং তা বহুদিন পর্যন্ত জারি থাকবে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের দিনক্ষণ অনুসারে শনিবার ভোরে যখন প্রথম গোলাটা ছোড়া হলো, তার পাল্লা ও মাত্রা তখনও কিছু বিস্ময় সৃষ্টি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কমান্ড বলছে, ৭টি স্থাপনার ৮৫টি নিশানায় হামলা চালানো হয়েছে। তার মধ্যে চারটি সিরিয়ায় ও তিনটি ইরাকে। এ সময় বিশেষ নিশানা মাথায় রেখে ১২৫টি অস্ত্র সরঞ্জাম, বিভিন্ন ধরনের ড্রোন ও দূরপাল্লার বি১ বোমারু বিমান ব্যবহৃত হয়েছে, যেগুলো যুক্তরাষ্ট্রের ভূমি থেকে উড়ে গিয়েছে। এ ঘটনায় আমেরিকান বিমানবাহিনীর ক্ষমতারও একটা প্রদর্শনী হয়ে গেল। মিডলইস্ট ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফেলো চার্লস লিস্টার সামাজিক গণমাধ্যম এক্সকে জানিয়েছেন, 'আজ (শনিবার) রাতে ইরাকের পশ্চিমাঞ্চল ও সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে চালানো হামলাগুলো ইরানের প্রক্সিদের বিরুদ্ধে এর আগে নেওয়া যে কোনো পদক্ষেপের চেয়ে অনেক বড় ছিল। সীমান্তের উভয় দিকে হামলা-পরবর্তী বিপুল বিস্ফোরণের শব্দ ঘটার মানে বড় বড় রকেট বা মিশাইল ঘাঁটিগুলোতে আঘাত হানা হয়েছে।

জো বাইডেন বলেছেন, ইরানের ইসলামিক রেভলিউশন গার্ড বাহিনী ও তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সশস্ত্র বাহিনী যেসব স্থাপনা ব্যবহার করত সেগুলোই আক্রমণের নিশানা করা হয়েছিল। তিনি এও স্পষ্ট করেছেন, হামলা কেবল শুরু হলো। টাওয়ার ২২ ঘাঁটিতে হামলার পুরো জবাব হিসেবে 'মাঝে মাঝে আমাদের পছন্দমতো জায়গায় হামলা করা হবে।' আক্রমণের মাত্রা মাথায় রেখে হামলার জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রত্যাশিতভাবে ইরানের ভূখণ্ডে কোনো কিছুই নিশানা করা হয়নি। সিনিয়র প্রশাসকরা আনুষ্ঠানিকভাবে স্পষ্ট করেছিলেন যে, ইরানকে ভবিষ্যৎ যে কোনো হামলারও বাইরে রাখা হবে।

জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক মুখপাত্র জন কিরবি বলেছেন, 'এর উদ্দেশ্য হলো হামলাগুলো বন্ধ করা। আমরা ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাচ্ছি না।' এদিকে, টাওয়ার ২২ ঘাঁটি আক্রমণের পর আইআরজিসি বা ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তাদের সরিয়ে নিতে পাঁচ দিন সময় দেওয়া হয়। পেন্টাগন থেকে বলা হয়েছিল, আবহাওয়ার ওপর ভিত্তি করে হামলার সময় নির্ধারিত হয়। পরিকল্পনাকারীরা আক্রমণের নিশানাগুলো সম্পর্কে পুরোপুরি সুনিশ্চিত হতে আকাশের পরিস্থিতি বোঝার অপেক্ষায় ছিল, যাতে সাধারণ মানুষের ক্ষয়ক্ষতি সবচেয়ে কম রাখা যায়।

আবহাওয়ার কারণে দেরি হওয়ায় আইআরজিসি তাদের লোকদের বিপদ থেকে সরিয়ে নিতে পেরেছিল- এই প্রশ্নে জয়েন্ট স্টাফের অভিযান পরিচালনাকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল সিমস সুনির্দিষ্ট করে বলেছেন, আমেরিকান নিশানায় হামলার পরপরই মিলিশিয়াদের শিবির ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা, যেহেতু তাদের কাজ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং, কয়েক দিন সময় নেওয়াতে পরিস্থিতির তেমন কোনো তারতম্য ঘটেনি। তিনি এও বলেছেন, মার্কিন হামলার লক্ষ্য ছিল আইআরজিসির অস্ত্র মজুত উল্লেখযোগ্যভাবে ধ্বংস করা। সার্বিকভাবে, হামলার পরিকল্পনার মধ্যে ছিল যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সরাসরি সংঘাতের ঝুঁকি নূনতম রাখা এবং সিরিয়া ও ইরাকে ইরানের মজুতকৃত অস্ত্রের সর্বোচ্চ ধ্বংসসাধন।

উল্লেখ্য, মোট নিশানাকৃত স্থাপনার মধ্যে ইরাকে ছিল তিনটি। গুঞ্জন ছিল, আমেরিকা সেখানে হামলা নাও করতে পারে; কারণ হামলার পর ইরাকের মাটিতে মার্কিন সেনাদের অবস্থান অব্যাহত রাখার অনুমতি দিলে আইএস চাঙা হতে পারে এ ভাবনাটা তাদের মাথায় কাজ করতে পারে। হোয়াইট হাউস থেকে বলা হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র হামলার আগে বাগদাদকে জানিয়েছিল। তবে, ইরাকের এক সেনা মুখপাত্র বলেছেন, তারা এ হামলাকে 'ইরাকের সার্বভৌমত্বের ওপর আক্রমণ ও সরকারের প্রতি অপমান' বলে মনে করছেন।

পরিকল্পনাকারীরা পাল্টা হামলা করতে গিয়ে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের ঝুঁকি এড়ানোয় এর মধ্যে তাদের দৌড় স্পষ্টভাবে বোঝা গেছে। তবে এ হামলার পক্ষে বাগদাদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জটিল করে তোলার ঝুঁকি কোনো বাধা ছিল না। কারণ যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, ইরাকি সরকার শেষ পর্যন্ত আইএসকে দূরে রাখতে মার্কিন সেনাদের ওপর নির্ভরশীল।

লেখক: ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স সম্পাদক

দ্য গার্ডিয়ান থেকে অনুবাদ করেছেন ইফতেখারুল ইসলাম

নামাজের সময়-সূচী

ফেব্রুয়ারি	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১
ফজর	৫.৪৪	৫.৪৩	৫.৪২	৫.৪১	৫.৪০	৫.৩৯	৫.৩৮
সূর্যোদয়	৭.০১	৭.০০	৬.৫৯	৬.৫৮	৬.৫৭	৬.৫৫	৬.৫৪
জোহর	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০
আসর	৩.৩৭	৩.৩৮	৩.৩৯	৩.৪০	৩.৪২	৩.৪৩	৩.৪৪
মাগরিব	৫.১৮	৫.১৯	৫.২০	৫.২২	৫.২৩	৫.২৪	৫.২৫
এশা	৬.৩৫	৬.৩৬	৬.৩৮	৬.৩৯	৬.৪০	৬.৪১	৬.৪২

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৭ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৮ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

রাজনীতি কি তবে কঠিন হয়ে গেল?

॥ মেজর নাসির উদ্দিন আহাম্মেদ (অব.) পিএইচডি ॥

সত্তর ও আশির দশকে পরপর সাতটি বছরের মধ্যে ঘটে যাওয়া বেশকিছু রাজনৈতিক ঘটনা, দুর্ঘটনা কিংবা দুর্যোগ বাংলাদেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যা, জেলহত্যা ও জেনারেল খালেদ মোশাররফ হত্যা, ছিয়াত্তরে কর্নেল তাহেরের ফাঁসি, সাতাত্তরে হাঁ-না নির্বাচনে জেনারেল জিয়ার ৯৮.৯ শতাংশ ভোট পাওয়া, আটাত্তরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল অর্থাৎ বিএনপির আত্মপ্রকাশ, উনাশিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নতুন সুযোগ, আশিতে ক্যু, কাউন্টার ক্যু ও ক্যুয়ের দায়ে ফাঁসি ও গুম এবং সর্বশেষ একাশিতে জেনারেল জিয়া ও জেনারেল মঞ্জুরের হত্যাকান্ড ইত্যাদি। রাজনৈতিক এই ডামাডোলের মধ্যে একটি সংলাপ সে সময় বেশ আলোচিত হয়েছিল, যার রেশ আজও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। সংলাপটি হলো 'আই সেল মেইক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট'। আবার অনেকের মতে, সংলাপটি হলো 'আই সেল মেইক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর দ্য পলিটিশিয়ানস'। দুটি সংলাপেরই মূলকথা রাজনীতি একসময় কঠিন হয়ে পড়বে। লোকমুখে এ প্রসঙ্গটি হরহামেশা শোনা গেলেও প্রকৃতপক্ষে এই সংলাপের প্রবক্তা ঠিক কী বলেছিলেন কিংবা এর মধ্য দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, সেটি সুনির্দিষ্ট কোনো সূত্রে পাওয়া কঠিন। সংলাপটির প্রবক্তার পক্ষের মানুষদের মতে, তিনি ইতিবাচক অর্থেই কথাটি বলেছিলেন এবং বোঝাতে চেয়েছিলেন, রাজনীতিতে ভালো মানুষেরই অস্তিত্ব থাকবে, রাজনীতির নামে যারা কেবল নিজ স্বার্থ উদ্ধার করে এবং দেশ ও সমাজের ক্ষতি করে, তাদের জন্য ভবিষ্যতে রাজনীতি করা ডিফিকাল্ট হয়ে পড়বে।

অন্যদিকে তার বিপক্ষ দলের অভিযোগ, তিনি বিরাজনীতিকরণের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন, রাজনীতিকে সামরিকীকরণ করেছিলেন এবং সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের মাধ্যমে দেশ পরিচালনার সব আয়োজন করেছিলেন বলে রাজনীতিবিদদের রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এই একটি সংলাপের মাধ্যমে। প্রায় দুই যুগ পরে এই সংলাপটির কথা আবারও মনে পড়ল সাম্প্রতিক নির্বাচন ও পরবর্তী রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে। বিশেষত, জাতাকলে পিষ্ট জাতীয় পার্টির যা-তা অবস্থা রাজনীতির এক করুণচিত্রের প্রতিবিম্ব বলে প্রতীয়মান হওয়ায় প্রশ্ন জেগেছে আসলে রাজনীতি কারা করেন, কেন করেন এবং রাজনীতির বিনিময়ে তাদের প্রাপ্তিটাই বা কী? কীসের প্রত্যাশায় তারা নিজেকে এমন হাস্যকর চরিত্রে পরিণত করছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের সামনে এক বিচিত্র উদাহরণ তৈরি করে চলেছেন! জাতিকে তারা কী দিয়েছেন কিংবা কী দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন? নাকি কেবল পাওয়ার জন্যই তাদের রাজনীতি?

যে কোনো বিচারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আজ দেশ ও বিদেশে ক্ষমতায়নের এক অনন্য উদাহরণ। একই নেত্রীর অধীনে পরপর চারটি নির্বাচনে জয়লাভ এবং দীর্ঘ ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পর আরও পাঁচ বছর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ কেবল দেশ কিংবা উপমহাদেশেই নয়, বিশ্বের বুকেও এক নতুন মাইলফলক। বিশেষত একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে একজন নারীনেত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর এই সাফল্য ব্যক্তিগতভাবে শেখ হাসিনাকে এবং সমষ্টিগতভাবে বাংলাদেশের নারী সমাজকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

মহান সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি আসনসহ মোট আসন (৩০০+৫০=) ৩৫০টি। এর মধ্যে ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে নৌকা প্রতীক জয়লাভ করেছে ২২৩টি আসনে। এর বাইরে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের নেতা-কর্মীরা দলীয় অনুমতি ও অনেক ক্ষেত্রে আনুকূল্য পেয়ে ৬২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয় পেয়েছেন। জাতীয় পার্টি মনোনীত এবং আওয়ামী লীগ সমর্থিত ১১ জন বিজয়ী সংসদ সদস্য আছেন মহান সংসদে। দুটি ভিন্ন ভিন্ন দলের দুই প্রধানও আওয়ামী লীগের আশীর্বাদপুষ্ট হয়েই বিজয়ের হাসি আর স্যালুট দিয়ে মহান সংসদ অলংকৃত করেছেন। আওয়ামী লীগের সব সংসদ সদস্য এবং ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী আবার দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার ওপর সংরক্ষিত আসনের মহিলা সংসদ সদস্যদের (৪৮ জন) নির্বাচনের একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রদান করে। ফলে সংরক্ষিত মহিলা সংসদ সদস্যসহ মোট ৩৩২ জনের মন্ত্রী ও এমপি নিয়ে এক মহান নেতায় পরিণত হয়েছেন সংসদ নেত্রী তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এমন ক্ষমতাসীন অবস্থায় রাজনীতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ১৯ শতকের শেষ দিকে এক কঠোর বাস্তবতার কথা বলে গেছেন ব্রিটিশ ইতিহাসবেত্তা, গবেষক ও লেখক লর্ড অকটন (১৮৩৪-১৯০২)। তার মতে, ক্ষমতা দুর্নীতির দিকে এগিয়ে দেয়। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার কারণে নিরঙ্কুশভাবে দুর্নীতি হতে পারে। (পাওয়ার করাপ্ট অ্যান্ড অ্যাবসলিউট পাওয়ার করাপ্ট অবসোলুটলি)।

৭ জানুয়ারির নির্বাচনে আওয়ামী লীগ হাতে নৌকা তুলে দিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দিয়েছিল ২৬৭ জন দলীয় প্রার্থীকে। তাদের মধ্যে জিতেছেন ২২৩ জন আর হেরেছেন সাবেক তিন প্রতিমন্ত্রী ও কয়েক ডজন এমপিসহ ৪৪ জন। আর এই ৪৪ জন এমপির বিরুদ্ধে বিজয়ীদের প্রায় সবাই স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী, যারা ছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী। এই স্বতন্ত্ররা হেরে যাওয়াদের ভবিষ্যৎ রাজনীতিকে ডিফিকাল্ট (কঠিন) করে দিলেন। তারা আরও ডিফিকাল্ট করে দিলেন এবারের দলীয় মনোনয়ন বোর্ড আর বিভিন্ন জরিপ সংস্থার ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ। মনোনয়ন বোর্ডের প্রভাবশালী সদস্য ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো-চেয়ারম্যানের পরপর তিনবার হার মেনে নেওয়া কেবল ডিফিকাল্টই নয়, লজ্জাজনকও বটে। এই ৬২ নির্বাচনি এলাকায় আওয়ামী লীগের মধ্যে যে বিভক্তির ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, তা শুকাতে অনেক বেগ পেতে হবে। হঠাৎ করে একজন ব্যারিস্টার কিংবা একজন জেনারেলকে জয়ী করে সংসদে ঠাঁই দেওয়ার ঘটনা ১৫ বছর ধরে মাঠপর্যায়ে যারা নৌকার হাল ধরেছিলেন তাদের মন-মানসিকতার ওপর এক ডিফিকাল্ট চাপ সৃষ্টি করেছে। এমন ব্যারিস্টার ও জেনারেল আওয়ামী লীগের কী উপকারে লাগবে- সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়াও বড় ডিফিকাল্ট।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল, টাকার জোরে সহজেই এমপি-মন্ত্রী হওয়া যায়! মনে পড়ে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের জেলে থাকা সাবেক এক এমপির কথা, যিনি মানব পাচার ও আদম ব্যবসা করে দেশে কুয়েতি দিনার তথা সম্পদের পাহাড় গড়েছিলেন। এরপর কেবল নিজে এমপি হয়েই ক্ষান্ত হননি, সংরক্ষিত মহিলা কোটায় স্ত্রীর এমপি হওয়ার খায়েশও পূর্ণ করেছিলেন। তবে শুধু টাকার জোরে এমপি হওয়া যে দিনকে দিন ডিফিকাল্ট (কঠিন) হতে পারে, তারও কিছু নমুনা দেখা গেল এবারের নির্বাচনে। কুমিল্লার দুটি নির্বাচনি এলাকায় দেশের শীর্ষস্থানীয় দুজন ব্যবসায়ী দিকপাল নৌকা প্রতীক নিয়েও হেরেছেন। চট্টগ্রামের এক নির্বাচনি এলাকায় দেশের বড় ও হালের বিতর্কিত এক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের আশীর্বাদপুষ্ট নৌকা প্রার্থীর প্রার্থিতা নির্বাচনের দিন অনিয়মের দায়ে বাতিল করা হয়। হালে পানি পাননি চট্টগ্রামের এক সাবেক মেয়র, যিনি ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও দানবীর হিসেবে খ্যাত। যশোরের দাপুটে পরিবহন ব্যবসায়ী নৌকা পেয়েও হেরেছেন তরুণ স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে। যিনি নিজস্ব কোনো পরিবহন না থাকায় সিএনজি যোগে সংসদ অধিবেশনে যোগ দিয়ে সাড়া ফেলেছেন। সুতরাং রাজনীতি মানে টাকার খেলা কিংবা টাকা কথা বলে- এমন প্রবাদ বিশ্বাস করা ডিফিকাল্ট হয়ে গেল। অন্যদিকে নমিনেশন বোর্ডের আশীর্বাদপুষ্ট প্রার্থীদের বিরোধী দলবিহীন মাঠে ভরাডুবি এমন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে যে, টাকা না থাকলেও তো জনগণের মনে ঠাঁই নেওয়া যায়; কিন্তু দলের নমিনেশন বোর্ডের মন গলানো যায় কি? বড় ডিফিকাল্ট (কঠিন) এমন প্রশ্নের উত্তর। আরও ডিফিকাল্ট এই প্রশ্নের উত্তর, আসছে ৫০ জন সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপি কীসের ভিত্তিতে মহান সংসদ অলংকৃত করবেন? টাকার জোরে নয় তো? অন্যদিকে দল হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির সামনে এখন সবচেয়ে ডিফিকাল্ট সময়। তাদের প্রবীণ নেতৃত্ব বয়স ও মামলার ভারে জর্জরিত। তরুণ নেতৃত্ব দিকভ্রান্ত। আদালত, জেল ও স্থানীয় থানায় যেন আজ তাদের অনেকের বর্তমান এমনকি স্থায়ী ঠিকানা। বিদেশিদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সহায়তা না পেয়ে হতাশ সোশ্যাল মিডিয়ার নব্য গুজববাজ ও তাদের ফলোয়াররা। দেশে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব আর বাস্তবতা না বুঝে লন্ডন থেকে প্রভাব- এমন এক জটিল সমীকরণে কোনো সমাধান প্রত্যাশা করা কঠিন। তাই কোন পথে হাঁটলে তারা কোন গন্তব্যে পৌঁছাবে এ ভাবনায় দিন কাটে বিএনপির একনিষ্ঠ নেতা-কর্মীদের।

বড় অদ্ভুত এক অবস্থানে আছে জামায়াত, হেফাজত ও ইসলামী আন্দোলন (চরমোনাই)-সহ সমমনা ইসলামী দলগুলো। ইসরায়েল, ফিলিস্তিন, রামমন্দির, সীমান্ত হত্যাকান্ড কিংবা হালের শরীফ-শরীফার বিতর্কেও তাদের সাড়াশব্দ তেমনটা চোখে পড়ে না। নীরবে তাবলিগের বয়ান চলছে টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমা মাঠে। এ দেশে মুসলমানরা যে শান্তিপ্রিয় এবং নীরবে ধর্মকর্ম চালিয়ে যাওয়াই যে তাদের পছন্দ, তা আজ স্পষ্ট। সুতরাং জঙ্গিবাদ বিস্তারের দোহাই দিয়ে ভবিষ্যতে বিদেশি আনুকূল্য লাভ কিংবা দেশে কঠোর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ ডিফিকাল্ট হয়ে গেল। আর ইসলামিক দলগুলোর জন্যও ধর্মকে রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করার রাস্তাও দিনে দিনে সংকুচিত হয়ে গেল।

বড় অদ্ভুত এক অবস্থানে আছে জামায়াত, হেফাজত ও ইসলামী আন্দোলন (চরমোনাই)-সহ সমমনা ইসলামী দলগুলো। ইসরায়েল, ফিলিস্তিন, রামমন্দির, সীমান্ত হত্যাকান্ড কিংবা হালের শরীফ-শরীফার বিতর্কেও তাদের সাড়াশব্দ তেমনটা চোখে পড়ে না। নীরবে তাবলিগের বয়ান চলছে টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমা মাঠে। এ দেশে মুসলমানরা যে শান্তিপ্রিয় এবং নীরবে ধর্মকর্ম চালিয়ে যাওয়াই যে তাদের পছন্দ, তা আজ স্পষ্ট। সুতরাং জঙ্গিবাদ বিস্তারের দোহাই দিয়ে ভবিষ্যতে বিদেশি আনুকূল্য লাভ কিংবা দেশে কঠোর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ ডিফিকাল্ট হয়ে গেল। আর ইসলামিক দলগুলোর জন্যও ধর্মকে রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করার রাস্তাও দিনে দিনে সংকুচিত হয়ে গেল।

ইচ্ছা না করলেও জাতীয় পার্টি নিয়ে লিখতে হয়। তারা যে বিরোধী দল! কী এক অদ্ভুত বিচিত্র গঠনতন্ত্র তাদের? এক একটি ধারা ব্যবহার করে তারা একে অপরকে বহিষ্কার করে চলেছেন? লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে নির্বাচন কমিশনে যাচ্ছেন আর লাঙল নিয়ে টানাটানি করছেন। 'আওয়ামী লীগ সমর্থিত' কথাটি পোস্টারে লিখে নির্বাচন করেও তারা বলেন সমঝোতা হয়নি। আমরাই বিরোধী দল! লজ্জা না থাকলে কোনো কিছুই ডিফিকাল্ট নয়- এমনটা প্রমাণই যেন জাতীয় পার্টির মূলমন্ত্র। দলটি তাই জন্মের পর সবচেয়ে ডিফিকাল্ট সময় পার করছে বলেই মনে হয়। তাদের নেতা বলেছেন, দেশে ভালো নির্বাচন হয়নি, তবে আমার নির্বাচনি এলাকায় সব ঠিকঠাক চলেছে। এমন কথা যাত্রাপার্টি কিংবা যা-তা পার্টির মুখে মানালেও বিরোধী দলের মুখে বেমানান। সংসদে দেশ ও জনগণের ডিফিকাল্ট সমস্যা এমন দলের পক্ষে কতটা তুলে ধরা সম্ভব, তা ধারণা করাও ডিফিকাল্ট বা কঠিন। দেশের রাজনীতির পাশাপাশি অর্থনীতির বিষয়টিও আজ চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে সচেতন মহলে। শতচেষ্টা করেও নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। শিশু আয়ানের মৃত্যু নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রদত্ত তদন্ত প্রতিবেদন হাস্যকর বলেছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এমন কঠিন বাস্তবতার মাঝেও আশার কথা, আমাদের একজন অভিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী আছেন। দায়িত্ব থেকে বিদায় নিয়েছেন বিগত মন্ত্রিসভার চরম বিতর্কিত স্বাস্থ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী। নতুন বছরের একটি মাসও বিদায় নিয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের হাতে নতুন পাঠ্যবই আর বইপ্রিয় মানুষের হাতে একুশের বইমেলার নতুন বই- এমন একটা সুখী বাংলাদেশের প্রত্যাশায় রইলাম।

লেখক: গবেষক, বিশ্লেষক ও কলামিস্ট



দুর্বল জাতির ভাষা ক্ষমতাহীন ও অসম্মানিত

॥ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ॥

সাহিত্যের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্য অনেক কিছুকেই প্রতিফলিত করে; ভাষা ব্যবহারে উৎকর্ষকে তো অবশ্যই। সাহিত্যের মাধ্যমেই ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট বিকাশ ঘটে থাকে। দেশে এখন প্রচুর বই। প্রতিবছর বইমেলাতে বই উপচে পড়ে। কিন্তু অধিকাংশ বইয়েরই অন্তর্গত বস্তু অকিঞ্চিৎকর। প্রচুর সংখ্যায় বিক্রি হয় উপন্যাস ও উপন্যাসসদৃশ রচনা। জনপ্রিয় এই ধারা পাঠকদের জন্য এক ধরনের আমোদ সরবরাহ করে। অল্প সময়ের জন্য হলেও বাস্তব জগৎকে ভুলিয়ে দেয়। ফলে পাঠকদের একটা রুচি তৈরি হয়। যে রুচি গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণের জন্য মোটেই অনুকূল নয়, বরং প্রতিকূল বটে। মাদকাসক্তির মতো অতটা ক্ষতিকর না হলেও কথিত জনপ্রিয় সাহিত্যও এক ধরনের আসক্তি বটে। এ নেশায় যাকে পেয়েছে তার পক্ষে গভীর কোনো বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা সম্ভব না হওয়াই স্বাভাবিক। এই সঙ্গে এ ঘটনাও তাৎপর্যহীন নয় যে, মেধাবী লেখক কেউ কেউ এখন ইংরেজিতে লিখছেন। তারা ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষিত; সেই সঙ্গে ইংরেজি বইয়ের বাজারও তুলনামূলক উন্নত; তাড়াটা দু'দিক থেকেই আসছে। সেই সঙ্গে বাস্তবতা এটাও যে, মধ্যবিত্ত পাঠকরা ভাগ হয়ে যাচ্ছে। যারা ওপরের দিকে উঠেছে তারা ইংরেজি বইয়ের দিকেই ঝুঁকবে এবং বাংলা বইকে অবজ্ঞা করতে শিখবে। এটাই প্রবণতা।

এটাও অবধারিত যে, জনমাধ্যমের গুরুত্ব আরও বাড়বে। অনেক বেড়েছে; থামবে না। জনমাধ্যম কিন্তু ভাষার উন্নতিতে সহায়ক হচ্ছে না। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা তো হয়ই না; ভাষা বিকৃতি ঘটে বিজ্ঞাপন এবং নাটকে। সরকার নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমগুলো সরকারের মহিমা প্রচার করতে ব্যস্ত থাকে, তাতে মানুষের বিরক্তি উৎপাদিত হয় এবং প্রচারের ভাষাও হয় নিম্নমানের। এফএম রেডিও তরুণদের যে ভাষা শেখাচ্ছে, তা ভাষাচর্চার জন্য মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়।

বিশ্বে এখন বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রচুর, ২৫ কোটিরও বেশি হবে; সংখ্যাবিচারে বাংলাভাষী মানুষের স্থান পঞ্চম। কিন্তু বাংলা ভাষার মর্যাদা খুবই কম। কারণ কী? কারণ হচ্ছে, আমরা সংখ্যায় অনেক ঠিকই, কিন্তু ক্ষমতায় সামান্য। অনেকটা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মতোই; শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক কিন্তু গুণগত মান নিম্নগামী।

ক্ষমতাহীনতার একাধিক কারণ রয়েছে। প্রধান ও প্রাথমিক কারণটা হলো জ্ঞানচর্চার অপ্রতুলতা। জ্ঞানচর্চা ঠিকমতো হচ্ছে না। তার কারণ হলো, চর্চা যেটুকু যা হচ্ছে, তা বাংলা ভাষার মাধ্যমে ঘটছে না। জ্ঞানই যে শক্তি এ সত্যে কোনো ভেজাল নেই। জ্ঞানের চর্চায় আমরা উঁচুতে উঠতে পারছি না; মেধা ও মনন অবিকশিত রয়ে যাচ্ছে। ফলে ক্ষমতা বাড়ছে না। আমরা তরল হচ্ছি, ঘন হতে ব্যর্থ হয়ে। বিশ্বে তাই বাঙালির কোনো সম্মান নেই। ওদিকে সব বাঙালি বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে আছে। কেননা, বাংলাদেশই হচ্ছে বাংলা ভাষা চর্চার কেন্দ্রভূমি এবং ভরসাস্থল। এ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভেতর দিয়ে; এর রাষ্ট্রভাষা বাংলা; এখানে যদি ভরসা না থাকে, তবে থাকবে কোথায়? থাকছেও না।



বাঙালি তার ভাষা নিয়ে গৌরব করে থাকে। গৌরবের কারণ আছে। একটি কারণ বাংলা ভাষায় উচ্চারণের সঙ্গে লিখিত রূপের নৈকট্য। আমরা যেভাবে উচ্চারণ করি, সেভাবেই লিখে থাকি। কিন্তু অধুনা দেখা যাচ্ছে, কেবল উচ্চারণে নয়; লিখিত রূপের ওপরেও নিদারুণ হস্তক্ষেপ ঘটছে। প্রমিতকরণের নাম করে 'ঈ'-কারগুলোকে যাবজ্জীবন নির্বাসনে পাঠানো হচ্ছে। সর্বাধিক অগ্রহণযোগ্য হলো 'শ্রেণী' বানানে 'ই'-কারের প্রয়োগ। শাসকশ্রেণি মনে হয় শাসিতশ্রেণিকে অন্যদিক থেকে তো বটেই, বানানের ক্ষেত্রেও হ্রস্ব করে ছাড়বে; কোনো ক্ষেত্রেই রেহাই দেবে না। হায় দরিদ্রশ্রেণির মানুষ! তোমরা পালাবে কোথায়? হরফ বিতাড়নের উদ্যোগটা পাকিস্তানি শাসকরাও নিয়েছিল, সফল হয়নি। কেননা, শিক্ষিত বাঙালী সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিল। এখন শিক্ষিত বাঙালির বিত্তবান অংশ শাসকশ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়ে বিতাড়নের কাজটি নিজেরাই সিদ্ধ করছে। বাঙালির দুর্দশা ও বাংলার দুর্দশা যে এক ও অভিন্ন তাতে সন্দেহ কী?

দুর্দশাটা এমনকি একুশে ফেব্রুয়ারীর উদযাপনের ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান। আয়োজনের অভাব নেই, কিন্তু একুশের উদযাপনে মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। সেটা হলো মধ্যরাতে উদযাপনের সূচনাকরণ। বাঙালির উৎসব শুরু হয় সকালে; ইউরোপীয়দের মধ্যরাতে। ওদের মধ্যরাত আক্রমণ করেছে আমাদের সকালবেলাকে। যা ছিল স্বাভাবিক, তাকে কৃত্রিম করে দেওয়ার আয়োজন বৈকি! সাংস্কৃতিকভাবে মধ্যরাত থার্টিফার্স্ট নাইটের ব্যাপার; পহেলা বৈশাখের নয়। থার্টিফার্স্ট নাইট আর পহেলা বৈশাখ এখন আলাদা হয়ে গেছে। ইংরেজি নববর্ষ হুমকি দিচ্ছে বাংলা নববর্ষকে। হুমকির লক্ষণ একুশের উদযাপনেও দেখা দিয়েছে। হুমকি এসেছে আরও একটি। সেটি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। এটি আমাদের নয়; ইউরোপের। এর সঙ্গে যোগ রয়েছে বাণিজ্যের।

দখলদারিত্বের ভেতর দিয়ে বিশ্ববাজার এখন কোণঠাসা করতে চায় দেশীয় উৎপাদনকে; ভালোবাসা দিবস প্রকাশ্যে উদ্দীপনা তৈরির মধ্য দিয়ে গোপনে শত্রুতা করছে শহীদ দিবসের সঙ্গে। যে তরুণদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, তারা প্রদর্শনী ঘটাচ্ছে একেবারে ব্যক্তিগত পর্যায়ে দু'জনে দু'জনে মিলবার অভিপ্রায়ের। জনবিচ্ছিন্নতা আর কাকে বলে? মর্মার্থে এ বিচ্ছিন্নতা শাসকশ্রেণির ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতারই সংক্রমণ ও প্রতিচ্ছবি। আবার এটাও তো দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় টেলিভিশন চ্যানেলের মধ্য দিয়ে হিন্দি ভাষা হানা দিয়েছে গৃহের অন্তঃপুরে। অতীতে আমরা উর্দুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম; বর্তমানে হিন্দির জন্য আমাদের দরজা-জানালা উন্মুক্ত। রাষ্ট্র গা করে না; রাষ্ট্রের চোখে এসব কাজ জরুরি নয়।

আবারও ওই শাসকশ্রেণির জনশত্রুতার বিষয়টির কাছেই যেতে হয়। রাষ্ট্র অনেক কিছুই করতে পারেনি; রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা বাংলা ভাষার চর্চার ক্ষেত্রেই ঘটেছে। ওই ব্যর্থতা অনেক ব্যর্থতার প্রতিপালক। ব্যর্থতার কারণ হলো রাষ্ট্র ভেঙেছে ঠিকই, কিন্তু বদলায়নি। ভেতরে সে আগের মতোই রয়ে গেছে। বদলাবার কথা ছিল। কেননা, এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের ফলে। মুক্তির ওই সংগ্রামেরই অংশ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। তারই পরিণতিতে মুক্তিযুদ্ধ এবং তার ভেতর দিয়েই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। মুক্তির জন্য প্রয়োজন ছিল বাংলা ভাষাচর্চার স্বাধীনতা। সেটা সম্ভব হতো রাষ্ট্রের চরিত্রে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ভেতরে শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যদি মৌলিক পরিবর্তন ঘটত, তবেই। সেটা ঘটেনি। শাসক বদল হয়েছে; শাসক-শাসিতের সম্পর্কে বদল হয়নি। মুক্তির সংগ্রামে চালিকাশক্তি ছিল সাধারণ মানুষ। সেই সাধারণ মানুষের মুক্তি আসেনি। তাই তাদের মাতৃভাষাও মুক্তি পায়নি; আগের মতোই শাসকদের অবহেলা ও উৎপীড়নের শিকার হচ্ছে।

কিন্তু হতাশ হবার কারণ নেই। জনগণ আছে এবং তাদের ভাষাও থাকবে। কেবল বাংলাদেশে নয়, বিশ্বজুড়ে যে বাঙালীরা রয়েছে, তাদের ভাষা অবশ্যই নিজের জন্য মর্যাদার স্থান খুঁজে নেবে। কিন্তু দায়িত্বটা বাংলাদেশের মানুষেরই। নেতৃত্ব তাদেরই দিতে হবে। বাংলা ভাষার উৎকর্ষ ও প্রয়োগ বৃদ্ধির জন্য আমরা বিভিন্ন কাজের সুপারিশ করতে পারি। যেমন পাঠাগার গড়ে তোলা; সংস্কৃতিচর্চার গুণ ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি। বলতে পারি ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণের আবশ্যকতার কথা। সাহিত্যচর্চার অপরিহার্যতার বিষয় তুলে ধরতে পারি।

উচ্চ আদালতের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের অনুরোধ জানাতে পারি বাংলা ব্যবহারের। কিন্তু মূল ব্যাধিটাকে যেন না ভুলি। সেটা হলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় চরিত্র। ওই চরিত্রে বদল ঘটিয়ে রাষ্ট্রকে জনগণের অধীনে নিয়ে আসতে হবে। সেটা ঘটলে রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের সর্বত্র জনগণের ভাষা অব্যাহতরূপে ব্যবহৃত হবে। তার উন্নতির পথে অন্তরায় থাকবে না। এর জন্য যে সামাজিক বিপ্লব দরকার, তার পথে অন্তরায় হচ্ছে পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ মানুষ ও প্রকৃতির মূল শত্রু; পুঁজিবাদ বাংলা ভাষা, বাঙালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র এবং বাঙালির দুর্দশার জন্য দায়ী।

ভরসা এখানে যে, পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রাম বিশ্বজুড়েই শক্তিশালী হচ্ছে, সেই সংগ্রাম বাংলাদেশেও চলছে। সারাবিশ্বে মানুষের মুক্তি যেমন বৃদ্ধ পুঁজিবাদের যুবকসুলভ দুরন্তপনায় মোকাবিলা না করলে ঘটবে না, আমাদের মুক্তিও তেমনি আসবে না পুঁজিবাদের দুঃশাসনের অবসান ঘটাতে ব্যর্থ হলে। এটা যেন কখনোই না ভুলি যে, ভাষার শত্রু ও মানুষের শত্রু অভিন্ন এবং ওই শত্রুটির নাম পুঁজিবাদ। সমস্যাটা রাজনৈতিক। অরাজনৈতিক পথে এর সমাধান নেই। বাংলা ভাষার প্রয়োজনে আমরা রাষ্ট্র ভেঙেছি, ওই একই প্রয়োজনে শাসক-শাসিতের সম্পর্কের ভেতর পরিবর্তন আনা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
মাত্রাত্র ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অর্জনে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
চাইলে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
• আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
• আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
• আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ভারতের হস্তক্ষেপে প্রতিবেশীরা কেন ক্ষুব্ধ

॥ লিন মিনওয়াং ॥

এমন ঘটনার প্রেক্ষাপটে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রামানিয়াম জয়শঙ্কর মঙ্গলবার বলেছেন, প্রতিটি প্রতিবেশীরই সমস্যা আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবারই সবার প্রয়োজন আছে। ইতিহাস ও ভূগোল অত্যন্ত শক্তিশালী শক্তি। তা থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না। এ থেকে বোঝা যায় মালদ্বীপ ও বাংলাদেশ ঐতিহাসিক ও ভৌগলিকভাবে ভারতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই বর্তমান 'ভারতবিরোধী মনোভাব' বড় ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি করবে না।

সম্প্রতি 'ইন্ডিয়া আউট' প্রচারণা গতি পেয়েছে বাংলাদেশে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'ইন্ডিয়া আউট' প্রচারণায় মূলত বাংলাদেশিদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে ভারতীয় পণ্য বর্জনের জন্য। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে এটা করা হচ্ছে। মালদ্বীপেও একইভাবে 'ইন্ডিয়া আউট' প্রচারণা চলছে। একসঙ্গে এই দুটি প্রচারণা ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিবেশীদের তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। এরই মধ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্ভাব্য চীন সফরের খবরে ভারতের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে।

এমন ঘটনার প্রেক্ষাপটে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রামানিয়াম জয়শঙ্কর মঙ্গলবার বলেছেন, প্রতিটি প্রতিবেশীরই সমস্যা আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবারই সবার প্রয়োজন আছে। ইতিহাস ও ভূগোল অত্যন্ত শক্তিশালী শক্তি। তা থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না। এ থেকে বোঝা যায় মালদ্বীপ ও বাংলাদেশ ঐতিহাসিক ও ভৌগলিকভাবে ভারতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই বর্তমান 'ভারতবিরোধী মনোভাব' বড় ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি করবে না।

তবে মজার ব্যাপার হলো জয়শঙ্কর তার সাম্প্রতিক লেখা বই 'হোয়াই ভারত ম্যাটারস'-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের 'প্রতিবেশীই প্রথম' নীতি নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, এই নীতি অত্যন্ত কার্যকর হয়েছে। কারণ, এই নীতি তার প্রতিবেশীদের প্রতি পারস্পরিক সহযোগিতা ও উদারতা অনুসরণ করে। এর মূলে এটা ভারতের প্রতিবেশীদের দেশটির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার সুবিধাগুলোর উপলব্ধি করার একটি উপায়। তবে 'ইন্ডিয়া আউট' প্রচারণা এই দাবিতে কিছুটা আঘাত দিয়েছে।

ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোতে ভারতের প্রতি ব্যাপক ভীতি, শত্রুতা এবং বিরোধিতার মনোভাব বিদ্যমান। এই মনোভাবের শিকড় ঐতিহাসিকভাবে অনেক গভীরে। সাম্প্রতিক ভারতবিরোধী মনোভাবে প্রকাশ পেয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রতিবেশী দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ও কূটনীতিতে ভারতের জোরালো হস্তক্ষেপের প্রতি বিরক্তি ও বিরোধিতা থেকে। মোদি সরকারের 'প্রতিবেশীই প্রথম' নীতির অধীনে প্রতিবেশী দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ও কূটনৈতিক বিষয়ে অধিক পরিমাণে গভীরভাবে যুক্ত হয়েছে ভারত। এসব দেশের ভিতরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং ধর্মীয় গ্রুপগুলোকে প্রভাবিত করে এবং এসব দেশের অভ্যন্তরে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোকে দমন করে ভারতপন্থি শক্তির প্রতি সমর্থন দিয়েছে। উপরন্ত 'অখন্ড ভারত' আখ্যান দিয়ে একটি অবয়ব সৃষ্টি করেছে ভারত। 'অখন্ড ভারত' ডোমেইনের আওতায় নেয়া হয়েছে সব প্রতিবেশী দেশকে, যা কেবল অন্য দেশগুলোকে খাটো ও হ্রাস করে না, একই সঙ্গে ভারতের আঞ্চলিক আধিপত্যের ধারণাকেও উন্মোচিত করে।

মূলত, বিদেশি 'অ্যাকশন' নির্ধারিত হয় আদর্শিক চেতনা দ্বারা। এই ধারণাটিকে মাথায় রেখে ভারতের রাজনৈতিক অভিজাতরা দক্ষিণ এশিয়াকে তাদের 'উঠোন' হিসেবে এবং ভারত মহাসাগরকে ভারতের নিজেদের সাগর বলে মনে করে। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলকে ভারত তার উত্তরাধিকার জাতিভিত্তিক চিন্তাচেতনা থেকে দেখে থাকে। এ অঞ্চলের গাঠনিক দিক দিয়ে নিজেদেরকে তারা শীর্ষ 'ব্রাহ্মণ' হিসেবে বিবেচনা করে। তারা আশা করে অন্য দেশগুলো সেইসব ব্রাহ্মণদের শাসন ও রাজনৈতিক নির্দেশনা মেনে নেবে এবং তা অনুসরণ করবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দক্ষিণ এশিয়া থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রত্যাহারের পর দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো আস্তে আস্তে আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রে উন্নত হতে থাকে। সার্বভৌমের ধারণাটি গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছে। ভারতের প্রভাব স্বেচ্ছায় মেনে নিতে রাজি হয়নি কোনো দেশ। প্রতিবেশী কোনো দেশের রাজনৈতিক অভিজাতরা নয়া দিল্লির অধীনস্ত হতেও আগ্রহী নয়। মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজু বলেছেন, আমরা কোনো দেশের 'ব্যাকইয়ার্ড' নই। ভারত মহাসাগর কোনো একক দেশের নয়।

যদিও ভারতের শক্তি ও ভৌগোলিক অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের মতো নয়, তবু তারা যুক্তরাষ্ট্রের মতো আঞ্চলিক 'মনরো ডকট্রিন' অনুসরণ করতে চায়। ভুটানে ভারতের কারসাজি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাকইয়ার্ড দেশ পানামার কারসাজির চেয়ে অনেক বেশি। আঞ্চলিক আধিপত্যের জন্য ভারতের পর্যায়ক্রমিক নেতারা দুটি নীতি অনুসরণ করেছেন। তা হলো- বড় কোনো দেশকে হিমালয় অতিক্রম করতে না দেয়া এবং বড় কোনো দেশকে ভারত মহাসাগর শেয়ার করতে না দেয়া। যেসব বড় দেশ দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগরে ভারতের আধিপত্যকে মেনে না নেয়, তাদেরকে ভারত দেখে থাকে ভারতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে শত্রুশক্তি হিসেবে। অতীতে যুক্তরাষ্ট্র ছিল একটি শত্রুশক্তি, যা ভারতের আঞ্চলিক আধিপত্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। তবে চীনের উত্থানে এ দেশটিকে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখে থাকে ভারত। তারা বিশ্বাস করে চীনের সমর্থনের কারণে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো ভারতকে চ্যালেঞ্জ দেখানোর সাহস পাচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে, ভারতের আঞ্চলিক আধিপত্যকে খাটো করছে না চীন। এটা করছে ভারতের নিজস্ব নীতি এবং চিন্তাচেতনা। ভারতের বিজ্ঞজন রাজা মোহন বলেছেন, কিছুটা বাস্তব ও সত্য। তাহলো- রাজের মতো ভারতও এ উপমহাদেশে একচেটিয়া প্রভাব বলয়ে রাখতে পারবে এমন ধারণা ছিল ভ্রম। একই সময়ে তিনি আরও বলেছেন, এর ফলে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ অর্থনীতি এবং সামরিক শক্তিকে এই অঞ্চলে শক্তির লড়াই থেকে থামাতে পারবে না।

কূটনৈতিক এই ক্ষেত্রে ভারত নিজেকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্লান্ত বোধ করতে পারে। এর মূল কারণ হলো, এ অঞ্চলে ভারত নিজেকে খুব বেশি আধিপত্যবাদী হিসেবে দেখে এবং এর ফলে তাদের নিজেদের কাঁধে খুব বেশি দায় নেয়। শুধু মানসিকতাকে শিথিল করে, দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরকে তাদের নিজেদের প্রভাবের ক্ষেত্রে হিসেবে আর না দেখে এবং অন্য দেশগুলোকে নিয়ে একটি বহুপক্ষীয় দক্ষিণ এশিয়া গড়ে তোলার জন্য কঠোর কাজই পারে সত্যিকার অর্থে ভারতের এই কূটনীতিতে দুর্দশার সমাধান দিতে।

(লেখক ফুদান ইউনিভার্সিটির ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের একজন প্রফেসর। লেখাটি গ্লোবাল টাইমস থেকে অনূদিত)



MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমরা বাজার করি থাকি

- প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়,
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট,
- ফ্যাক্স সার্ভিস,
- ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড,
- ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল,এল,এম, করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ফেব্রুয়ারী ২০২৪ ভিসা বুলেটিন

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট (ডিওএস) ফেব্রুয়ারি ২০২৪'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে ফেব্রুয়ারী ২০২৪ এর পারিবারিক ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারী মাসের ভিসা বুলেটিনের প্রাপ্যতা দেয়া হলো। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, ফাইনাল অ্যাকশন ডেট বলছে সেই ডেককে বুঝায় যখন ইউএসসিআইএস জমা দেয়া আবেদন সম্পর্কে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে। প্রায়োরিটি ডেট হবে এই ডেটের পূর্বে। ফেব্রুয়ারী ২০২৪'র ভিসা বুলেটিনের সার্বিক পর্যালোচনা করে দেখা যায় ফ্যামিলি ভিত্তিক ভিসা বুলেটিনে অগ্রগতি খুব এতটা নেই।

ফ্যামিলি স্পন্সরড অগ্রাধিকার

প্রথম (এফ-১)ঃ আমেরিকান নাগরিকদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যাঃ ১ জানুয়ারী ২০১৫।

দ্বিতীয়ঃ পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী, সন্তান এবং অবিবাহিত ছেলে ও মেয়েরাঃ

এ. (এফ২এ)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের ছেলে ও মেয়েরাঃ ফেব্রুয়ারী ০৮, ২০২০।

বি. (এফ ২বি)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত ছেলে ও মেয়েরা (২১ বছর বা তদুর্ধবয়সী ছেলে ও মেয়েরাঃ অক্টোবর ০১, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩)ঃ আমেরিকান নাগরিকদের বিবাহিত পুত্র-কন্যাঃ ২২ এপ্রিল ২০০৯।

চতুর্থঃ (এফ-৪) ঃ প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকান নাগরিকদের ভাই-বোনঃ ২২ মে ২০০৭।

এ বিষয়ে এবং চাকরি ভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা জানতে চাইলে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

নিউইয়র্ক থেকে জেড ইসলামের প্রশ্নঃ

আমি ভিজিট ভিসায় বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা এসে এসাইলাম এর জন্যে ফাইল করেছিলাম। দীর্ঘদিন হয় কেসের কোন অগ্রগতি নেই। আমি হতাশায় ভুগছি। এসাইলাম কেস বাদ দিয়ে বা এর পরিবের্ত আমি অন্য কোন পথে স্ট্যাটাস বদল করে গ্রিনকার্ড পেতে পারি কিনা?



এ ব্যাপারে পরামর্শ পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

জেড ইসলামের প্রশ্নের উত্তরঃ

ইউএসএতে আপনি কর্মভিত্তিক অথবা পারিবারিক ভিত্তিক গ্রিনকার্ডের জন্যে আবেদন করতে পারেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনি বিনিয়োগ অথবা বিজনেস ভিত্তিক গ্রিনকার্ডের জন্যে ভিসা আবেদনও করতে পারেন।

পারিবারিক ভিত্তিতে গ্রিনকার্ডঃ

ইউএস সিটিজেনরা তাদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান এবং ভাই-বোনদের জন্য স্পন্সর করতে পারেন। একজন গ্রিনকার্ডধারী কেবলমাত্র তার অবিবাহিত সন্তানদের জন্য স্পন্সর করতে পারেন।

কর্মভিত্তিক গ্রিনকার্ডঃ

প্রায় সব ধরনের নিয়োগকারীরাই তাদের শ্রমিক চাহিদা অধিক হলে লেবার ডিপার্টমেন্টে থেকে লেবার সার্টিফিকেটের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে ভিসার জন্য আবেদন করতে পারেন। সেই সাথে এইসব প্রমানের জন্য সার্টিফিকেট দেখাতে হবে যে, তাদের বেতন পরিশোধের জন্য যথেষ্ট পরিমানে অর্থ আছে। উল্লেখ্য যে, অদক্ষ শ্রমিকেরা তাদের গ্রিনকার্ডের জন্য অধিক সময় অপেক্ষা করতে হতে পারে। তাদের স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য।

সাধারণত আপনার গ্রিনকার্ড আপনার দেশের ইউএস অ্যাম্বেসী ইস্যু করতে পারে। তবে আইনের চোখে সেটাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে যেটা আপনি ইউএসএতে উপস্থিত থেকে স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য চাহিদামত সব কাগজপত্র জমা দিয়ে এবং স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য আবেদন করে গ্রিনকার্ড পেতে পারেন।

ফ্যামিলি স্পন্সরড গ্রিনকার্ডঃ

স্বামী বা স্ত্রী যদি ইউএস সিটিজেন হন এবং তারা যদি আপনার স্পন্সর হন বা আপনার শিশু সন্তান হয়, সেক্ষেত্রে ইউএস'তে আপনার বৈধ প্রবেশই কেবল প্রয়োজন- কারেন্ট স্ট্যাটাস নয়। উদাহরণ স্বরূপঃ আলী ১০ বছর আগে এদেশে এসেছে তারপর আর কখনই বাংলাদেশে ফিরে যান নি। তিনি প্রায় ৯ বছর ধরে স্ট্যাটাস ছাড়াই এদেশে আছেন। সেক্ষেত্রে তিনি ইউএসএতে স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য আবেদন করতে পারেন। যদি তার স্ত্রী অথবা ইউএস সিটিজেন আপনার সন্তান আপনাকে স্পন্সর করতে সম্মত থাকেন। ইউএসএ'তে স্ট্যাটাস এডজাস্ট করতে পারেন যদি আপনার বয়স ২১ বছরের নিচে হয় এবং আপনার ইউএস সিটিজেন পিতা-মাতা আপনাকে স্পন্সর করছেন- সেক্ষেত্রে আপনার এদেশে প্রবেশ বৈধ হয়। ইউএস সিটিজেনদের পরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রে একই প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হলে তার ক্ষেত্রেও একই ধারা গৃহিত হবে।

জব স্পন্সরড এডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাসঃ

সকল প্রকার স্পন্সর এবং বিজনেস ভিসার ক্ষেত্রে স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের আবেদন করার জন্য বৈধ প্রবেশ এবং বৈধ স্ট্যাটাস প্রয়োজন। এতে প্রমাণ হয় যে, আপনি জব স্পন্সরড ভিসার জন্য যোগ্য বিবেচিত নাও হতে পারেন যেহেতু আপনার লিগ্যাল স্ট্যাটাস নেই। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পেন্ডিং এ্যাসাইলাম স্ট্যাটাস অনেক ক্ষেত্রে বৈধ বলে বিবেচিত হয়। তবে ইমিগ্রেশন এই অবস্থাকে এডজাস্টমেন্টের জন্য বিবেচনা নাও করতে পারেন। আপনার স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) যদি ইউএসএ'র সিটিজেন হন এবং তিনি যদি আপনাকে স্পন্সর করতে সম্মত থাকেন, তবে আপনার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য আবেদন করতে পারেন।

নিউইয়র্ক থেকে উর্মি খানমের প্রশ্নঃ

আমি এই বিভাগের মাধ্যমে কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ডের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি। আমার এই জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে উত্তর পেলে উপকৃত হবো।

উর্মি খানমের প্রশ্নের উত্তরঃ

ইউএসসিআইএস'র সাথে বিয়ের ভিত্তিতে গ্রিনকার্ড পেলে ২ বছরের জন্য কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ড ইস্যু হয়। এই কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ডের মেয়াদ শেষ হবার ৯০ দিন আগে কন্ডিশনাল রিমুভের জন্য আই-৭৫১ ফর্ম পূরণ করে আবেদন করতে হয়। সেই সাথে আপনারা যে ২ বছর একত্র বসবাস করছেন তার প্রমাণ, বাচ্চা থাকলে তাদের বার্থ সার্টিফিকেট, যৌথ ট্যাক্স রিটার্ন, যৌথ ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখাতে হবে। এ ব্যাপারে আরো কিছু শর্ত আছে যা প্রয়াজনে একজন এটর্নীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases * Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিনই একমাত্র সমাধান

॥ এম এম আকাশ ॥

ইসরায়েলি সামরিক আগ্রাসন ও গণহত্যা

আপনারা সবাই অবগত, সম্প্রতি যুদ্ধবাজ জিয়নবাদী ইসরায়েলি গোষ্ঠী পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী জোটগুলোর প্রত্যক্ষ মদদ ও যোগসাজশে গাজা উপত্যকায় এক অভূতপূর্ব নারকীয় হামলা শুরু করেছে। যদিও প্রথমে হামাসকে দায়ী করে 'আত্মরক্ষা'র নামে এ অভিযান সূচিত হয়েছিল, কিন্তু এটা নিছক আত্মরক্ষা ছিল না। এটা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ না হয়ে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ শুধু নয়; গণহত্যায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানে যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ফিলিস্তিনবাসীকে তাদের বর্তমান আবাসভূমি 'গাজা ভূখন্ড' (৩৫৫ বর্গমাইল) থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে তা দখল করে নেওয়া।

সমগ্র ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে উপনিবেশে পরিণত করার জন্য ইসরায়েলি জিয়নবাদী গোষ্ঠীর যে দীর্ঘমেয়াদি ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা রয়েছে, তারই একটি অংশ হচ্ছে গাজা উপত্যকা ও পশ্চিম তীরে অবস্থিত ফিলিস্তিনি জনবসতির জনগণকে তাদের আবাসস্থল থেকে ধাপে ধাপে উচ্ছেদ করা এবং এ জন্যই এ ধরনের হামলা তারা অতীতেও বহুবার সংঘটিত করেছে।

ইসরায়েল সুদূর অতীত থেকেই ফিলিস্তিনবাসীকে 'নিজ দেশে পরবাসী' করে রেখেছে। এ কথা ঠিক, ইহুদিরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানিতে যে ধরনের ফ্যাসিস্ট নির্যাতনের শিকার হয়ে পালিয়ে এসে এই ভূখন্ডে ইসরায়েল নামক ইহুদি রাষ্ট্রের পত্তন করে, তখন বিশ্ববাসীর কিছু সহানুভূতি স্বাভাবিকভাবেই তাদের ওপর ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নকশায় প্রতিষ্ঠিত ইসরায়েল রাষ্ট্রটি কালক্রমে আগ্রাসী জিয়নবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং শেষে গিয়ে আশ্রিত রাষ্ট্রটিই আশ্রয়দাতাদের গ্রাস করতে শুরু করে। এ জন্য সেই ১৯৪৮ সালে জন্মের পর থেকেই সেখানে একটু একটু করে ইসরায়েলের সীমানা বৃদ্ধি, অবৈধ বসতি স্থাপন, গাজা ও পশ্চিম তীরে স্বীয় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে ইঁদুর-বিড়াল খেলা, তাদের ধর্মীয় অনুভূতিকে নানাভাবে আঘাত করার মতো যাবতীয় অপকর্ম ক্লান্তিহীনভাবে ইসরায়েলের শাসকগোষ্ঠী অব্যাহত রেখেছে। এসবের মধ্যেই কেটে গেছে ফিলিস্তিনিদের কয়েক প্রজন্মের মর্মন্তুদ ইতিহাস। আর ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সবসময় ফিলিস্তিনিদের কোণঠাসা করার এই কাজে ইসরায়েলকে সব রকম নীতি ও বস্তুগত সমর্থন জুগিয়ে এসেছে।

যদিও ইতোপূর্বে জাতিসংঘের ১৯৬৭ সালের প্রস্তাবানুসারে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সীমানা সুনির্ধারিত হয়ে আছে, কিন্তু জিয়নবাদী ইসরায়েল রাষ্ট্র তার ঔপনিবেশিক সীমানা বিস্তারের অভিলাষে কখনোই সে প্রস্তাবের তোয়াক্কা করেনি এবং অনুমোদিত সীমানা সমঝোতার সিদ্ধান্তকে উপর্যুপরি লঙ্ঘন করে এসেছে। এত কিছুর পরও পশ্চিমা দুনিয়ার তথাকথিত 'মুক্ত চিন্তা'র রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে বিশেষ কোনো বিবেক দংশনের চিহ্ন বা লক্ষণ পরিলক্ষিত

হচ্ছে না। আজ তাই সারা দুনিয়ার শান্তিকামী জনগণকে এই উগ্র সমরাভিযানের বিরুদ্ধে সমস্বরে আওয়াজ তুলতে হবে 'ইসরায়েল, এই একতরফা গণহত্যা ও সামরিক অভিযান থামাও; বন্ধ করো বোমাবর্ষণ; অধিকৃত এলাকা থেকে অবিলম্বে সৈন্য প্রত্যাহার করো।'

এবারের হামলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য

বিশ্ব প্রোপাগান্ডা অনুযায়ী এবার হামলা 'প্রথম' শুরু হয় হামাস যোদ্ধাদের তরফ থেকে। অন্যদিকে আসল সত্য হামাসরা তুলে ধরছে অন্যভাবে। তারা দাবি করছে, তাদের এই হামলা করা ছাড়া উপায় ছিল না। তাদের তিলে তিলে মার খেয়ে মৃত্যুর চেয়ে আক্রমণ করে কয়েকজন শত্রুকে মেরেই মৃত্যুবরণ করা অধিকতর শ্রেয় বলে মনে হয়েছে। তাদের ভাষায়, 'গাজা' হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 'উন্মুক্ত কারাগার'; আর তাদের এই আক্রমণ হচ্ছে কারাবন্দিদের এক ধরনের উপায়ান্তরবিহীন 'কারা-বিদ্রোহ'।

বস্তুত এই হামলার আগে সেপ্টেম্বর মাসেই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী কট্টরপন্থি বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এক বক্তৃতায় মধ্যপ্রাচ্যের এক নতুন মানচিত্রের প্রস্তাব দেন। সেখানে তিনি ফিলিস্তিনকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেন এবং এ বিষয়ে জাতিসংঘের প্রতিটি প্রস্তাবকে উপহাস করেন। দ্বিতীয়ত, জেরুজালেমের পবিত্র আল-আকসা মসজিদে ধারাবাহিক উস্কানি প্রদানও অব্যাহত ছিল। এসব উস্কানির মধ্যে হামলার পূর্বমুহূর্তে সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ছিল হামাসের অভিযানের দু'দিন আগে অর্থাৎ ৫ অক্টোবর অন্তত ৮০০ ইসরায়েলি সেটলার মসজিদটির চারপাশে আক্রমণ শুরু করে; সেখানে আসা মানুষকে মারধর করে এবং ফিলিস্তিনি দোকান ধ্বংস করে। এর সবই হয়েছিল ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর চোখের সামনে। ফিলিস্তিনি মুক্তি ফ্রন্টের মূলধারা অপেক্ষাকৃত শান্তিবাদী ইয়াসির আরাফাত অংশের প্রতিনিধিকে আমেরিকান এক টিভির পক্ষ থেকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আপনি কি হামাসের আক্রমণে নিহত নিরপরাধ বেসামরিক ইসরায়েলি নাগরিকদের হত্যাকান্ডকে সমর্থন করেন হ্যাঁ অথবা না বলুন'?

তিনি তখন উত্তরে বলেছিলেন–'আপনার প্রশ্নটিই ভুল'। তিনি এর পর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন কী অবস্থায় কত সামান্য অভিযানে হামাস মাত্র কতজনকে হত্যা করেছে; তার প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে কত শতগুণ হারে ইসরায়েল কত বেশি ভারী যুদ্ধাস্ত্র ও বোমারু বিমান দিয়ে কত হাজার হাজার বাড়িঘর চুরমার করে কত সহস্র মানুষ হত্যা করেছে! আসলে এই হামলায় অহংকারী ইসরায়েলী নেতানিয়াহু সরকারের আঁতে ঘাঁ লেগেছে। তারা ভাবতেই পারেনি, সামান্য হামাস যারা এতকাল 'গুলতি দিয়ে কামানের বিরুদ্ধে লড়ে এসেছে', তারা কিনা সব আধুনিক গোয়েন্দা প্রতিরোধকে ফাঁকি দিয়ে ইসরায়েলের ভেতরে ঢুকে প্রতিরোধমূলক হামলা চালাতে পারবে। এর পরও যে কোনো বেসামরিক ব্যক্তির মৃত্যু বিশ্বশান্তি পরিষদের কাম্য নয়। আমরা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি চাই। এই শান্তির ভিত্তি হতে হবে সার্বভৌম ফিলিস্তিন ও সার্বভৌম ইসরায়েলের পারস্পরিক স্বীকৃতি, সীমানা বিরোধের অবসান এবং শান্তিপূর্ণভাবে দুই রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

বস্তুত আবারও আমরা বলব, হামাসের এই সাম্প্রতিক হামলা ছিল আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ যুদ্ধ। এর জবাবে ইসরায়েলের সর্বাত্মক যুদ্ধটি হচ্ছে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং নিশ্চিতভাবেই এক ধরনের নিরপরাধ ফিলিস্তিনি গণহত্যা। এটা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

যুদ্ধের ভয়াবহ আশঙ্কা ও আমাদের দাবি

বিশ্বের মুসলমান-ইহুদি-হিন্দু-খ্রিষ্টান নির্বিশেষে সব শান্তিকামী মানুষকে যেসব জরুরি দাবি তুলতে হবে, একদম প্রথমাবস্থায় তার একটি তালিকা বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত ১৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখের একটি সভায় আমরা তুলে ধরেছিলাম। সেগুলো ছিল–

১. অবিলম্বে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলা প্রত্যাহার ও যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে হবে। ২. জাতিসংঘ কর্তৃক অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদে একটি জরুরি সভা আহ্বান করে তার মাধ্যমে গাজা উপত্যকায় পরিচালিত সাম্প্রতিক গণহত্যা এখনই বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে। ৩. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জেরুজালেমকে স্বাধীন ফিলিস্তিনের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। ৪. ইসরায়েলি সমরবাদী গোষ্ঠীর প্রতি ইঙ্গ-মার্কিন সব ধরনের নৈতিক-বৈষয়িক সমর্থন বন্ধ করতে হবে। পশ্চিমা বিশ্বের শান্তিকামী জনগণের মধ্যেও এ জন্য প্রবল জনমত গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। চীন, রাশিয়া, ইরান, আরব, সিরিয়া, জর্ডানসহ সব স্বার্থসংশ্লিষ্ট গ্রুপকে বিশ্বশান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে ভূমিকা পালন করতে হবে। ৫. গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি অভিযানের শিকার আহত নারী-শিশু ও জনগণের জন্য সর্বপ্রকার ত্রাণ, চিকিৎসা, মানবিক সহায়তা ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। ৬. জাতিসংঘের তরফ থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে ইসরায়েলের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। ৭. বাংলাদেশ সরকারকে আমরা এই জঘন্য ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জানিয়ে জাতীয় সংসদে একটি নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

ইতোমধ্যেই ফিলিস্তিন ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মেরুকরণ সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা আন্তর্জাতিক হেগ আদালতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। এর পর আদালত রায় ঘোষণা করেছেন। তাতে ইসরায়েলি কর্মকান্ডকে 'গণহত্যা' অভিহিত করে তা থামানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তবে ইসরায়েলের তথাকথিত 'প্রতিআক্রমণ' যে আসলে সাম্রাজ্যবাদী মদদপুষ্ট আগ্রাসী যুদ্ধ সে কথাটি ওই রায়ে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। কিন্তু এটুকুতেই ইসরায়েল সমর্থক পাশ্চাত্য দেশগুলো নানা রকম অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করেছে। আমরা মনে করি, বর্তমানে স্বাধীন-সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিটি জরুরিভাবে সামনে আনা দরকার। কারণ সেটি ছাড়া ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

গণতন্ত্র যখন প্রশ্নবিদ্ধ হয়

॥ ড. মাহবুব উল্লাহ্ ॥

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপক ঝঃবাবহ খবারঃংশু ধহফ উধহরবষ তরনষধঃঃ যৌথভাবে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির শিরোনাম হলো 'How Democracies Die: What History Reveals About Our Future'. গ্রন্থটি ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে। তারা প্রশ্ন তুলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র কি বিপদাপন্ন। তারা কখনো ভাবেননি এ রকম প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। তারা দেখেছেন, তাদের সহকর্মীরা ১৫ বছর ধরে চিন্তা করেছেন, লিখেছেন এবং ছাত্রদের পড়িয়েছেন গণতন্ত্রের ব্যর্থতা নিয়ে। এ বিপন্ন অবস্থা ছিল ভিন্ন কিছু দেশে এবং ভিন্ন কিছু সময়ে। এ পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৯৩০-এর দশকের ইউরোপের অন্ধকার সময়, ল্যাটিন আমেরিকায় ১৯৭০-এর দশকের নির্যাতন ও নিপীড়ন। বেশ কিছু বছর ধরে তারা গবেষণা করেছেন কীভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নতুন ধরনের কর্তৃত্ববাদের আবির্ভাব ঘটেছে। তাদের পেশাগত আচ্ছন্নতা হলো কী করে এবং কেন গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটে তা বুঝতে চেষ্টা করা।

অনেকের ধারণা ছিল, যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্রের ভিত এতই মজবুত যে, সেখানে গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে না। হার্ভার্ডের এ দুই অধ্যাপক দুবছর ধরে দেখেছেন রাজনীতিবিদরা যা বলেন এবং করেন তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নজিরবিহীন। তারা জানতেন, পৃথিবীর অনেক দেশে গণতন্ত্র সংকটাপন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমসাময়িক অবস্থা দেখে তারা ভয় পাচ্ছেন। নিজেদের প্রবোধ দেওয়ার জন্য তারা ভাবতে চেষ্টা করেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা এত খারাপ হতে পারে না।

তারা জানতেন, গণতন্ত্র সবসময় ভঙ্গুরতার মধ্যে থাকে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে যে কোনোভাবেই হোক অস্বীকার করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সাম্যের বিশ্বাস এবং ঐতিহাসিকভাবে এর পরিপুষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণি, সম্পদ ও শিক্ষায় উচ্চস্তর অর্জন, বিশাল ও বহুমুখী ব্যক্তি খাত, সব মিলিয়ে গণতন্ত্র যাতে স্বৈরতন্ত্র দ্বারা সংক্রমিত না হয়, তার জন্য এক ধরনের টিকার মতো কাজ করছে। তদসত্ত্বেও এ দুই অধ্যাপক দুশ্চিন্তামুক্ত নন।

যুক্তরাষ্ট্রে এখন রাজনীতিবিদরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের শত্রু বলে গণ্য করে। স্বাধীন সংবাদপত্রের ওপর খবরদারি চলে এবং নির্বাচনের ফলাফল না মানার একটি সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে। এ রাজনীতিবিদরা গণতন্ত্রকে নিরাপদ করার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান রক্ষাকবচের মতো কাজ করে, সেগুলোকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে-আইন-আদালত, গোয়েন্দা সংস্থা এবং নৈতিকতা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রগুলোকে মহান জুরিস্ট লুই ব্রেন্ডিস আখ্যায়িত করেছিলেন গণতন্ত্রের পরীক্ষাগার হিসাবে। এখন এগুলো হয়ে উঠেছে কর্তৃত্ববাদের পরীক্ষাগার। যারা ক্ষমতায় আছেন, তারা নির্বাচনি নিয়মকানুন নতুন করে লেখার চেষ্টা করছেন, নির্বাচনি এলাকা পুনঃনির্ধারণ করছেন, এমনকি ভোটাধিকার বাতিল করছেন।



উদ্দেশ্য একটাই, তা হলো- নির্বাচনে পরাজিত না হওয়া। ২০১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এক ব্যক্তি, যার সরকারি দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা ছিল না, সাংবিধানিক অধিকারের প্রতিকার কোনো অঙ্গীকার ছিল না এবং যিনি স্পষ্টত কর্তৃত্ববাদী মনোভাবাপন্ন ছিলেন, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। এসব থেকে কী বোঝা যায়? মার্কিন জনগণ কি বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো এবং সবচেয়ে সফল গণতন্ত্রের পতন লক্ষ করছে?

আমেরিকার গণতন্ত্র কতটা বিপদপ্রবণ ও পশ্চাদমুখী? মার্কিন গণতন্ত্র দুনিয়ার অনেক দেশের তুলনায় শক্তিশালী হলেও বর্তমানে কতটা শক্তিশালী? এ ধরনের প্রশ্নের জবাব দিতে হলে একটু বড় ক্যানভাসে বিষয়টি পর্যালোচনা করতে হবে। ঐতিহাসিকভাবে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। গণতন্ত্রের সংকটে নিমজ্জিত দেশগুলোর ওপর গবেষণা করলে বোঝা সম্ভব, মার্কিন গণতন্ত্রের জন্য চ্যালেঞ্জগুলো কী। হার্ভার্ডের অধ্যাপকদ্বয় বিভিন্ন জাতির অভিজ্ঞতার সার সংকলন করে একটি ষরঃসঁং ঞবংঃ তৈরি করেছেন।

এ টেস্ট দিয়ে সম্ভাব্য স্বৈরাচারীদের ক্ষমতায় আসার আগেই চিহ্নিত করা যায়। আমরা আরও জানতে পারি, অতীতের গণতান্ত্রিক নেতারা যেসব ভুল করেছেন, সেসবের ফলে সম্ভাব্য স্বৈরাচারীদের জন্য ক্ষমতার দরজা খুলে গেছে। অন্যদিকে আমাদের জানতে হবে অন্য সব গণতন্ত্র কীভাবে চরমপন্থিদের ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। এভাবে একটি তুলনামূলক সমীক্ষা আমাদের জানিয়ে দেবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কীভাবে নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্রীদের উত্থান ঘটেছে। দেখা গেছে এরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত চালায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে। এসব প্রশ্নের জবাব পেলে অগণতান্ত্রিক শক্তির উত্থানকে প্রতিহত করা সহজ হয়। জানতে হবে যেসব দেশে নির্বাচিত স্বৈরতন্ত্রের উত্থান ঘটেছে, তাকে কীভাবে সেসব দেশের নাগরিকরা সফলভাবে মোকাবিলা করেছে। যদি জানা যায়, এ রকম স্বৈরাচারবিরোধী প্রয়াস কেন ব্যর্থ হয়েছে, তাহলে স্বৈরাচারের উত্থান প্রতিহত করার কৌশল নির্ণয় সহজতর হয়।

হার্ভার্ডের অধ্যাপকদ্বয় মনে করেন, বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসগুলো জানতে এবং বুঝতে পারলে মার্কিন গণতন্ত্রের কক্ষচ্যুত হওয়া ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে। বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ ধরে। বাংলাদেশের জনগণ যাতে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে চলতে না পারে, সেজন্য রক্তপিপাসু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়ে রক্তের হোলিখেলায় মেতে উঠেছিল। এত রক্তপাত সত্ত্বেও বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশের জনগণ তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তারা সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ ধরে হাঁটবে। সংসদীয় গণতন্ত্রের সংসদ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। গণতান্ত্রিক দেশে জনগণ আশা করে, তাদের দ্বারা নির্বাচিত সংসদ-সদস্যরা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করবেন। তাদের দ্বারা নির্বাচিত কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এজন্য নির্বাচনটি হতে হবে অংশগ্রহণমূলক, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এবং নির্বাচনের ফলাফলকে কালিমাপূর্ণ করবে এমন সব প্রয়াস থেকে মুক্ত। একেই বলে সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন। গণতন্ত্রের অনেক পূর্বশর্তের মধ্যে এ শর্তটি অত্যন্ত মৌলিক। এটাকে বাদ দিয়ে অথবা বিকৃত করে আর যাই হোক, গণতন্ত্র হয় না। এ রকম নির্বাচনের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী শাসকের উদ্ভব ঘটে।

৭ জানুয়ারি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটি সংসদ গঠিত হয়েছে। ভোটারদের খুব সামান্য অংশ ভোটে অংশগ্রহণ করায় নির্বাচনটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ সংসদ ডিফ্যাক্টো, ডিজুরে নয়। এর ফলে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে এবং সংসদের অধিবেশন বসেছে। সব কিছুই ধারাবাহিকভাবে চলছে। তবে মাঝখানে প্রশ্ন উঠেছিল, একসঙ্গে বিরাজমান দুটি সংসদ নিয়ে। এটি যে বড় ধরনের ব্যত্যয় তা হয়তো বলা যাবে না। তবে প্রশ্ন ওঠা খারাপ নয়। প্রশ্ন উঠলে শুদ্ধতা সাধন সহজ হয়।

এ সংসদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো, কার্যত এতে কোনো খাঁটি বিরোধী দল নেই। যারা স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করেছিলেন, তারা একটি পৃথক ব্লক হিসাবে সংসদে বিবেকতাড়িত ভূমিকা পালন করবেন এমনটি কেউ কেউ ভেবেছিলেন। এরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানিয়ে দিয়েছেন, তারা আওয়ামী লীগে ছিলেন বলে আওয়ামী লীগের পক্ষেই ভূমিকা রাখবেন। জাতীয় পার্টির ১১ জন নির্বাচিত সদস্য বিরোধী দল হয়ে তাদের ভূমিকা পালন করবে, এমনটি জানান দেওয়া হয়েছে।

এ ব্লকের নেতা হবেন জিএম কাদের এবং উপনেতা হবেন আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। এ কথিত বিরোধী ব্লকের প্রতি অনাস্থা এনেছেন একই দলের অন্যরা। বেগম রওশন এরশাদ কুম্ভকর্ণের মতো ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন। তিনি জিএম কাদেরের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। কথা ছিল সমঝোতার মাধ্যমে জাতীয় পার্টি ২৬টি আসন পাবে। এ আসন পাওয়াটা নির্ধারিত হয়েছিল শাসক দলের সঙ্গে একটি সমঝোতার মাধ্যমে। বাস্তবে এ সমঝোতা কাজে আসেনি। এ দলটি আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

সব মিলিয়ে বলা যায়, জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যরা সত্যিকার অর্থে বিরোধীর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন না। বলা যায়, এ সংসদটি গণতন্ত্রের যথার্থ প্রতিষ্ঠান রূপে দায়িত্ব পালন করবে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকটাই পঙ্গু হয়ে গেছে। জাতীয় সংসদ যখন কার্যত বিরোধী দলশূন্য, তখন গণতন্ত্র নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ

অর্থনীতির ক্ষত চিহ্নিত, সমাধান কখন

॥ মো: মাঈনউদ্দিন ॥

বাংলাদেশের অর্থনীতির আলোচিত বিষয় হলো দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। এছাড়া চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে মূল্য নিয়ন্ত্রণে আনা। ডলার বাজারে স্থিরতা আনা, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বৃদ্ধি করা, রেমিট্যান্স বৃদ্ধি, রফতানি বাজার ঠিক রাখা, অর্থ পাচার, সিন্ডিকেট দমন, ব্যাংক খাতের সংস্কার ও জ্বালানি তেলের সরবরাহ ঠিক রাখা।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিবেদনেও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান পাঁচটি ঝুঁকির কথা উল্লেখ করা হয়। এখানে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হিসেবে জ্বালানি স্বল্পতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্য ঝুঁকিগুলো হলো উচ্চমূল্য, প্রবৃদ্ধির গতি কমে যাওয়া? সম্পদ ও আয় বৈষম্য, সরকারি ঋণ বেড়ে যাওয়া ও বেকারত্ব। শিল্প খাতের বড় সমস্যা হলো চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ না থাকা। অন্য দিকে ক্ষুদ্র বাজারি শিল্পগুলো চাহিদা মতো গ্যাস পাচ্ছে না। একই সাথে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির কারণে শিল্পের উৎপাদন খরচ বাড়ছে। শিল্পের সম্প্রসারণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, কর্মসংস্থান হ্রাস পাচ্ছে, তার মানে বেকারত্ব বৃদ্ধি প্রবণতা দেখা দিচ্ছে।

অর্থনীতিতে ক্রমাগতভাবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ঊর্ধ্বমুখী প্রভাবে নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্তসহ সবাই বড় কষ্টে দিনাতিপাত করছে। তাছাড়া মূল্যস্ফীতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ও প্রভাবও রয়েছে। প্রত্যক্ষ প্রভাব এর মধ্যে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির দাবি ও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া। পরোক্ষ প্রভাব হলো উচ্চমূল্য স্ফীতি কারণে ব্যবসায়ীরা দীর্ঘ বিরোধী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার মুখে পতিত হওয়া। উচ্চমূল্যস্ফীতির কারণে লেনদেনের ভারসাম্য থাকে না। ব্যবসায়ীদের ঋণপত্র এলসি খুলতেও সমস্যা হয়, রফতানিকারকদের রফতানিতে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা কমে যায়?

গবেষণায় দেখা যায় বর্তমানে অর্থনীতিতে বড় ক্ষত হলো বৈষম্য ও দুর্নীতি। দেশের বৈষম্য এখন বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। আঞ্চলিক বৈষম্য ক্রমবর্ধমানভাবে বেড়ে চলেছে। অর্থনীতিতে সম্পদ ও আয় উভয়ের মধ্যে বৈষম্য উন্নতম ঝুঁকির কারণ। সিপিডির গবেষণায় দেখা যায়, উচ্চ আয় বৈষম্য থাকলে নিম্ন মাধ্যম আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তেমন বাড়ে না। সমাজে উচ্চ শ্রেণীর মানুষের হাতে সম্পদ ও অর্থ জড়ো হলে তারা অতিরিক্ত অর্থ বেশি ব্যয় করে না। অনেকে অর্থ বিদেশে ব্যয় করেন। মধ্যম শ্রেণীর ভোক্তারা হলো সমাজের মূল ভোক্তা। তাদের আয় না বাড়লে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের গতি কমে যায়? সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হয়। একসময় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতা দেখা দেয়। দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে চলছে ডলার সঙ্কট। এতে আমদানি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। শিল্পখাতে সব উপকরণ আমদানি করা উৎপাদন ও নতুন শিল্প স্থাপন হ্রাস পেয়েছে। ফলে বেড়েছে সব পণ্যের দাম ও মূল্যস্ফীতি। কমে যাচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রার মান? সরকার আমদানি নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ নিলেও শতভাগ মার্জিনে অনেকেই এলসি করলে ডলার সঙ্কটের কারণে রিজার্ভ থেকে ডলার দিয়ে দেনা শোধ করতে হচ্ছে। রফতানি ও রেমিট্যান্স কাঙ্ক্ষিত হারে না আসায় বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ দিন দিন বাড়ছে। চলমান ডলার সঙ্কটের কারণে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার শঙ্কা রয়েছে। সেই সঙ্গে প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি বাড়িয়ে অর্থ ছাড় বাড়ানো না গেলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে।

অর্থনীতিতে ক্রমাগতভাবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ঊর্ধ্বমুখী প্রভাবে নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্তসহ সবাই বড় কষ্টে দিনাতিপাত করছে। তাছাড়া মূল্যস্ফীতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ও প্রভাবও রয়েছে। প্রত্যক্ষ প্রভাব এর মধ্যে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির দাবি ও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া। পরোক্ষ প্রভাব হলো উচ্চমূল্য স্ফীতি কারণে ব্যবসায়ীরা দীর্ঘ বিরোধী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার মুখে পতিত হওয়া। উচ্চমূল্যস্ফীতির কারণে লেনদেনের ভারসাম্য থাকে না। ব্যবসায়ীদের ঋণপত্র এলসি খুলতেও সমস্যা হয়, রফতানিকারকদের রফতানিতে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা কমে যায়?

অর্থনীতি সম্পর্ক বিভাগ ইআরডি সূত্র থেকে জানা যায়, চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে সরকারকে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছে ১৫৬ কোটি ৭৮ লাখ ডলার। যার টাকা রূপকে প্রায় ১৭ হাজার ২৪০ কোটি ৬৬ লাখ টাকা। গত অর্থবছরের একই সময়ে পরিশোধ হয়েছিল ১০৫ কোটি ৩৪ লাখ ডলার? এসবে তুলনামূলক ঋণ পরিশোধ বেড়েছে ৫১ কোটি ৪৪ লাখ ডলার। চলতি অর্থবছরে যে পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে তার মধ্যে সুদ ছিল ৬৪ কোটি ১৬ লাখ ডলার। গত অর্থবছরে একই সময়ে যে পরিমাণ ঋণ পরিশোধ হয়েছিল তাতে সুদ ছিল ২৭ কোটি ৫১ লাখ ডলার। সুদ পরিশোধে সুদের পরিমাণ সামনের দিনগুলোতে আরো বাড়বে। বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিসের সাবেক লিড ইকোনমিস্ট ডক্টর জাহিদ হোসেনের মতে জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত যে হারে অর্থ ছাড় হয়েছে পরিশোধ বেড়েছে তার চেয়ে বেশি হারে। তবে যে হারে প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেগুলো থেকে যদি ছাড় ঠিকমতো হয় তাহলে সমস্যা হবে না। তবে এজন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন না হলে অর্থ ছাড়ানো হবে না- বিষয়টিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত।

প্রকল্পের দুর্নীতি অনিয়ম ও অবচয় রোধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া উচিত। ইআরডির হিসাব থেকে দেখা যায়, আগামীতে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ আরো বাড়বে ইআরডির প্রকল্প অনুযায়ী ২০২৬ সালে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে ঋণের আসল পরিশোধ শুরু হবে পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্পের জন্য চীনের সাথে বাংলাদেশের ২ দশমিক ৬৭ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি হয় ২০১৮ সালের ২৭ এপ্রিল। এর ঋদের পাঁচ বছরের রেয়াত শেষ হয়েছে গত এপ্রিল ২০২৩ এ। ফলে চলতি অর্থবছর এই ঋণের আসলের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। ২০২৬ সালের পর মেট্রোরেল প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের আসল পরিশোধ শুরু হবে। তখন বার্ষিক আসল পরিশোধ ৪.৫ বিলিয়ন ডলার থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার হয়ে যেতে পারে। তাই বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ সামাল দেওয়ার জন্য সক্ষমতা বাংলাদেশকে কি অর্জন করতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় করোনার পর অর্থনীতি যখন পুনঃরুদ্ধার হচ্ছিল তখন আমদানি বাড়ছিল। ২০২০-২১ অর্থবছরে এলসি খোলা হয়েছিল ১৯.৫০ শতাংশ এবং আমদানি বেড়েছিল ৭.৫২% অথচ বর্তমানে আমদানি কমার কারণে রফতানি শিল্পের কাঁচামালের সঙ্কটে রফতানি খাতে উৎপাদন কমেছে। ফলে রফতানি আরো কমেছে। অর্থবছর ২০২৩-২৪ এ জুলাই-ডিসেম্বরে এলসি খোলা কমেছে ১ শতাংশ। আমদানি কমেছে ২৫%। বিনিয়োগ কমে গেছে, ঋণ প্রবাহও কমেছে। বেসরকারি খাতের ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০ দশমিক ২ শতাংশ। বেড়েছে মাত্র ৩ দশমিক ৫০ শতাংশ। সরাসরি বৈদেশিক এফডিআই কমেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এফডিআই কমেছে চার কোটি ডলার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০২১ সালের আগস্টে বেড়ে সর্বোচ্চ চার হাজার ৮০৬ কোটি ডলার উঠেছিল। আমদানি চাপে রিজার্ভ কমতে থাকে। এখন কমে তা দুই হাজার ৫২৭ কোটি ডলারে নেমেছে। ডলারের দাম ধরে রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করে যাচ্ছে। ডলার সঙ্কটের কারণে পণ্যের দাম বৃদ্ধি ও টাকার মান কমায় মূল্যের হার বেড়ে চলেছে। বর্তমানে তা বেড়ে সাড়ে ৯ শতাংশের ঠেকেছে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি হার বেড়ে সর্বোচ্চ সাড়ে ১২ শতাংশে উঠেছিল চড়া মূল্যস্ফীতির কারণে। অল্প ও মধ্য আয়ের মানুষের ভোগান্তি বেড়ে চলেছে। জনগণ এর থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়। তাই মূল্যকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য মজুদদারদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

বাজার নজরদারিতে প্রযুক্তি সহায়তা আনতে হবে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনার পাশাপাশি আমাদের রাজনীতিবিদদের সততার চর্চা বাড়াতে হবে এবং সরকারি আমলানির্ভরতা কমাতে হবে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতা বাড়াতে হবে। আমাদের রেমিট্যান্স বাড়াতে হবে। যারা বাইরে যাচ্ছে তাদের সহায়তা দিতে হবে। আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ উৎপাদনমুখী ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা, নিষ্ঠার যে অভাব রয়েছে তা পূরণ করতে হবে। উন্নয়নের বিকেন্দ্রীয়করণ করতে হবে এবং উন্নয়ন হতে হবে ভারসাম্যপূর্ণ।

লেখক: অর্থনীতি বিশ্লেষক

বিশেষ নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি
মঙ্গলবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১২০ এবং ৪-১২২ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কুইন্স কাউন্টির বিশেষ নির্বাচন মঙ্গলবার, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ব্যালটে নিম্নে উল্লেখ করা সরকারি অফিস এবং পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

কংগ্রেস প্রতিনিধি - ৩ নম্বর কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট
কুইন্স কাউন্টি

আপনি ভোট দেয়ার যোগ্য কি না জানার জন্য,
আপনার ভোটকেন্দ্রের ঠিকানা খুঁজতে কিংবা একটি নমুনা ব্যালট দেখার জন্য, দেখুন:

vote.nyc

অথবা, কল করুন টোল ফ্রি: **(866) 868-3692** • টিটিওয়াই নম্বর: **(212) 487-5496**

নির্বাচন কর্মী হিসাবে কাজ করতে
ঈচ্ছুক হলে, আমাদের ওয়েব সাইট
nyc.electiondayworker.com
দেখুন।

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস
ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক
Executive Office, 32 Broadway, 7TH Floor
New York, NY 10004

কমিশনারস অব ইলেকশনস

Rodney L. Pepe-Souvenir— প্রেসিডেন্ট
Frederic M. Umane— সেক্রেটারি

Jose Miguel Araujo
Michael J. Coppotelli
Carol R. Edmead
Gino A. Marmorato
Jodi Morales
Simon Shamoun
Michele A. Sileo
Keith Sullivan

পোশাক শিল্পের বাজার সম্প্রসারণের বিকল্প নেই

॥ ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী ॥

নানামুখী সমস্যায় বিপর্যস্ত বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থায় কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প। এ শিল্পের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় ধরে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার চলছে। পোশাক শিল্পে বিরাজমান নানা-মুখী বিশৃঙ্খলার সুযোগে অপশক্তি এ শিল্প ধ্বংসের পঁ-য়তারা করছে। মানব-শ্রমিক অধিকার ও সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারণ-বাস্তবায়নের মোড়কে কতিপয় উন্নত বিশ্বের অযাচিত নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কায় বাংলাদেশের রপ্তানিকারক, বিশেষ করে পোশাক খাতের উদ্যোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সবার মাঝে দুশ্চিন্তা-উৎকণ্ঠার অন্ত নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশের সীমাবদ্ধতার সম্ভাবনার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক মেমোরেন্ডাম ইতোমধ্যে পোশাক শিল্পে শঙ্কা সৃষ্টি করেছে। এটি কাঁচামাল সংগ্রহ এবং অন্যান্য দেশে পোশাক রপ্তানিতে নেতিবাচক পরিণতি নিয়ে আসতে পারে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা। এ ধরনের বিধিনিষেধে পোশাক শ্রমিকদের কাজের অবস্থার যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, তা ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হওয়ারও সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ফোরাম অফ বাংলাদেশ (আইবিএফবি) আয়োজিত 'আইনের যথাযথ পরিপালন' শীর্ষক আলোচনায় পোশাক খাতে বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) যথাযথ নিয়ম (ডিউ ডিলিজেন্স) না মানলে প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা ও জরিমানা আদায়ে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাধ্য করা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ইইউ রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি।

আলোচনায় তিনি আরও বলেন, 'ডিউ ডিলিজেন্স যে আইন করা হয়েছে তা শুধু ক্রেতা-বিক্রেতার বিষয় নয়; সরবরাহ শৃঙ্খলে যুক্ত সবার পালনের জন্য। এসব নিয়মকানুনের মধ্যে শিশুশ্রম, বাধ্যতামূলক শ্রম, দাসত্ব, বন ধ্বংস, পরিবেশ দূষণ, ইকোসিস্টেমের ক্ষতি এবং মানবাধিকারের মতো বিষয় রয়েছে। সুতরাং, এসব শুধু ইউরোপীয় ইউনিয়নের একার স্বার্থ নয়, এর সঙ্গে বৈশ্বিক স্বার্থ যুক্ত।

২০২৬ সাল নাগাদ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পথে বাংলাদেশকে অনেক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তাই ডিউ ডিলিজেন্স আইনকে আলাদা হিসাবে দেখা ঠিক হবে না। এ সম্পর্কিত প্রায় ৩২টি কনভেনশন রয়েছে। বাংলাদেশকে এগুলো শুধু অনুসমর্থন নয়, বরং তা বাস্তবায়ন করতে হবে।'

১৬ নভেম্বর ২০২৩ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল মেমোরেন্ডাম স্বাক্ষর-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার বিষয়ে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন, 'যারা শ্রমিকদের হুমকি-ধমকি দেবে, ভয় দেখাবে, শ্রম ইউনিয়নের নেতা-শ্রম অধিকারের পক্ষে কাজ করা ব্যক্তি এবং শ্রম সংগঠনের ওপর আক্রমণ করবে, তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা, বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা এবং ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে।' তিনি আরও জানান, শ্রমিকদের অধিকার এবং তাদের শ্রমমান উন্নয়নের জন্য কাজ করা যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতির কেন্দ্রীয় এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের কার্যক্রমেরও মূল বিষয়। এটা শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়; শ্রমঅধিকার আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা এবং বৈদেশিক নীতির চাবিকাঠি।



আন্তর্জাতিক মানের শ্রমঅধিকার নিশ্চিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশের সরকার, শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠন, বেসরকারি খাত এবং নাগরিক সমাজের সঙ্গে কাজ করবে। পৃথিবীর সব দেশে নিয়োজিত আমাদের রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসে কর্মরত ব্যক্তিরা শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে কাজ করবে, যাতে করে আমাদের কাজের মধ্যে তাদের আওয়াজ প্রতিফলিত হয়।' এ ছাড়া যারা শ্রমিক নেতা, শ্রমিক সংগঠন ও শ্রম অধিকার নিয়ে কাজ করা ব্যক্তিদের ভয় দেখায় এবং আক্রমণ করে, তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে বলে জানান যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির দাবিকে সমর্থন জানানোর জন্য 'আমেরিকান অ্যাপারেল অ্যান্ড ফুটওয়্যার অ্যাসোসিয়েশনের (এএএফ) প্রতি আহ্বান জানিয়েছে দেশটির আট কংগ্রেস সদস্য। পোশাক শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ সরকার ও পোশাক প্রস্তুতকারকদের ওপর চাপ সৃষ্টির বিষয়ে উল্লেখ করে প্রদত্ত চিঠিতে বলা হয়, 'বাংলাদেশের ওয়েজবোর্ড থেকে সর্বশেষ যে মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তা জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এর ফলে দেশটিতে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা গেছে। পুলিশ প্রতিবাদকারী এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের বিরুদ্ধে সহিংসতামূলক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

এতে কমপক্ষে চারজন নিহত এবং অসংখ্য মানুষ আহত হয়েছেন। অন্যায়ভাবে গ্রেফতার, আটক এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের ঘটনাও ঘটেছে। প্রতিশোধ, সহিংসতা, ভয়ভীতি ছাড়াই সংঘটিত বা শান্তিপূর্ণভাবে শ্রমিকদের প্রতিবাদ এবং দরকষাকষির অধিকারকে সম্মান ও রক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাইডেন প্রশাসন, যার সঙ্গে আমরা একমত।

শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি এবং একটি ন্যায্য-স্বচ্ছ মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়ার পক্ষে বেশ কয়েকটি মার্কিন ব্র্যান্ডের সমর্থন প্রকাশ পেয়েছে দেখে আমরা উৎসাহিত হয়েছি। তবে শুধু আহ্বান জানানোই যথেষ্ট নয়। এমন অবস্থায় আমরা এএএফের প্রতি অনুরোধ জানাই, যাতে তারা বাংলাদেশের শ্রমিকদের ওপর পুলিশ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সহিং-সতা বন্ধের আহ্বান জানায়। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারও পোশাক প্রস্তুতকারকদের ওপর চাপ প্রয়োগ করুক, যাতে তারা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি প্রতি মাসে ২০৮ ডলার বাস্তবায়ন করে।'

সত্তরের দশকের শেষার্ধ থেকে একটি রপ্তানিমুখী খাত হিসাবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাকের (ওভেন শার্ট) প্রথম চালানটি রপ্তানি হয় ১৯৭৮ সালে। পরবর্তীকালে বিদেশি ক্রেতাদের আগ্রহ বেড়ে যাওয়ায় দ্রুততার সঙ্গে এ শিল্প বিকশিত হয়। ১৯৮১-৮২ সালে মোট রপ্তানি আয়ে এ খাতের অবদান ছিল মাত্র ১ দশমিক ১ শতাংশ। আশির দশকের শেষ পর্যায়ে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের আয়কে পেছনে ফেলে পোশাক শিল্প রপ্তানি আয়ে প্রথম স্থানে অধিষ্ঠিত হয়।

১৯৯১-৯২ অর্থবছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি প্রথমবারের মতো বিলিয়ন বা ১০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যায়। ১৯৯৯ সালে এ শিল্প খাতে সরাসরি কর্মসংস্থান হয় ১ দশমিক ৪ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের, যার মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ মহিলা। ১৯৮২ সালে দেশে পোশাক কারখানার সংখ্যা ৪৭টির বিপরীতে বর্তমানে তা ৫ হাজার ছাড়িয়েছে এবং কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৪০ লাখ। প্রায় তিন যুগ ধরে পণ্য রপ্তানিতে তৈরি পোশাক শিল্প নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে বিশ্বে একক দেশ হিসাবে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। ২০২০ সালে ভিয়েতনাম বাংলাদেশকে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় অবস্থানে এলেও এক বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশ তা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়। বিদায়ি বছরের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ চীনকে পেছনে ফেলে দাম ও পরিমাণ উভয় ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় ইউনিয়নে নিট পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হয়। চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের বৃহৎ বাজার ইউরোপ ও আমেরিকায় এ খাতে ক্রয়াদেশ কমলেও বিগত বছরের শেষ তিন মাস ধরে এর ধারাবাহিক বৃ-দ্ধি পোশাক রপ্তানিকারকদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) পরিসংখ্যান মতে, ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশনের (ইউডি) সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে উল্লেখিত তিন মাসে রপ্তানির ক্রয়াদেশ এসেছে ৬ হাজার ৭৭১টি, ২০২২ সালের একই সময়ে যা ছিল ৬ হাজার ৩৫২টি। এ হিসাবে ক্রয়াদেশ বেড়েছে ৬ দশমিক ৫৯ শতাংশ। খাতসংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের ভাষ্যমতে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র. জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও কানাডায় মুদ্রাস্ফীতি কমায় পোশাক রপ্তানির অর্ডার বাড়ছে এবং আগামী মাসগুলোতে আরও বেশি অর্ডার পাওয়া যাবে।

এটি অনস্বীকার্য যে, পোশাক শিল্পের হাত ধরে দেশের অর্থনীতি অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। দারিদ্র্যবিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে পোশাক শিল্প খাতের অবদান অনেক। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে অবদানের পাশাপাশি বিগত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে অসংখ্য নারীর কর্মসংস্থানসহ সামাজিক উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করেছে এ খাত।

দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়নে বর্তমান সরকার আর্থিক প্রণোদনা, কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নিয়মিত প্রশিক্ষণসহ প্রয়োজনীয় সব সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। পোশাক শিল্পসহ সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তায় সরকার শিল্প পুলিশ গঠন করেছে। শিল্প বিকাশে মান-নীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১০০টি স্পেশাল ইকোনমিক জোন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

গত ২২ জানুয়ারী ২৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুষ্টিমেয় কয়েকটি গন্তব্যের ওপর নিভরশীলতা কমানোর উদ্দেশ্যে রপ্তানি পণ্যের জন্য নতুন বাজার ও পণ্য অনুসন্ধানে গুরুত্বারোপ করেছেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেছেন, 'বিশ্বব্যাপী রপ্তানি পণ্য পাঠাতে বাংলাদেশকে বিভিন্ন ধরনের বাধা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হয়। ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের ইশতেহারে আওয়ামী লীগ ২০৩০ সালের মধ্যে ১৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে; কিন্তু তার জন্য আমাদের নতুন বাজার ধরতে হবে।'

সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত সূত্রমতে, ইতোমধ্যে দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে প্রচলিত বাজারের ওপর অতিনির্ভরতা কাটতে শুরু করেছে। দেড় দশকের ব্যবধানে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন বাজারের হিস্যা ১৮ দশমিক ৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে এ খাতে নতুন এক রূপান্তরের ঢেউ লেগেছে। এক্ষেত্রে নতুন চমক হলো জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার বাজার।

দীর্ঘদিন ধরে জাপানে বছরে এক বিলিয়ন ডলারেরও বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি হচ্ছে। ২০২৩ সালে অস্ট্রেলিয়াতেও তৈরি পোশাক রপ্তানি এক বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করেছে। ভারতের বাজারেও পোশাক রপ্তানি দ্রুতগতিতে বাড়ছে। নতুন বাজারগুলোর মধ্যে আরও আছে রাশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া। মোদ্দাকথা, সব অপপ্রচার পরিহার করে নতুন বাজার প্রসারের মাধ্যমে এ শিল্পের সমৃদ্ধকরণে সরকার, উদ্যোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সবার মেধা ও প্রজ্ঞার সমন্বয় ঘটাতে হবে।

লেখক: শিক্ষাবিদ; সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ব ইজতেমার ইতিহাস

মুফতি রফিকুল ইসলাম আল মাদানি



তাবলিগ জামাতের অন্যতম একটি কর্মসূচি হলো ইজতেমা। তাবলিগ শব্দটি আরবি। এর অর্থ প্রচার করা, পৌঁছে দেওয়া। আর তাবলিগ জামাত মানে প্রচার দল, প্রচারসংঘ। বস্তুত মহান আল্লাহতায়ালা বিশ্বমানবতার কল্যাণে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে যে ধর্ম প্রবর্তন করেছেন এর প্রচার-প্রসারের নাম হচ্ছে তাবলিগ। আল কোরআনে মহান প্রভু ঘোষণা করেন, 'হে রসুল! আপনার প্রতিপালকের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা আপনি তাবলিগ করুন, পৌঁছে দিন। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর বার্তা পৌঁছালেন না।' (সুরা আল মায়িদাহ-৬৭)। অপর আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তোমরাই হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ প্রদান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে।' (সুরা আলে ইমরান-১১০)। কোরআন সু-ন্নাহর আলোকে তাবলিগ বা ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসার করা একটি ফরজ কাজ। যুগ-যুগান্তরে মুসলিম উম্মাহ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে এই মহান দায়িত্ব পালন করে আসছে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) ভারতের উত্তর প্রদেশে এক বিশেষ পদ্ধতিতে দাওয়াতি কার্যক্রম ও ইসলামের প্রচার-প্রসার প্রবর্তন করেন। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এই পদ্ধতি ব্যাপক সাড়া জাগায়। সর্বস্তরে তা সমাদৃত হয়। পর্যায়ক্রমে এ পদ্ধতিতে ইসলামের প্রচার-প্রসার ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বজুড়ে। বিশ্ববাসীর কাছে এই মিশন 'তাবলিগ জামাত' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই মোবারক জামাত প্রসঙ্গে এক প্রতিক্রিয়ায় প্রখ্যাত গবেষক সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) লিখেন, যেখানে মসজিদ দেখা যেত না, তাবলিগ জামাতের মেহনতের ফলে সেখানে মসজিদ তৈরি হয়, মুসল্লির আগমন ঘটে। মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। সমাজের চিহ্নিত অপর-াধীরা খোদাভীরু হতে থাকে। এই জামাত বিশ্বে এমন এক বিপ্লব প্রতিষ্ঠা করে, যার উদাহরণ ইসলামের স্বর্ণযুগের পর আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাবলিগ জামাতের বিভিন্ন দাওয়াতি কার্যক্রমের বিশেষ একটি কাজ হলো, ইজতেমা। এর উদ্দেশ্য হলো, বেশি পরিমাণে লোক একত্র করে তাদের তাবলিগের কাজে উদ্বুদ্ধ করা এবং বেশি বেশি জামাত তাবলিগের কাজের জন্য প্রস্তুত করা। শুধু বয়ান শোনানো তাদের মূল উদ্দেশ্য নয়। কেননা বয়ানের মাধ্যমে ধর্মীয় কাজের বাস্তব প্রশিক্ষণ হয় না। বরং এর জন্য সময়ের প্রয়োজন। মেহনতের প্রয়োজন। আর এই সময় লাগানোর জন্য মানুষকে প্রস্তুত করার উন্মুক্ত সুযোগ হলো ইজতেমা। ইজতেমা শুধু বাংলাদেশেই হয় না, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে ইজতেমা হয়ে থাকে। কোথাও পুরো দেশ নিয়ে হয়, কোথাও কয়েকটি দেশ মিলে হয়, কখনো একটা দেশের প্রদেশ বা অঞ্চলেরও ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও বিভিন্ন জেলায় ইজতেমা হয়ে থাকে। পঞ্চাশ দশকে বাংলাদেশে তাবলিগ জামাতের কাজ শুরু হয়। ১৯৪৬ সাল থেকে কাকরাইল মসজিদকেন্দ্রিক তা চলতে থাকে। তৎকালীন বাংলাদেশের তাবলিগ জামাতের আমির ছিলেন মাও-লানা আবদুল আজীজ (রহ.)। ওই বছর প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে তাবলিগ জামাতের বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। দুই বছর পর ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রামে তৎকালীন হাজি ক্যাম্পে দ্বিতীয়বারের মতো ইজতেমার আয়োজন করা হয়। তার ১০ বছর পর ১৯৫৮ সালে সিদ্ধিরগঞ্জে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৬ সালে বাংলাদেশে এবং বিশ্বে বিভিন্ন দেশের তাবলিগ সাথিদের সমন্বয়ে টঙ্গীর ১৬০ একর জায়গায় বিশাল মাঠে এই ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যা পুরো বিশ্বব্যাপী বিশ্ব ইজতেমা নামে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে এই ইজতেমায় বিশ্বের শতাধিক দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ অংশগ্রহণ করে থাকেন।

লেখক: গবেষক, ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা, ঢাকা

চলো চলো চীন চলো!

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥

কোনো রকম ভনিতা না করেই আসল কথাটি বলে ফেলি। দেশের চলমান অর্থনৈতিক সঙ্কট, রাজনৈতিক ঝুঁকি ও কূটনৈতিক বিপর্যয়ের মূলে আওয়ামী লীগের দিল্লিপ্রীতি যে প্রধান কারণ, তা দেশের সব মানুষ বুঝে গেছে। দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগের বিশ্বাস-ভালোবাসার প্রতিদানে দিল্লি বাংলাদেশের সাথে যা করেছে তা প্রধানমন্ত্রীর সারা জীবনের অর্জনকে রীতিমতো ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। অধিকন্তু পরিস্থিতি এতটা সঙ্গিন হয়ে পড়েছে যে, পুরো দেশের অর্থনীতি ভারতের বিহার রাজ্যের চেয়েও খারাপের দিকে এগোচ্ছে এবং সামাজিক সংহতি, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও অপশাসন আফ্রিকার যেকোনো অধঃপতিত রাষ্ট্রের পর্যায়ে চলে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। ফলে দিল্লির বলয় থেকে বের হতে না পারলে পুরো দেশ-জাতি রসাতলের অতলান্তে চলে যাবে এবং সেই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যই আজকের শিরোনাম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

আলোচনার শুরুতেই চীনের সাথে বাংলার ঐতিহাসিক সম্পর্কের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাখ্যান বর্ণনা করে নিই। ভারতবর্ষে যখন মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো তখন রাজধানী মগধে তিন জন মহামানবের নেতৃত্বে বাংলা অঞ্চল পৃথিবীর প্রধানতম শান্তিপূর্ণ, সুসভ্য ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য বলে অভিহিত হতো। মহামতি চন্দ্রগুপ্ত, তার পুত্র বিন্দুসার এবং বিন্দুসারের পুত্র অশোক দ্য গ্রেটের জমানায় বাংলার নাম ছিল তোশালী। উত্তর ভারতে যখন মৌর্য বংশ রাজত্ব করছিল তখন চীন দেশে কিন রাজবংশের শাসন চলছিল। ফলে চীনের রাষ্ট্রদূত, পর্যটক, ব্যবসায়ী ও ধর্মপ্রচারকরা দলে দলে ভারতবর্ষ আসতেন। যেহেতু বাংলা ছিল পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ রাজ্য; এ কারণে সবাই বাংলায় আসতেন সবার আগে। বিশ্ববিখ্যাত চীনা পর্যটক ফা হিয়েন, আইচিংয়ের মতো ধর্মপ্রচারক এবং জুয়াংজাংয়ের মতো বৌদ্ধ ভিক্ষু বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন।

বাংলাদেশে যখন পাল বংশের রাজত্ব ছিল তখন ঢাকার বিক্রমপুরের কৃতী সন্তান বিশ্ববরেণ্য পন্ডিত অতীশ দীপঙ্করকে চীন সরকার তাদের ধর্মীয় শহর তিব্বতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। অতীশ দীপঙ্কর বৌদ্ধ ধর্মের শীর্ষস্থানীয় ভিক্ষু ছিলেন এবং তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম বিশ্ববিদ্যালয় বিক্রমশিলার অধ্যক্ষ ছিলেন; যার অবস্থান ছিল বিহার রাজ্যে। তিনি তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার জন্য পুরো এশিয়াতে মশহুর ছিলেন এবং বৌদ্ধ জাতিগোষ্ঠীর কাছে অতিশয় সম্মানিত ছিলেন। বাংলার শাসক ধর্মপালের কাছে বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে চীনা সরকার তাদের দেশে বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা বিস্তারের জন্য মহাপন্ডিত অতীশ দীপঙ্করকে রাজকীয় মেহমান হিসেবে তিব্বতে নিয়ে যায়। মৌর্য শাসনামল থেকে পাল বংশের রাজত্বকাল অবধি ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ধর্মকর্মের বিষয়ে চীন-বাংলাদেশের যেমন ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে, তদ্রুপ বাংলায় ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল চীনের মাধ্যমে। বিখ্যাত সাহাবি হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস আল জহুরী চীন দেশে এসেছিলেন ধর্ম প্রচারের জন্য এবং চীনের গুয়াংঝু শহরে এই মহান সাহাবির মাজার রয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, হজরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা: বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলায় এসেছিলেন এবং নিজ উদ্যোগে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন যা আবি ওয়াক্কাস মসজিদ নামে ইতিহাসে সমধিক পরিচিত।



আজ থেকে ২৩২৬ বছর আগে চীনের সাথে বাংলার যে সম্পর্ক হয়েছিল তা কালের বিবর্তনে দিনকে দিন বেড়েছে। ইতিহাসের পরিক্রমায় চীন এবং বাংলা উভয় দেশ নানারকম প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। কখনো কখনো যুদ্ধবিগ্রহ, অভ্যন্তরীণ বিবাদ, বিদেশীদের আক্রমণ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কারণে উভয় দেশে মানবেতর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু কোনো দিন পারস্পরিক সম্প্রীতি নষ্ট হয়নি। এমনকি পাকিস্তান জমানাতে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী যখন বাংলার রাজনীতির প্রবাদপুরুষে পরিণত হলেন, তখন চীন দেশের আদলে তিনি বাংলায় একটি রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন। মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক দল ন্যাপকে (পিকিংপন্থী) কমিউনিস্ট বলা হতো। অন্য দিকে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আওয়ামী লীগ ছিল মার্কিনপন্থী। আর ভারত তখন সার্বিক বিবেচনায় পাকিস্তানের তুলনায় এতটা দুর্বল এবং দরিদ্র ছিল যে, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের মাঝামাঝি অর্থাৎ ১৯৬৫ সাল অবধি বাংলার জমিনে কোনো তৎপরতা চালাবে, এমন সঙ্গতি দিল্লির ছিল না।

বাংলার মানুষের রক্ত-মাংস ও হাড্ডির মধ্যে যেমন ভারতের প্রতি ঐতিহাসিক ক্ষোভ-বিক্ষোভ এবং ঘৃণা রয়েছে, ঠিক তার বিপরীতে ভালোবাসা, আকর্ষণ এবং বিশ্বাস রয়েছে চীনের প্রতি। কারণ ঐতিহাসিকভাবে চীন কোনোকালেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে নিজেদের চীনের বাইরে গিয়ে অন্য দেশের ওপর জুলুম নির্যাতন করেনি। অনেকে হয়তো চেঙ্গিস-হালাকু-কুবলাই খানদের চীনের শাসক ভেবে ভুল করেন। এদের সম্পর্কে চীনের নাগরিকদের মধ্যেই রয়েছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তির মতো মঙ্গোলিয়ার যাযাবররা চীনের মূল ভূখন্ডে শত শত বছর ধরে উৎপাত করেছে। এদের হাত থেকে বাঁচার জন্যই চীনের প্রথম সম্রাট শি হুয়ান টি সর্বপ্রথম চীনের মহাপ্রাচীর নির্মাণ শুরু করেছিলেন। কিন্তু চেঙ্গিস খান যখন প্রথম বেইজিং (সাবেক পিকিং) অবরোধ করেন তখন কোনো প্রতিরক্ষা ব্যূহই কাজ করেনি। ফলে মোঙ্গলদের দ্বারা চীন জাতি শুধু ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

চীনের প্রতি বাংলার মানুষের আবেগ-অনুরাগের দ্বিতীয় কারণ হলো, দেশটি তাদের প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া বিবাদ করে না। সীমান্ত নিয়ে ভারতের সাথে বিভেদ সত্ত্বেও চীন ভারতে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করেছে। এমনকি সীমান্তে যুদ্ধকালীন সময়েও বেইজিং দিল্লিকে বড় অঙ্কের ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করেছে। চীনের ২২ হাজার ৮০০ কিলোমিটার স্থলসীমনায় ভারত ছাড়াও প্রতিবেশী হিসেবে রয়েছে উত্তর কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া, কাজাকিস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার, লাওস ও ভিয়েতনাম। এবার আপনারাই বলুন, দিল্লির অস্ত্রধারীরা বাংলার সীমান্তে যেভাবে ফেলানীর লাশ ফেলে কিংবা বাংলাদেশের বর্ডার গার্ড সদস্যদের পাখির মতো গুলি করে মারে ওভাবে কি চীন তার প্রতিবেশীদের সীমান্তে এ যাবৎকাল কিছু করেছে?

বর্তমানকালে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে বিশ্বের যেকোনো শক্তিশালী দেশকে তারা চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা আগ্রাসী ভূমিকা নিয়ে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছে এমন নজির পৃথিবীতে নেই। এমনকি তাদের নাকের ডগায় তাইওয়ানকে নিয়ে আমেরিকা যে খেলা খেলছে অথবা তিব্বতকে নিয়ে ভারত যে চাল চালছে তার দাঁতভাঙা জবাব দেয়ার জন্য চীন তার সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করেনি; বরং পরম ধৈর্য নিয়ে পুরো পরিস্থিতি কূটনৈতিকভাবে সমাধানের জন্য সর্বোচ্চ পরিমানে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

চীনের যে গুণটি বাংলার মানুষকে বিমোহিত করে তা হলো- চীনের জবান অর্থাৎ প্রতিশ্রুতির সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা ও সুবিবেচনা। তারা যদি কারো পক্ষে দাঁড়ায়, তবে শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা বন্ধুকে ফেলে চলে যায় না। বিপদে বন্ধুর পাশে হিমালয়ের মতো অটুট শক্তি নিয়ে দাঁড়ায় এবং নিজেদের রাজভান্ডার থেকে বন্ধুরাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা তারা করে। পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা-নেপাল যদি সময়মতো চীনের আর্থিক, কারিগরি ও রাজনৈতিক সহযোগিতা না পেত তবে এতদিনে দেউলিয়া রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যেত। অন্য দিকে, চীন যদি মালদ্বীপের পাশে না দাঁড়াত, তবে মালদ্বীপ এত দিনে দ্বিতীয় সিকিমে পরিণত হতো। উত্তর কোরিয়ার সাথে না থাকলে রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব বিলীন হতো আর ইরানের পাশে না থাকলে রাষ্ট্রটির পরিণতি ইরাক-সিরিয়া-ইয়েমেন-লিবিয়া ও লেবাননের মতো হতো। শেখ হাসিনা সরকারের সাথে চীনের সম্পর্ক ঐতিহাসিক। বিশ্ব ব্যাংক যখন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পদ্মা সেতু থেকে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে নিলো, তখন চীন যদি বন্ধুত্বের হাত না বাড়াত তবে পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব হতো না। একইভাবে বাংলাদেশের ল্যান্ডমার্ক প্রকল্পগুলোতে চীনা বিনিয়োগ ও কারিগরি সহযোগিতা বর্তমান সরকারের মুখ উজ্জ্বল করেছে। অন্যদিকে, তারা তিস্তা প্রকল্প এবং ফারাক্কার বিপরীতে পদ্মা বাঁধ প্রকল্প নিয়ে যেভাবে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে চাচ্ছে তা যদি বাস্তবায়িত হয়, তবে দিল্লির দাসত্বের শৃঙ্খল খুলে পড়বে এবং বাংলার আর্থসামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে।

আপনি যদি ২০২৪ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ দিনটি পর্যন্ত দেশের সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখতে পাবেন, ভারতের মদদে কিভাবে বিএনপি-জামায়াত নির্মূলের উপর্যুপরি প্রকল্প চালু রয়েছে। দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগ ও সমমনাদের রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া, জনবিচ্ছিন্ন এবং গণরোষের উপলক্ষ বানানো কত্তোসব আয়োজন চলছে, যা রাজনৈতিক অঙ্গনে মহাশূন্যতা সৃষ্টি করবে এবং আরেকটি ১/১১-এর পরিস্থিতি ডেকে আনবে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড এবং অতীতের সামরিক অভ্যুত্থানগুলো, বিডিআর হত্যাকান্ড নিয়ে যত বেশি গবেষণা হবে ততোই আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে চীনের উপযোগিতা এবং গ্রহণযোগ্যতা অপরিহার্য বলে মনে হবে।

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসটি বর্তমান সরকারের জন্য এসিড টেস্ট। রাজনৈতিক অঙ্গনে তাদের কোনো ঝুঁকি নেই। তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে কোনো হুমকি-ধমকি নেই। আমেরিকা ইউরোপকে ভয় পাওয়ার মতো কোনো কারণও দেখা যাচ্ছে না। অথচ সরকারের সব শীর্ষকর্তারই মন খারাপ। কারণ রাষ্ট্রের অর্থভান্ডারে টান পড়েছে এবং অতীতে একই কারণে পৃথিবীর বহু প্রতাপশালী রাজবংশ, বহু ক্ষমতাধর স্বৈরশাসক কিংবা কমিউনিস্ট মতাদর্শের একনায়কের পতন হয়েছে। সেসব পতনের ক্ষণে বিকল্প রাজনৈতিক নেতৃত্ব না থাকায় কোনো কোনো দেশে ২০-২৫ বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ের ইরাক-লিবিয়া ও ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধের মূল কারণ সেখানকার নেতৃত্বশূন্য রাজনীতি এবং তলাবিহীন অর্থনীতি। সুতরাং আমাদের অর্থনীতির ঝুড়িতে যে অসংখ্য ফুটো তৈরি হয়েছে তা সামাল দেয়ার জন্য দিল্লিকে বাদ দিয়ে চীনমুখী হওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য





৭ জানুয়ারীর নির্বাচনে 'বিএনপি' অংশ না নিয়ে ভুল করে নি তো?

প্রদীপ মালাকার

অবশেষে সরকার এক তরফাভাবে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন করেই ফেলল এবং নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকারি দল আওয়ামী লীগ সরকারও গঠন করে ফেলেছে। এখন বিএনপি তথা বিরোধী দলের কি অবস্থা হবে? এমনই প্রশ্ন রাখেন আমার দীর্ঘ দিনের বন্ধু মাইকেল এন্ডারসন, যিনি ৮০ দশকে ঢাকায় আমেরিকান দূতাবাসে দীর্ঘ দিনের কাজের সুবাদে কাছ থেকে বাংলাদেশকে জানার সুযোগ হয়েছে তার। তাই বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে তার বরাবরই কৌতূহল ছিল। আমার সাথে দেখা হলেই বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেন। এবারও এক রেস্তোরায় তার সাথে আড্ডায় আলোচনায় বিএনপির আন্দোলন ও তাদের ভবিষৎ নিয়ে কথা বলেন। তিনি আরও প্রশ্ন রাখেন নির্বাচনটি কি সকল দলের অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতামূলক হয়েছে?

নির্বাচন মোটেই সুন্দর ও প্রতিযোগিতামূলক হয়নি। কারন প্রধান বিরোধী দল বিএনপি সহ অর্ধেক রাজনৈতিক দল নির্বাচন বয়কট করেছে। অপর দিকে সরকার সমর্থক জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলকে নিয়ে সরকার শান্তিপূর্ণভাবেই দ্বাদশ নির্বাচনটি সম্পূর্ণ করেন। বিএনপি জোট নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচন বয়কটের পাশাপাশি নির্বাচন প্রতিরোধ ও জনগণকে ভোটকেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য আহবান জানিয়েও নির্বাচন ঠেকাতে পারেনি। এই নির্বাচনে সংসদীয় ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৯ টি আসনের (১ টি পরে নির্বাচন হবে) ফলাফলে দেখা যায় আওয়ামী লীগ ২২৩টি, আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার বা বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থী পেয়েছে ৬২টি ও জাতীয় পার্টি ১১ টি আসন পেয়ে জয়লাভ করে। এই নির্বাচনে বিদেশী পর্যবেক্ষকরা বলেছেন, ভোটের হার কম হলেও ভোট গ্রহণ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান বলেছেন, ৪০% ভোটার ভোট দিয়েছে। বিএনপি বলেছে, ২% ভোটও কাস্ট হয়নি। জনগণ ভোট কেন্দ্রে যায়নি।

প্রিয় পাঠক বাংলাদেশের রাজনীতিতে নির্বাচনের আগে থেকেই ভু-রাজনীতির প্রভাব ছিল। নির্বাচনের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের পশ্চিমা মিত্ররা বাংলাদেশে মানবাধিকার উন্নয়ন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সহ আভ্যন্তরীণ নানা ইস্যুতে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করছিল, তখন চীন, রাশিয়া সরকারের পাশে এসে দাঁড়ায়। এবার ও নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হওয়ায় এবং আওয়ামী লীগ চতুর্থ বারের মত বিজয়ীয় হওয়ায় চীন, রাশিয়া ও ভারত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে সুভেচ্ছা বানী পাঠায়। অপর দিকে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্ররাজ্য ও জাতিসংঘ বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি বলে মন্তব্য করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবৃতিতে জানায়, ৭ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়েছে আওয়ামী লীগ। বিরোধী হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার এবং নির্বাচনের দিন অনিয়মের খবরে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন। অন্য পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র তার দৃষ্টিভঙ্গিতে একমত যে, এই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি। এই নির্বাচনে সব দল অংশগ্রহণ করেনি বলে আমরা হতাশ। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, নির্বাচনের সময়, নির্বাচনের আগের মাসগুলোতে যে সহিংসতা হয়েছে তার নিন্দা জানায় যুক্তরাষ্ট্র।

এবার নির্বাচনের পূর্বে বিএনপির আন্দোলনের দিকে একটু ফিরে তাকাই। গত প্রায় ১৫ বছর ধরে সরকারবিরোধী আন্দোলন করে আসছে বিএনপি। কিন্তু আন্দোলনের মাঠে সুবিধা করতে পারেনি দলটি কিংবা সরকার বিরোধী আন্দোলন জমে উঠার আগেই আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়েছে। তবে গত বছর থেকে আমেরিকান প্রেসক্রিপশনে দলটি আন্দোলনে নামলে দলের নেতাকর্মীরা কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল এবং আন্দোলনেও কিছুটা জোয়ার এসেছিল। তবে হঠাৎ করেই যুক্তরাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয়তার কারণে এক দফা ঘোষণা দিয়ে কর্মসূচি সংকটে ভুগেছিল বিএনপি। অর্থাৎ আন্দোলনের বড় ভরসা ছিল যুক্তরাষ্ট্র।

কিন্তু সেই যুক্তরাষ্ট্রই তখন পিছুটান দেয়। ফলে বিএনপির জন্য আন্দোলনের পথ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। তখন নির্বাচনে আসা ছাড়া বিএনপির সামনে আর কোন পথই খোলা থাকলো না। শুধু যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসক্রিপশনই নয়, বিএনপির জন্য তখন সনভাব্য সকল রাস্তাও আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। বিএনপির আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা ছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচনের ব্যাপারে ভারত প্রকাশ্য অবস্থান নিলে যুক্তরাষ্ট্র পিছুটান দেয়।

বাংলাদেশের সাথে চীনের ঘনিষ্ঠতা এবং রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। তবে এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রকে নির্ভার করেছে ভারত। আর সে কারণেই এবার বাংলাদেশ ব্রিকসের সদস্য পদ পায়নি। এক্ষেত্রে ভারত সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছে বলে ধারনা করা হয়। ফলে বাংলাদেশের নির্বাচনের ব্যাপারে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র ঐক্যমতে পৌছায়। বিএনপির ধারনা ছিল যে, এক দফা আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক চাপের কারণে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামীলীগ কোণঠাসা হয়ে পড়বে। ফলে একটা পর্যায়ে গিয়ে সরকার বিএনপির দাবি মানতে বাধ্য হবে। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতের প্রকাশ্য অবস্থানে আওয়ামীলীগকে আরও চাঙ্গা করে তুলে। আওয়ামী লীগ বিএনপির আন্দোলনের ব্যাপারে আরও কঠোর অবস্থানে যায়। আর এ কারনেই সরকার বিএনপির নেতাকর্মীদের মামলাগুলো আবার নতুন করে সক্রিয় করে।

পাশাপাশি বিএনপির লক্ষ্য ছিল যে, বাংলাদেশের সরকার বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল গুলোকে একত্রিত করে একটা যুগপৎ আন্দোলন গড়ে তুলবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো বিএনপি সেটা করতে পারেনি। বরং দলটি এক দফা আন্দোলন ঘোষণা করে কর্মসূচি সংকটে ভুগে। টানা ধারাবাহিক কর্মসূচি দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেও দলটি থেমে থেমে কর্মসূচি দেয়। যার ফলে দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা চলে আসে। এছাড়া সরকারবিরোধী দলগুলোকে তখন এক প্লাটফর্মে আনতে পারেনি বিএনপি। দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বোঝা-পড়া যেমন তৈরি হয়নি তেমনি অন্যান্য দলগুলোকে আস্থায় আনতে পারেনি বিএনপি। ফলে জোটবদ্ধ হয়ে যে আন্দোলন করার কথা ছিল সেটি আর হয়নি।

এদিকে আন্দোলনের শুরু থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক জিয়া যেভাবে সক্রিয় ছিলেন, এখন তাকে সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। কারণ তারেকের ব্যাপারে ভারতের তীব্র আপত্তি রয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্ন জঙ্গি গুষ্টি এবং ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে তার যোগাযোগের বিষয়টি ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে অবহিত করেছে। ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তারেক জিয়াও এখন এক প্রকারে আস্তাকুঁড়ে পড়েছে। আর এভাবেই একে একে সব পথ বন্ধ হয়ে যায় বিএনপির।

রাজনীতি বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাশেদা রওনক খান মনে করেন, আন্দোলনের কর্মকৌশলেই ঘাটতি আছে বিএনপির। তিনি বলছিলেন, বিএনিপ'র পলিটিক্যাল স্ট্রাটেজিতে তারা শুধু প্ল্যান এ নিয়েই এগিয়েছে। সেটা হচ্ছে, হরতাল -অবরোধ। কিন্তু এরপর কি? বিএনপি তো এর আগেও এরকম কর্মসূচি দিয়েছে, যেটা কাজে আসেনি। রাশেদা রওনক মনে করেন "প্ল্যান এ" কাজ না করলে "প্ল্যান বি" ফলো করবো। "বি" না হলে "প্ল্যান সি"। কৌশলে তো একটা সময় পরিবর্তন আনতে হবে। কিন্তু বিএনপি যেন কোথায় আন্দোলন এবং নির্বাচন দুটোতেই কৌশলের খেলায় হেরে গেলো।

রাশেদা রওনক আরও মনে করেন দীর্ঘ দিন নির্বাচন না করায় দলটির সামনে ভোটারদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকিও তৈরি হয়েছে। নির্বাচনে না আসা মানে অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে যাওয়া। একটা হচ্ছে ভোট ব্যাংককে হারিয়ে ফেলা। এটা অনেকভাবেই হতে পারে। ভোটারদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাওয়া, প্রজন্ম থেকে হারিয়ে যাওয়া। কারণ নতুন প্রজন্ম ১৭ বছর ধরেই বিএনপিকে ক্ষমতায় দেখেনি। এভাবে দীর্ঘ সময় ক্ষমতার বাহিরে থাকার কারণে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা হতাশাগ্রস্থ হয়ে দলত্যাগ করে, আবার ক্ষমতাসীন দলে পাড়ি জমায়। ফলে দল ধীরে ধীরে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এক সময়ের প্রবল ক্ষমতাশালী মুসলিম লীগ সময়ের ব্যবধানে গতি হারিয়ে ইতিহাসে আস্থাকুঁড়ের দল হিসেবে আমাদের সামনে উদাহরণ হয়ে আছে। কাজেই বিএনপি নির্বাচনে না এসে ভুল করেছে বলেই রাজনৈতিক পন্ডিত রা মনে করেন।

নিউইয়র্ক, ইউএসএ।

প্রিয় পাঠক বাংলাদেশের রাজনীতিতে নির্বাচনের আগে থেকেই ভু-রাজনীতির প্রভাব ছিল। নির্বাচনের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের পশ্চিমা মিত্ররা বাংলাদেশে মানবাধিকার উন্নয়ন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সহ আভ্যন্তরীণ নানা ইস্যুতে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করছিল, তখন চীন, রাশিয়া সরকারের পাশে এসে দাঁড়ায়। এবার ও নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হওয়ায় এবং আওয়ামী লীগ চতুর্থ বারের মত বিজয়ীয় হওয়ায় চীন, রাশিয়া ও ভারত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে সুভেচ্ছা বানী পাঠায়। অপর দিকে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্ররাজ্য ও জাতিসংঘ বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি বলে মন্তব্য করেছে।

বাড়িতে বোমা ও অস্ত্রের ভান্ডার, দুই ভাই কারাগারে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের কুইন্সে একটি বাড়ির ভেতর থেকে বোমা ও বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রসহ গ্রেফতার দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছে পুলিশ। এ মাসের গোড়ার দিকে পুলিশ এরই অস্ত্রকারখানার খোঁজ পায়। পরে দুই ভাই অ্যান্ড্রু হাজিয়াজেলিস, ৩৯ ও অ্যাঞ্জেলো হাজিয়াজেলিস, ৫১ কে গ্রেফতার করে। বড় ধরনের কোনো অঘটনের আগেই পুলিশ এই অপরাধীদের ধরে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। কুইন্স ডিস্ট্রিক্টের এটর্নি মেলিন্ডা কাটজ বলেছেন, আমরা ঠিক কত বড় ক্ষতি থেকে নিউইয়র্কারদের রক্ষা করতে পারলাম, তা পরিমাপ করা যাবে না।

গত ১৭ জানুয়ারী পুলিশ জানায় তারা ওই বাড়ি থেকে বেশ কিছু মারণাস্ত্র, থ্রিডি-প্রিন্টেড গান, হাতে বানানো বিস্ফোরক বোমা, সংঘাত উস্কে দেওয়ার মত প্রচারপত্রসহ এই দুই ভাইকে আটক করে। এছাড়াও ৬০০ রাউন্ড গুলি, তিন সেট বডি আর্মর, তিনটি ব্যাকপ্যাক, ২৯টি উচ্চ-ক্ষমতার ম্যাগজিন পাওয়া যায় যার মধ্যে ১৩টি তৈরি করা হয়ে একটি থ্রিডি প্রিন্টারের মাধ্যমে। কর্মকর্তারা বলছেন, এই দুই ভাইয়ের কাছ থেকে একটি হিট লিস্টও উদ্ধার করা হয়েছে, যার মধ্যে উচ্চ পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা, বিচারক, রাজনীতিক, ও সেলিব্রেটিদের নাম লেখা ছিলো। আর উল্লেখ ছিলো এদের পৃথিবী থেকেই উচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। যে কেউই তাদের লক্ষ্য হতে পারতো। আর পরিস্থিতি যে কোনো ভয়াবহতায় রূপ নিতে পারতো, বলেন মেলিন্ডা কাটজ।

দুই ভাইয়ের দীর্ঘ প্রতিবেশী শাহলিন হেফারম্যান বলেন, ওদের যেদিন গ্রেফতার করা হলো সেই দিনটির কথা তিনি কোনো দিন ভুলবেন না। একজন একটি একে-৪৭ হাতে সম্পূর্ণ ট্যাকটিক্যাল গিয়ারে দোতালার ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, বলেন তিনি।

পুলিশ জানায়, কুইন্সের অ্যাস্টোরিয়ার একটি বাড়িতে এই দুই ভাই তাদের মা ও অপর এক ভাইসহ বসবাস করেন। হেফারম্যান বলেন, পরিবারটির সদস্যরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে অত্যন্ত কর্কশ ব্যবহার করতেন। গত ছয় মাস ধরে ঘোস্ট গানের অনুসন্ধানের অংশ হিসেবেই এই অস্ত্রাগার উদঘাটন হয়। ডিস্ট্রিক্ট এটর্নির কার্যালয় জানিয়েছে, গত বছরে ১১৩টি ঘোষ্ট গান উদ্ধার করা হয়েছে কুইন্স থেকে। দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে মোট ১৩০টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তাদের আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারী কোর্টে হাজির করা হবে। দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের ২৫ বছর করে কারাদন্ড হতে পারে।

নিউইয়র্কে 'ধর্ষণ'র নতুন সংজ্ঞা

আইনে সই করলেন হোকুল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল গত ৩০ জানুয়ারী মঙ্গলবার একটি নতুন আইন স্বাক্ষর করেছেন যার মধ্য দিয়ে এই রাজ্যে 'ধর্ষণ' নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত করা হলো। গভর্নর বলেন, স্টেটের নতুন আইনে ধর্ষণকে আরও শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। এবং যৌন অপব্যবহারের বিশেষ কিছু ধরনও ধর্ষণের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

হোকুল বলেন, আইনে বেশ কিছু অস্পষ্ট দিক ছিলো এবং অপরাধীরা তার সুযোগ নিতো, যা এখন আর সম্ভব হবে না। আইনের ভাষাকেই আমরা আজ সুনির্দিষ্ট করতে পারলাম। যাতে ভুক্তভোগীরা এ ধরনের অন্যায়ের শিকার হলে সঠিক বিচার পেতে পারেন। আমাদের আইন এমন হতে পারে না, যাতে নিউইয়র্কাররা যে বাস্তব সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যান, তার প্রতিকার পেতে ব্যর্থ হন, বলেন স্টেট সেনেটর ব্র্যাড হইলম্যান-সিগাল।

উল্লেখ্য, আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে নিউইয়র্কে এই আইন কার্যকর হবে।

শেখ হাসিনাকে বাইডেনের চিঠি, কি আছে তাতে?

(প্রথম পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের উচ্চাকাঙ্খী অর্থনৈতিক লক্ষ্যকে সহায়তা করতে এবং একটি অবাধ ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিকের জন্য আমাদের যৌথ ভিশনে বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব তৈরিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ অংশীদারিত্বের পরবর্তী অধ্যায়ে শুরু করছে উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বাইডেন আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, জ্বালানি, বৈশ্বিক স্বাস্থ্য, মানবিক সহায়তাসহ (বিশেষ করে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য) আরও অনেক ক্ষেত্রে দুই দেশের একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তার প্রশাসনের আন্তরিক ইচ্ছের কথা প্রকাশ করেন।

শেখ হাসিনাকে লেখা চিঠিতে জো বাইডেন বলেন, সমস্যা সমাধানে আমাদের একসঙ্গে কাজ করার দীর্ঘ ও সফল ইতিহাস রয়েছে। আমাদের এই সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে দুই দেশের জনগণের মধ্যকার শক্তিশালী বন্ধন। এর আগে, গত ৭ জানুয়ারী দেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২২৩টি এবং জাতীয় পার্টি ১১টি আসনে জয় পেয়েছে। এ ছাড়া জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি এবং কল্যাণ পার্টি একটি করে আসন পেয়েছে। ৬২টি আসনে জয় পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। এ ছাড়া একজন প্রার্থীর মৃত্যুতে স্থগিত হওয়া নওগাঁ-২ আসনের ভোট আগামী ১২ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে টানা চতুর্থ মেয়াদে সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ। আর দলটির সভাপতি শেখ হাসিনা টানা চতুর্থ ও সবমিলিয়ে পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

ভোটযুদ্ধের আগে

(প্রথম পাতার পর)

ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে। গত ৩১ জানুয়ারী বুধবার একে অপরকে আক্রমণ করে তাদের করা মন্তব্য মিডিয়ার প্রধান খবর হয়ে উঠে এসেছে। নিউ হ্যাম্পশায়ার রাজ্যের প্রাইমারিতে জয়ের পর রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন-দৌড়ে ট্রাম্পের প্রার্থিতার সম্ভাবনা আরও বেড়ে গেছে। যদিও দলের অপর মনোনয়ন প্রত্যাশী নিকি হ্যালি শেষ পর্যন্ত মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন। বলেছেন তিনি হাল ছাড়বেন না।

কিন্তু অবস্থাদৃশ্যে ট্রাম্পের মনোনয়নই চূড়ান্ত হতে পারে। আর তা হলে আরও একবার মুখোমুখি লড়াই হতে যাচ্ছে বাইডেন ও ট্রাম্পের। সেই সম্ভাবনা সামনে রেখেই একে অন্যের ওপর হানছেন কথা বান। রীতিমতো বাকযুদ্ধ চলছে তাদের। মঙ্গলবার রাতে নিউ হ্যাম্পশায়ারে জয়ের পর ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রতি কড়া মন্তব্য ছুড়ে দেন। বাইডেনও ট্রাম্পকে 'গণতন্ত্রের জন্য হুমকি' বলে উল্লেখ করেন।

বাইডেন নির্বাচনী প্রচারাভিযানের জন্য করা একটি বিবৃতিতে বলেন, এটি এখন স্পষ্ট যে ডোনাল্ড ট্রাম্প রিপাবলিকান মনোনীত প্রার্থী হবেন। একই সঙ্গে বাইডেন এ কথা আরেকবার দেশবাসীকে মনে করিয়ে দেন যে সাবেক এই প্রেসিডেন্ট গণতন্ত্রের জন্য কতটা হুমকির। ওদিকে ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে অভিযোগ তোলেন বাইডেন প্রশাসন ও বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে। বলেন বাইডেনের আমলে দেশের বিচারবিভাগ 'রাজনৈতিক নিপীড়ন' চালাচ্ছে। বিভিন্ন অভিযোগে ট্রাম্পকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে, তারই জের ধরে এমন মন্তব্য করেন তিনি।

এক স্লিপ

(শেষের পাতার পর)

পক্ষে সমর্তন জানালেও তৎকালীন নিক্সর সরকার সমর্থন জানায় নি। বরং প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রশাসন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আর পাকিস্তানের পক্ষে সপ্ত নৌবহর পাঠিয়েছিলো। পরবর্তী ইতিহাস সবার জানা। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আমেরিকান সরকারকে লক্ষ্য করে এক শ্রেনীর রাজনতিকগণ 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' বলে শ্লোগান দিতো। সেই শ্লোগান এখন আর নেই, প্রয়োজনিয়তাও নেই। স্বাধীনতার ৫২ বছরে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক অনেক গভীরে চলে গেছে। কিন্তু তারপরও বিভিন্ন লেখায় 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র' লেখা হচ্ছে। বিশ্বের যুক্তরাষ্ট্র নামে একটিই দেশ। আর তার নামের আগে মার্কিন শব্দ লেখা বা বলা কতটুকু সমীচিন? বিশেষ করে যারা বা যেসকল লেখক যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বা যেসকল বাংলা মিডিয়া যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত হচ্ছে তাতে 'মার্কিন' শব্দ ব্যবহার কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? তৎকালীন সময়ে 'মার্কিন' শব্দটি তো আমেরিকাকে গালি দিতে বা আমেরিকাকে ছোট করকে ব্যবহার করা হতো, তাই নয় কি? তার এই কথায় দ্বিধান্বিত হয়ে শুধু বললাম-গুড কোশ্চেন? বিষয়টি ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে।

০৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৪

স্থানীয় নির্বাচনের আগে ভোটে আস্থা ফেরান

॥ কামাল আহমেদ ॥

গত ৩০ জানুয়ারী মঙ্গলবার যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনা হয়েছে, তার বর্ণনায় দুটি দৈনিকের শিরোনাম বেশ চোখে পড়ে। দেশের অন্যতম পুরোনো দৈনিক ইত্তেফাক লিখেছে, 'অন্য রকম এক সংসদের যাত্রা শুরু'। আর বাংলা ট্যাবলয়েড মানবজমিন শিরোনাম করেছে, 'আজব কিসিমের পার্লামেন্ট'। এ দুটি শিরোনামে নির্বাচনের পরও যে দেশের রাজনৈতিক সংকট অব্যাহত আছে এবং শিগগির তা থেকে পরিত্রাণের সম্ভাবনা নেই, তা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। খবরের ভেতরে শিরোনামের ব্যাখ্যাও মেলে। ২৯৯ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে এক হিসাবে ২৮০, অন্য হিসাবে ২৮২ জন আওয়ামী লীগের নেতা। বিরোধী দল নামের যাঁরা আছেন, তাঁরাও আওয়ামী লীগের ছাড় দেওয়া আসনের প্রতিনিধি। ফলে যে নামেই ডাকা হোক, এটি একটি একদলীয় সংসদ।

অরাজনৈতিক নাগরিক সংগঠন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশের (টিআইবি) ভাষায় যা ছিল অর্থবহ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষহীন নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী, একই দলের 'স্বতন্ত্র' ও অন্য দলের সরকার সমর্থিত প্রার্থীদের 'পাতানো খেলা'। এটিকে তারা বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ভবিষ্যতের জন্য 'অশনিসংকেত' বলে বর্ণনা করেছে। নির্বাচন বর্জনকারীদের সমালোচনার উল্লেখ নাহয় না-ই করলাম। তবে এ রকম একটি পাতানো নির্বাচন পরিচালনার দায় যাদের, সেই নির্বাচন কমিশনের প্রধান, কাজী হাবিবুল আউয়ালও তা স্বীকার করে নিয়েছেন। গত ১৮ জানুয়ারি আমরা তাঁর মুখেই শুনলাম, 'নির্বাচন সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি' এবং 'নির্বাচনব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থা অনেকটা কমে গেছে'।

এই উপলব্ধির জন্য দেশের রাজনৈতিক ক্ষতি যা হয়েছে, তা আগামী দিনগুলোয় যে ক্রমে স্পষ্ট হতে থাকবে, সে কথা মোটামুটি নিশ্চিত করে বলা যায়। কিন্তু এর আর্থিক ব্যয়ও উপেক্ষণীয় নয়। টিআইবির প্রতিবেদনে তুলে ধরা হিসাব বলছে, নির্বাচনী ব্যয়ের জন্য মোট বাজেট ১ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকা হলেও তা বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ২৭৬ কোটি টাকা। ২০১৮ সালে ব্যয় ছিল ৭০০ কোটি, ২০১৪ সালে ৩০০ কোটি এবং ২০০৮ সালে ২০০ কোটি। মাত্র ১৫ বছরের ব্যবধানে নির্বাচনের খরচ ১০ গুণের বেশি বাড়লেও নির্বাচনের মান উন্নত না হয়ে বহুগুণে নিম্নমুখী হয়েছে।

খরচ বৃদ্ধির কারণ খুঁজতে গিয়ে টিআইবি আরও চমকপ্রদ তথ্য উদ্ধার করেছে। তারা বলছে, আগের নির্বাচনে, ভোটের সময়ে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের এক দিনের ভাতা দেওয়া হলেও দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের দুই দিনের সম্মানী, ম্যাজিস্ট্রেট ও সমমানের পদের কর্মকর্তাদের পাঁচ দিনের সম্মানী এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের ১৩ দিনের সম্মানী দেওয়া হয়। মোট নির্বাচনী বাজেটের ৫৪ শতাংশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যয়ের কোনো ব্যাখ্যা টিআইবি নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে পায়নি।

যে নির্বাচনব্যবস্থায় জনগণের আস্থা কমে গেছে, রাজনৈতিক নেতৃত্বেরও প্রয়োজন হবে একটি পদ্ধতি অন্বেষণ করা।'

নির্বাচন গ্রহণযোগ্য করার পদ্ধতি অনুসন্ধানের কোনো উদ্যোগ-আলোচনা ছাড়াই এখন শুরু হয়েছে স্থানীয়

অরাজনৈতিক নাগরিক সংগঠন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশের (টিআইবি) ভাষায় যা ছিল অর্থবহ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষহীন নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী, একই দলের 'স্বতন্ত্র' ও অন্য দলের সরকার সমর্থিত প্রার্থীদের 'পাতানো খেলা'। এটিকে তারা বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ভবিষ্যতের জন্য 'অশনিসংকেত' বলে বর্ণনা করেছে। নির্বাচন বর্জনকারীদের সমালোচনার উল্লেখ নাহয় না-ই করলাম। তবে এ রকম একটি পাতানো নির্বাচন পরিচালনার দায় যাদের, সেই নির্বাচন কমিশনের প্রধান, কাজী হাবিবুল আউয়ালও তা স্বীকার করে নিয়েছেন। গত ১৮ জানুয়ারি আমরা তাঁর মুখেই শুনলাম, 'নির্বাচন সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি' এবং 'নির্বাচনব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থা অনেকটা কমে গেছে'।

ক্ষমতাসীন জোটের পরাজিত নেতারা যাকে প্রহসন অভিহিত করেছেন, ভোটের অবিশ্বাস্য হার নিয়ে সন্দেহ-সংশয়ের কোনো ব্যাখ্যা দিতে কমিশন যেখানে অক্ষম, সেখানে একই কমিশন কীভাবে আরও নির্বাচন আয়োজনের উদ্যোগ নিতে পারে, সে প্রশ্ন তোলা জরুরি। ২০১৪ সালে কাজী রকিব কমিশনের অধীন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচনের পর এ প্রশ্ন উঠলেও তা নিয়ে তেমন কোনো আলোচনাই হয়নি। কারণ, জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির জোট নিয়েই তখন রাজনৈতিক মেরুকরণ প্রবল ও প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ২০১৮ সালে কে এম নূরুল হুদা কমিশনের অধীন রাতের ভোটের পর নির্বাচনব্যবস্থায় আস্থা ফেরানোর বিষয়টি কিছুটা গতি পায়। ক্ষমতাসীন দল একতরফাভাবে নির্বাচন কমিশন আইন করে বোঝাতে চাইল যে সমস্যার সমাধান পাওয়া গেছে। কিন্তু এখন ওই আইনের অসারতা প্রমাণিত হওয়ার পর সিইসি আউয়াল বলছেন, 'নির্বাচন নিয়ে সরকার নির্বাচনের প্রস্তুতি। কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশন এবং সারা দেশের পাঁচ শতাধিক উপজেলার নির্বাচনের জন্য কমিশন তোড়জোড় শুরু করেছে। এ নির্বাচনের খরচও যে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের চেয়ে কম কিছু হবে, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু নির্বাচনে কী হতে পারে? ক্ষমতাসীন দলের পছন্দই যখন সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি, তখন এসব ভোটের আয়োজনে জনগণের মতামতের আদৌ কোনো প্রতিফলন ঘটে না।

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নৌকা প্রতীক দেবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার খবর বেরিয়েছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে। কেউ কেউ এ সিদ্ধান্তকে স্বাগতও জানিয়েছেন। তাঁদের অতি সরল ভাবনা হচ্ছে, দলীয় মনোনয়নের বিধান না থাকলে আওয়ামী লীগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে দলীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় অতটা বেপরোয়া হবে না। বাস্তবতা কি এ ধারণা সমর্থন করে? হাতে গোনা চার-পাঁচটি ব্যতিক্রম ছাড়া গত ১০ বছরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের শত শত নির্বাচনের রেকর্ড যাচাই করলে দেখা যাবে, ক্ষমতাসীন দল নানা কৌশলে দলীয় প্রার্থীদেরই কাঙ্ক্ষিত আসনে বসাতে পেরেছে।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ অনেক দিন ধরেই সারা দেশে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেছে। এমনকি পেশাজীবীদের সংগঠনগুলোতেও নির্বাচনপ্রক্রিয়া কলুষিত হওয়ার অসংখ্য নজির সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সরকারসংক্রান্ত আইনে ২০০৯ সালের পর যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে, তার লক্ষ্য ছিল এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচনের বিধান তৈরির উদ্দেশ্যও তা-ই ছিল। এখন নির্দলীয়তে ফিরে যাওয়ার কারণও তা-ই, এটি কোনো রাজনৈতিক উদারতার বিষয় নয়।

সংসদীয় নির্বাচনে দলীয় গঠনতন্ত্রের ব্যত্যয় ঘটিয়ে দলীয় মনোনয়নপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে দলের নেতা-কর্মীদের স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দেওয়ার কারণ ছিল সংসদে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তাতে রক্তারক্তিটা একটু বেশিই হয়েছে। ২০১৮ সালে বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পর দুই দলের সংঘর্ষে যতজনের (১৫ জন) মৃত্যু হয়েছে, এবার 'আমি' আর 'ডামি'র সমর্থকদের হানাহানিতে দলীয় কর্মীর প্রাণহানির সংখ্যা তার চেয়ে কম নয়। অন্তর্দলীয় লড়াই এখনো চলছে। সুতরাং নৌকা প্রতীক নিয়ে মারামারি বন্ধের বিষয়টি এখন অগ্রাধিকার হয়ে দাঁড়ানোয় আবারও আইন সংশোধনের উদ্যোগ।

এবারের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা দলের ডামি প্রার্থীর কাছে হেরেছেন, তাঁরা মূলত দলের কৌশলগত প্রয়োজনে কোরবানি হয়েছেন, ইংরেজিতে তাঁদের স্যাক্রিফিশিয়াল ল্যাম্ব বলা হয়। কিন্তু এবারের এসব স্যাক্রিফিশিয়াল ল্যাম্ব ছাড়া গত ১৫ বছরে সংসদ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের মনোনয়নই ছিল শেষ কথা। নির্বাচনব্যবস্থায় সৃষ্ট সংকটের একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান ছাড়া শুধু নির্বাচনকে নির্দলীয় ঘোষণায় এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটবে না।

দলীয়ভাবে নির্বাচন না হলে বিএনপির দলীয়ভাবে এতে অংশগ্রহণ করা না-করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। ফলে তাদের মাঠপর্যায়ের সমর্থকদের কেউ কেউ প্রার্থী হলেও হতে পারে। কিন্তু স্থানীয় সরকার পরিচালনায় বিরোধী দলের সদস্যপদ যে কী ধরনের বাধা বা বিড়ম্বনার কারণ হয়, তা সাবেক মেয়রদের জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে। বিষয়টি রাজনৈতিক সংস্কৃতির এবং গণতন্ত্রের। জাতীয় পরিসরে গণতন্ত্র কার্যকর না থাকলে স্থানীয় পর্যায়ে ***গণতন্ত্রকে কার্যকর করার স্বপ্ন একেবারেই বাতুলতা।***

লেখক: সাংবাদিক



ভিসা ফি বাড়লো ২৬% থেকে ২০০০% পর্যন্ত

(প্রথম পাতার পর) এক্ষেত্রে ভিসা ফি বাড়ানো হয়েছে ১৮ শতাংশ।

এই প্রসঙ্গে নিউইয়র্কভিত্তিক অভিবাসন অ্যাটর্নি সাইরাস ডি মেহতাকে উদ্ধৃত করেছে ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যম। তিনি বলেছেন, 'যদি ইউএসসিআইএস মামলাগুলো দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ নিশ্চিত না করে, তাহলে ফি বাড়ানো অন্যায়। কোনো ব্যক্তি তার দেশে থাকা পিতা-মাতা, স্ত্রী কিংবা নাবালক সন্তানকে যুক্তরাষ্ট্রে নিতে আবেদন করলে তার প্রক্রিয়াকরণে গড়ে ১৪ মাস সময় নেওয়া ইউএসসিআইএসের জন্য অনুচিত।' মেহতা এবং অন্যান্য অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ফি বাড়ানোর পর আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কতটা ত্বরান্বিত হয় সেটাই এখন দেখার বিষয়।

আপনি যদি আপনার প্রেমিক কিংবা প্রেমিকাকে যুক্তরাষ্ট্রে আনতে চান তাহলে ফর্ম আই-১২৯এফ-এর জন্য বর্ধিত ফি গুনতে হবে। যা এখন ২৬ শতাংশ বাড়িয়ে ৫৩৫ ডলার থেকে ৬৭৫ ইএস ডলার করা হয়েছে।

ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) অবশ্য মনে করে না আই-১২৯ ফর্মের মাধ্যমে আবেদন ফি বাড়িয়ে দেশের বাইরে বিয়েকে উৎসাহিত করা যাবে। বরং কোনো যুগল যদি বাইরে বিয়ে করে তাহলে আই-১২৯ এর পরিবর্তে তারা আই-১৩০ আবেদনের মধ্য দিয়ে স্ত্রী কিংবা স্বামীকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসতে চাইবে। চূড়ান্ত রীতিতে আই-১৩০'র ক্ষেত্রে ফি বেড়ে ৬২৫ ডলার হচ্ছে আর পেপার ফাইলিংয়ের ক্ষেত্র তা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৬৭৫ ডলার। সুতরাং দেশের বাইরে বিয়ে, এমন কোনো সাশ্রয় নিশ্চিত করবে না।

ন্যাচারালাইজেশনের সিদ্ধান্তের শুনানিসহ আমেরিকান নাগরিক হওয়ার আবেদনও এখন থেকে আরও ব্যয়বহুল হবে। তবে বায়োমেট্রিক সার্ভিসের মাধ্যমে ন্যাচারালাইজেশনের অনলাইন আবেদন ফি সামান্য কমিয়ে ৭২৫ ডলার থেকে ৭১০ ডলার করা হচ্ছে।

বিনিয়োগ-সম্পর্কিত গ্রিন কার্ড আবেদনের ফি পরিবর্তন: ইমিগ্রেশনের ফি বাড়ানোর সবচেয়ে বড় অংকটি ধার্য করা হচ্ছে ইবি-৫ এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারী ভিসা আবেদনকারীদের জন্য। এটি একটি বিনিয়োগ-সম্পর্কিত গ্রিন কার্ড প্রোগ্রাম। এক্ষেত্রে আবেদনকারীদের আই-৫২৬ এ প্রাথমিক পিটিশনে ১১,১৬০ ইউএস ডলার দিতে হবে। এক্ষেত্রে ফি বেড়েছে ২০৪ শতাংশ। পরে স্থায়ী অভিবাসনে যেতে আই-৮২৯ ভিসা আবেদনে তাদের গুনতে হবে ৯৫৩৫ ডলার। যা আগের তুলনায় বাড়ছে ১৫৪ শতাংশ।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের প্রাথমিক আবেদন ফাইল করার জন্য অপেক্ষা না করে ১ এপ্রিল থেকে এই ফি বৃদ্ধি কার্যকর হওয়ার আগেই আবেদন করা উচিত।

কর্মসংস্থান সংক্রান্ত ফি পরিবর্তন: এইচ-১বি ক্যাপ ভিসার জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি বাড়ানো হচ্ছে ২০০০ শতাংশ। এইচ১-বি'র ই-রেজিস্ট্রেশন ১০ ডলার জমা দিতে হয়, যা বাড়িয়ে ২১৫ ডলার কথা হচ্ছে। তবে, এই উচ্চ হার এই বছরের এইচ-১বি রেজিস্ট্রেশনের জন্য কার্যকর হবে না। এই ভিসা আবেদন আগামী ৬ মার্চ শুরু হয়ে ২২ মার্চ পর্যন্ত চলবে। তবে এইচ১-বি আবেদনের ফি অবশ্যই বাড়বে। এই আবেদন শুরু হবে আগামী ১ এপ্রিল থেকে। যেখানে আবেদন ফি বর্তমান ৪৬০ ডলার থেকে বাড়িয়ে ৭৮০ ডলার করা হচ্ছে। আর এল ওয়ান আবেদন (আন্তঃ কোম্পানি ট্রান্সফার) ফি ৪৬০ ডলার থেকে বেড়ে ১৩৮৫ ডলার করা হচ্ছে। তবে বিশেষ কিছু ছোট কোম্পানি ও নন প্রফিটের ক্ষেত্রে এই ফি অপেক্ষাকৃত কম হবে।

চূড়ান্ত রীতিতে অ্যাসাইলাম প্রোগ্রামের আওতায় আবেদনে অতিরিক্ত ৬০০ ডলার গুনতে হবে। প্রতিটি আই-১২৯ ও আই-১৪০ ফর্মের ক্ষেত্রে এই ফি ধার্য করা হয়েছে। ননপ্রফিট আবেদনকারীরা নতুন এই ফি রেয়াদ পাবেন আর অপেক্ষাকৃত ছোট কোম্পানির ক্ষেত্রে এই ফি ধরা হবে ৩০০ ডলার।

ইউএসসিআইএস তার বিবৃতিতে বলেছে, ফি বাড়ানোর মধ্য দিয়ে সংস্থাটির বছরে ৭৩০ মিলিয়ন ডলার খরচ তুলে আনতে পারবে। আর সক্ষমতা বাড়াতে বাজেট বরাদ্দ করতে পারবে। এই বর্ধিত ফি কার্যকরের মধ্য দিয়ে নতুন রাজস্ব আয় হবে তা দিয়ে ইউএসসিআইএস উদ্ভাবনী পদ্ধতির প্রয়োগে গ্রাহক সেবার মান বাড়াবে এবং আটকে থাকা আবেদনগুলো দ্রুত ছেড়ে দিতে পারবে।

শিশুদের জন্য অনিরাপদ ফেসবুক

(প্রথম পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রতিনিধিরা অভিযোগ তোলেন, বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানি অনলাইনে যৌন হয়রানি থেকে শিশুদের রক্ষায় যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে কাজ করছে না। এসময় তারা কমিউকেশন অ্যান্ড ডিসেন্সি অ্যাক্ট ১৯৯৬ এর আওতায় গৃহীত ইউনাইটেড স্টেটস কোড টাইটেল ৪৭ এর সেকশন ২৩০ সংশোধনের জোর দাবি জানান।

যুক্তরাষ্ট্রের 'সিনেট জুডিশিয়ারি কমিটি'র এ শুনানিতে যোগ দেন সাবেক টুইটার বর্তমান এক্স-এর সিইও লিন্ডা ইয়াকারিনো, ডিসকর্ড প্রধান জেসন সাইট্রন ও স্ন্যাপচ্যাটের প্রধান ইভান স্পিগেল। শুনানিতে স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দিতে রাজি হন মেটার প্রধান মার্ক জাকারবার্গ ও টিকটকের প্রধান নির্বাহী শৌ জি চিউও।

শুনানি পর্বে প্যানেলের ডেমোক্র্যাটিক অংশের চেয়ারম্যান ডিক ডার্বিন ও রিপাবলিকান অংশের প্রধান লিন্ডজি গ্রেহাম তাদের যুক্তিতর্ক তুলে ধরেন। তারা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের মা-বাবা ও শিশুরা এ বিষয়ে পদক্ষেপ দেখতে চায়।

সামাজিক মাধ্যমগুলো কিশোর-কিশোরীদের যৌন হয়রানি থেকে রক্ষায় যথেষ্ট কাজ করছে না। এআই ব্যবহার করে তৈরি নকল ছবিসহ অনলাইনে শিশুদের নগ্ন ছবি তৈরি করে তা ভাইরাল করা হচ্ছে। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

শুনানিতে চাপের মুখে ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকের মালিক জাকারবার্গ সিনেটে তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এহেন পরিস্থিতির জন্য ক্ষমতা চান। এবং উপস্থিত অভিভাবকদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কারও যাওয়া উচিত না'।

এ সময় তিনিসহ টিকটক, স্ন্যাপ, এক্স ও ডিসকর্ডের প্রধান কর্মকর্তাদের প্রায় চার ঘণ্টা ধরে উভয় পার্টির সিনেটররা জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আইনপ্রণেতারা তাদের কাছে জানতে চান, অনলাইনে শিশুদের সুরক্ষার জন্য তারা কী করছেন? এ নিয়ে মেটা প্রধান জাকারবার্গকে সবচেয়ে বেশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েন। সে সময় শ্রোতাদের দিকে ফিরে জাকারবার্গ বলেন, 'আপনারা যা কিছুর মাঝ দিয়ে যাচ্ছেন, তার জন্য আমি দুঃখিত। এটি ভয়ানক। আপনাদের পরিবার যে যন্ত্রণার মাঝ দিয়ে গেছে, তার সম্মুখিন আর কোনো পরিবারের হওয়া উচিত নয়।'

এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কন্টেন্ট দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক কিশোর-কিশোরী আত্মহত্যা করছে বলে অভিযোগ তোলেন অভিভাবরা। শুনানির দিনেও তারা এ সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ সামনে রেখেই সিনেটে হাজির হন। শুনানির পর অভিভাবকরা বিক্ষোভ করেন। তবে এই শুনানি কিংবা সিনেটরদের যুক্তিতর্ক সত্যিকারের কোনো ফল বয়ে আনবে কি-না সে প্রশ্ন থেকেই যায়। কেউ কেউ একে রাজনীতির অংশ ও লোক দেখানো উপস্থাপনা বলতেও ছাড়েন নি। সোশ্যাল মিডিয়া বিশ্লেষক ম্যাট নাভারা বলেন, এই শুনানিটি অনেকটা শোডাউনের মতো, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন রাজনীতিবিদকে মুখর হতে দেখা গেছে আর দেখা গেছে মার্ক জাকারবার্গকে ক্ষমা চাইতে। মূল বিষয়ের চেয়ে মিডিয়ার জন্য এই ছবিগুলোই ছিলো গুরুত্বপূর্ণ বলেন এই বিশ্লেষক।

একই প্রশ্ন উঠেছিলো নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল টাইম টিভি'র জনপ্রিয় 'টাইম এক্সক্লুসিভ' টক শোতে। অন্য অনেক টেলিভিশনের মতো এই চ্যানেলটিরও দিনের আলোচ্য বিষয় ছিলো জাকারবার্গের ক্ষমা প্রার্থণা। তাতে অংশ নিয়ে আলোচকরা বলেন, সিনেট ফ্লোরে ঘটে যাওয়া এই ঘটনার পর সামাজিক মাধ্যমের প্যাটফর্মগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু হবে এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। বিষয়টিতে উভয়পক্ষের সিনেটররা একমত হয়েছেন বটে, কিন্তু এরপর কী হবে, সেটা এখনো অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

সংশ্লিস্ট বিষয়ে 'টাইম এক্সক্লুসিভ' টক শোতে ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আতাউল করিম, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক হাসান ফেরদৌস, মেন্টাল হেলথ কাউন্সেলর শেহলা ইফতেখার ও সাংবাদিক-শিক্ষক মাহমুদ মেনন এই আলোচনায় অংশ নেন।

আলোচকরা বলেন, আমরা এই শুনানি দেখছি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তারা এখন পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে পারে নি। এজন্য আলোচকরা সামনে আনেন কমিউকেশন অ্যান্ড ডিসেন্সি অ্যাক্ট ১৯৯৬ এর আওতায় গৃহীত ইউনাইটেড স্টেটস কোড টাইটেল ৪৭ এর সেকশন ২৩০। আলোচনায় অংশ নিয়ে তারা বলেন, যতক্ষণ এই ধারাটির পরিবর্তন না আনা হচ্ছে ততক্ষণে এই বিষয়ে কোনো সুরাহা আসবে না। এই ধারায় প্রশ্নাতীতভাবে এসব প্যাটফর্মের কনটেন্টের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে প্ল্যাটফর্মের মালিকদের। এবং তাদের কোনোভাবেই যে আইনের মুখোমুখি করা যাবে না, তাও নিশ্চিত করা হয়েছে এই ধারায়। ফলে, যত কথাই তারা বলুন না কেনো পরিবর্তন তখনই আসবে যখন ওই ধারার পরিবর্তন আসবে। বিস্ময়কর হচ্ছে, যে সিনেটররা আজ উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছেন, শুনানি করছেন, টাইটেল ৪৭ এর ধারা ২৩০ও তাদেরই হাতে তৈরি।

সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের কিছু কিছু দেশে যেসব কড়াকড়ি ও বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়, তার কিছুই যুক্তরাষ্ট্রে হয় না। অবাধ তথ্যপ্রবাহের নামে এর করুণ প্রভাব এখন শিশুদের উপর পড়ছে। ভবিষ্যত প্রজন্মকে রক্ষা করতে এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি বলেই মত দেন আলোচকরা। তবে একই সঙ্গে পারিবারিক সচেতনতা, মূল্যবোধ সৃষ্টি সর্বোপরি সামাজিক মাধ্যম বাবহারে ব্যক্তি ও পরিবার পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ আরোপের ওপরও জোর দেন আলোচকরা।

অভিবাসীরা পাবে অস্থায়ী সরকারি কাজ

(প্রথম পাতার পর)

করে। তাতে দেখানো হয়েছে প্রতি ১০০০ জন নব্য ইমিগ্র্যান্ট মজুরির ক্ষেত্রে প্রথম বছরেই ২৩ মিলিয়ন ডলারের অবদান রাখতে পারবে। আর এ থেকে নিউ-ইয়র্ক স্টেট তথা স্থানীয় সরকারগুলো ২.৬ মিলিয়ন ডলার ট্যাক্সবাবদ পাবে।

প্রাথমিকভাবে অভিবাসীদের নির্মাণ, গৃহ-স্বাস্থ্য সেবা সহকারী কিংবা ক্যাশিয়ারের কাজ গুলোই করতে হবে। কিন্তু তারা যখন ইংরেজিটা শিখে ফেলে তারা আরও ভালো বেতনের নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, ম্যানেজারের কাজ গুলো পেতে পারে।

নিউইয়র্ক স্টেট অবশ্যই বুঝতে পারে এই অ্যাসাইলাম প্রত্যাশিদের কাছে একটি কাজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ, বলছিলেন নিউইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রবার্ট অ্যাগিম্যাং। বৃহস্পতিবার এক সংবাদিক সম্মেলন তিনি বলেন, নিউইয়র্ক সিটি ও নিউইয়র্ক স্টেট এই অ্যাসাইলাম প্রার্থীদের জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী সমাধান খুজতে কাজ করছে। তারা যাতে নিজেরাই নিজেদের সাহায়তা করতে পারবে। আর তারা সক্রিয় হলে অর্থনীতিও সক্রিয় হবে।

মহান ভাষার মাস শুরু

(প্রথম পাতার পর)

মাসজুড়ে প্রতিটি বাঙালীর হৃদয়ে বাংলা ভাষার প্রতি থাকে অন্যরকম এক ভালোবাসার আবেশ।

আর থাকে মাতৃভাষার জন্য জীবনদানকারী শহীদদের জন্য শোক। এ মাসে আরও একবার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিময় দিনের কথাগুলো। বাঙালী জাতি মাসজুড়েই নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্মরণ করবে ভাষার জন্য প্রাণ দেওয়া শহীদদের।

পাকিস্তানীরা প্রথম আক্রমণ করে আমাদের ভাষার ওপর। ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাই ফেব্রুয়ারী মাস ছিল ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব ও শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রথম প্রতিরোধ।

এটি জাতীয় চেতনার প্রথম উন্মেষ। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলনে সালাম, জব্বার, শফিক, বরকত ও রফিকের রক্তের বিনিময়ে বাঙালী জাতি পায় মাতৃভাষার মর্যাদা। এরই পথ ধরে শুরু হয় বাঙালীর স্বাধিকার আন্দোলন। যার ফলাফল ১৯৭১ সালে ৯ মাস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

তবে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারী এখন শুধু শোকের নয় বরং শক্তিরও। কারণ আমরাই সেই বাঙালি জাতি যারা ভাষার জন্য এ মাসে জীবন দিয়েছিল। ২১ ফেব্রুয়ারী এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবেও স্বীকৃত।

ভাষার জন্য বাংলার দামাল সন্তানদের আত্মত্যাগ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর। এদিন ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারীকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা করে। এর মধ্য দিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে এখন বিশ্বের দেশে দেশে পালিত হয়।

ফেব্রুয়ারী মাসের সবচেয়ে বড় কর্মযজ্ঞ মাসব্যাপী বইমেলা শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারী)। চলছে কবিতা উৎসব। 'মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা' ধ্বনি আরও একবার বাজছে প্রতিটি বাঙালীর মণিকোঠায়।

নতুন যুদ্ধের পথে কি মধ্যপ্রাচ্য!

(প্রথম পাতার পর)

ইসরায়েলকে সমর্থন দেওয়ার কারণে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান বাহিনীর ওপর হামলার পরিমাণও অনেক বেড়েছে। গত সপ্তাহে জর্ডানে আমেরিকান ঘাঁটিতে ড্রোন হামলায় তিন সেনা নিহত ও অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছে। এই হামলার জন্য ইরানকে দায়ী করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এ ছাড়া গত নভেম্বর থেকে লোহিত সাগরে বিভিন্ন বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইরান সমর্থিন হুথি গোষ্ঠী। হুথিরা ঘোষণা দিয়েছে, গাজায় ইসরায়েলী আগ্রাসন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ইসরায়েলমুখী জাহাজে হামলা অব্যাহত থাকবে।

লোহিত সাগরে হুথিদের হামলা রুখে দিতে ও জর্ডানে ঘাঁটিতে তিন সেনা নিহতের প্রতিক্রিয়ায় পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বিবিসির লাইভ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচের তিন দেশে হামলা চালিয়েছে।

গত ২ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার রাতে ইরাক ও সিরিয়ায় ইরানি ৮৫টি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালায় আমেরিকান বাহিনী। এরপরেই শনিবার ইয়েমেনে হুথি গোষ্ঠীর ওপর হামলা চালিয়েছে দেশটি। ইরাকে হামলার জেরে ইতিমধ্যে মার্কিন দূতকে তলব করেছে দেশটি। এ ছাড়া ইরান, রাশিয়া এসব হামলার কড়া নিন্দা জানিয়েছে। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, উত্তেজনা বৃদ্ধির জন্য এসব হামলা চালানো হয়নি। লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক পথ নিরাপদ রাখতে ও জর্ডানে সেনা নিহতের প্রতিক্রিয়ায় এসব হামলা। তবে বিশ্লেষকরা আশঙ্কা করছেন, মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা আরও বাড়তে পারে।

এবার আমেরিকা-যুক্তরাজ্যে পাল্টা হামলার হুমকি হুথিদের

ইয়েমেনে হুতিদের ৩৬টি লক্ষবস্তুতে হামলা চালিয়েছে আমেরিকা-যুক্তরাজ্য। এবার পাল্টা হামলার হুমকি দিয়েছে হুথিরা। রোববার গোষ্ঠীটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য মোহাম্মদ আল-বুখাইতি এ হুশিয়ারি দেন। খবর ওয়াশিংটন পোস্টের।

আল বুখাইতি বলেন, 'এই যৌথ হামলার প্রত্যুত্তর দেওয়া হবে। প্রতিটি হামলার সমুচিত জবাব দেওয়া হবে।' এর আগে আমেরিকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন জানান, ইয়েমেনে ১৩টি স্থানে হুতিদের অস্ত্র ও অন্যান্য মজুতাগারের ৩৬টি লক্ষ্যে হামলা চালানো হয়েছে। লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক ও সামরিক জাহাজে একের পর এক হামলার প্রতিক্রিয়ায় এ হামলা চালানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, গাজায় ইসরাইলি হামলার প্রতিক্রিয়ায় ইয়েমেনের ইরান সমর্থিত গোষ্ঠী হুথিরা এই হামলা শুরু করে। সে সময় তারা জানিয়েছিল, গাজায় ইসরাইলি হামলা যতদিন চলবে, ততদিন এই হামলা তারা করবে। এর আগে জর্ডানে আমেরিকান সেনা নিহতের প্রতিশোধ নিতে শুক্রবার সিরিয়ায় ও ইরাকে থাকা ইরানী স্থাপনার হামলা চালায় আমেরিকা। এর এক দিন পরই ইয়েমেনে এই যৌথ হামলা। আমেরিকার স্থানীয় সময় রোববার ভোর ৪টার দিকে এই যৌথ হামলা চালানো হয়। হামলার লক্ষ্য হিসেবে হুতিদের কাছে থাকা ক্রুস ক্ষেপণাস্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়।

আমেরিকান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, এই ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রগুলো লোহিত সাগরে বিভিন্ন জাহাজে হামলা চালানোর জন্য মজুত করা হয়েছিল। এগুলো মার্কিন নৌবাহিনীর জন্য এক বড় হুমকি।

ইরাক-সিরিয়ায় হামলা যুক্তরাষ্ট্রের 'ভুল': ইরান

এদিকে ইরাক ও সিরিয়ায় হামলা করে 'কৌশলগত ভুল' করেছে যুক্তরাষ্ট্র, এমন দাবি ইরানের। দেশটির এ হামলার কারণে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বাড়বে বলে মনে করে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। খবর বিবিসি'র।

শুক্রবার ইরাক ও সিরিয়ার সাতটি এলাকার ৮৫টি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। এতে বেসামরিক নাগরিকসহ অন্তত ১৬ জন নিহত হয় বলে জানিয়েছেন ইরাকী কর্মকর্তারা। এরপর শনিবার ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের লক্ষ্য করে নতুন আরেক দফায় যৌথ হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। ইয়েমেনে হামলার প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রকে হুঁশিয়ারি করে ইরান বলেছে, আমেরিকা প্রতিশোধমূলক হামলা এ অঞ্চলে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে।

গত সপ্তাহে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী জর্ডানের আমেরিকান সামরিক ঘাঁটিতে ড্রোন হামলার প্রতিশোধ নিতেই ইরাক ও সিরিয়ায় হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ওই হামলায় তিন মার্কিন সেনা নিহত ও অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছেন। হামলার জন্য ইরান সমর্থিত মিলিশিয়া জঙ্গি গোষ্ঠীকে দায়ী করে হোয়াইট হাউজ।

আমেরিকান সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, ইরানের বিপ্লবী গার্ডস কর্পস-আইআরজিসি'র কুদস ফোর্স এবং ইরাক ও সিরিয়ার সহযোগী মিলিশিয়াদের ওপর হামলা চালিয়েছে তারা। হামলায় দূরপাল্লার বোমারু বিমানসহ বেশ কয়েকটি আমেরিকান বিমান অংশ নিয়েছিল। সিরিয়ার চারটি ও ইরাকের তিনটি স্থানের ৮৫টির বেশি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা হয়েছে। তবে ইরানের মাটিতে কোনও হামলা হয়নি বলে জানানো হয়েছে।

বাংলা পত্রিকা
পড়ুন, লিখুন
এবং
বিজ্ঞপিন দিন।
ফোনঃ
৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MFPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine

সীমিত সময়ের জন্য 15% Off

Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও ফুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

একটি খোলা চিঠি

যুক্তরাষ্ট্রে ‘নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি (ওয়েস্ট) গঠন কেন জরুরি?

যুক্তরাষ্ট্রে আনুমানিক আট লাখ প্রবাসী বাংলাদেশীর মাঝে প্রায় সাড়ে চার লাখ প্রবাসী শুধুমাত্র নিউইয়র্ক স্টেটে অর্থাৎ নিউইয়র্ক ইস্ট এবং নিউইয়র্ক ওয়েস্ট এরিয়াতে বসবাস করেন। নিউইয়র্ক ইস্ট হলো নিউইয়র্ক সিটি, বিংহ্যাম্পটন সিটি, আলবেনি সিটি প্রভৃতি। অপরদিকে নিউইয়র্ক ওয়েস্ট হলো বাফেলো সিটি, নায়াগ্রা ফলস সিটি, রোচেস্টার সিটি, সিরাকুস সিটি প্রভৃতি।

নিউইয়র্ক ইস্ট এলাকায় অর্থাৎ লং আইল্যান্ড ও নিউইয়র্ক সিটি মিলিয়ে আনুমানিক সাড়ে তিন লাখ বাংলাদেশীর বসবাস। বর্তমান সময়ে নিউইয়র্ক ওয়েস্ট এলাকায় আনুমানিক দেড়লাখ প্রবাসী বাংলাদেশীদের বসবাস। এরমধ্যে শুধু বাফেলো সিটিতেই এক লাখের উপরে, বাকিরা ছোট তিনটি শহরে বসবাস করেন। বাফেলো শহরের পরেই নায়াগ্রা ফলস সিটি এলাকায় এবং রোচেস্টার সিটি ও সিরাকুস সিটি এলাকায় বসতি শুরু করেছেন। দুই বছর আগে বাফেলো সিটি মেয়র মিঃ বাইরেন ব্রাউনের সাথে এক আলাপচারিতায় তিনি আমাকে বলেছিলেন ২০২১ সাল নাগাদ ৭৩ হাজার রেজিস্টার্ড বাংলাদেশীদের বসবাস বাফেলো শহরে। এরপরে গত দুই বছরে কমপক্ষে আরো ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার নতুন লোক এসেছে। আমার অনুমান সর্বমোট লক্ষাধিক বাংলাদেশীদের বসবাস এখন বাফেলো শহরে।

বাফেলো এমন একটি শহর যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সকল অঙ্গরাজ্য থেকে সচ্ছল মানুষগুলো রিয়েল এস্টেটে ইনভেস্ট করে পার্মানেন্টলি মুভ করেছেন। এখানে লিভিং কষ্ট কম তবে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট অত্যন্ত সিকিউর এবং লাভজনক ব্যবসা। তাই ক্যালিফোর্নিয়া থেকে শুরু করে ফ্লোরিডা পর্যন্ত প্রায় সকল স্টেট থেকেই বাফেলো শহরে মুভ করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা, তবে এরমধ্যে নিউইয়র্ক সিটি থেকে বেশি মানুষের আগমন ঘটেছে এখানে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশীরা এখানে ভালো অবস্থান তৈরী করে নিবেন বলে আমার বিশ্বাস।



এবারে একটু নিউজার্সী স্টেটের কথা বলি- নিউজার্সী নর্থ ও নিউজার্সী সাউথ মিলিয়ে হয়তোবা দেড়লাখ বাংলাদেশী প্রবাসীদের বসবাস। নিউজার্সী নর্থে আছে আসি হাজার থেকে এক লাখ আর নিউজার্সী সাউথে আছে খুব বেশি হলে চল্লিশ হাজারের মতো মানুষ। নিউজার্সী নর্থ থেকে নিউজার্সী সাউথ অর্থাৎ নিউজার্সী স্টেটের নিয়ার্ক টাউন থেকে আটলান্টিক সিটির ড্রাইভিং টাইম খুব বেশি হলে দুই ঘন্টা। আমার কথা হলো নিউজার্সীতে যেহেতু স্টেট বিএনপিকে দুটি ভাগে ভাগ করে দুটি স্টেট বিএনপি কমিটি দেয়া হয়েছে, তেমনি নিউইয়র্ক ইস্ট এবং নিউইয়র্ক ওয়েস্ট নামে দুটি স্টেট কমিটি একান্ত জরুরি বলে আমার প্রস্তাবনা। বাকিটা আপনাদের সিদ্ধান্ত।

প্রথমত নিউইয়র্ক ইস্ট থেকে নিউইয়র্ক ওয়েস্ট অর্থাৎ নিউইয়র্ক সিটি থেকে বাফেলো সিটির দূরত্ব প্রায় সাড়ে চারশ মাইল। নিউইয়র্ক ইস্ট এবং ওয়েস্ট মিলিয়ে একটি কমিটি থাকলে কোনভাবেই সমন্বয় করে কাজ করা সম্ভবনা। এছাড়া আরো ছোট ছোট তিনটি সিটি কমিটি এখানে করা সম্ভব যেমন নায়াগ্রাফলস সিটি বিএনপি, সিরাকুস সিটি বিএনপি, রোচেস্টার সিটি বিএনপি। এই কমিটিগুলো গঠন ও দলীয় কাজের সমন্বয় করতে বাফেলো বেইজড ‘নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি ওয়েস্ট’ গঠন করা হলে দলীয় কাজ অনেক বেশি ত্বরান্বিত হবে বলে আমি মনে করি। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মহলকে একান্ত ভূমিকা নেয়ার বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

বাফেলো শহরে বিভিন্ন স্টেট থেকে আসা বিএনপি নেতাকর্মীদের মাঝে অনেক নেতাকর্মী রয়েছেন যারা কিনা বাংলাদেশে বিএনপি দলীয় অনেক বড় বড় পদে ছিলেন, তারা এখন আবার নিজেদেরকে দলীয়কাজে সম্পৃক্ত করতে চাইছেন। তাই আমার মতে সিনিয়র নেতাদের সমন্বয়ে একটি ‘নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি ওয়েস্ট’ এবং তরুণ ও উদীয়মান কর্মঠ নেতা নেত্রীদের নিয়ে ‘বাফেলো সিটি বিএনপি’ গঠন করলে সকল সিনিয়র ও জুনিয়র নেতাদের সম্মানের সাথে দলীয় কাজে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে।

আমি আমার নিজস্ব বিশ্লেষণ থেকে দলের জন্য যেটা ভালো হবে সেই পরামর্শ দিলাম। ইনশাল্লাহ সবাই মিলে শহীদ জিয়ার আদর্শকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে পারবো। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।

নিবেদক,
মতিউর রহমান লিটু
যুগ্ম আহ্বায়ক, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি।
প্রেসিডেন্ট, জিয়া লাইব্রেরী ডটকম।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
tax refund
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight

LOWEST PRICE CHALLENGE

GLOBAL

NY 1 TRAVELS, INC



MIRZA M ZAMAN

আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!

37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT

MyTechUSA

"YOUR DREAM BECOME TRUE"

Why "MyTechUSA"

- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING

Microsoft SQL Server ORACLE Azure mongoDB. NoSQL



Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com



Khalil Biryani House

খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট



সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত

2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884

1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840

www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing (QA) Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from October 19, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from November 16, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from November 26, 2019

www.piit.us







নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপন

হককথা ডেস্ক: নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল যথাযথ মর্যাদায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপন করে। দিবসটি উপলক্ষ্যে গত ১০ জানুয়ারী কনস্যুলেটে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদা তাঁর বক্তব্যে বাঙালীর জাতীয় জীবনে এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম পূর্ণতায় ১০ জানুয়ারী একটি ঐতিহাসিক দিন উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমি, দেশের স্বাধীনতায় ভূমিকা এবং তাঁর জীবনের আদর্শ ও দর্শনের উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে প্রত্যাবর্তন করে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পূনর্গঠনের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ধ্বংসযজ্ঞ থেকে দ্রুত মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে শুরু করে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কর্মযজ্ঞে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বাংলাদেশের ঘুরে দাঁড়াবার সেই গতিকে ঘাতকের নির্মম বুলেট স্তব্ধ করে দেয়।

তিনি আরো বলেন যে, জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টানা চতুর্থবারের মত দেশ পরিচালনার দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে তাঁর প্রতি দেশের জনগণের অগাধ আস্থা ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। তিনি উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রায় দেশের কল্যাণে সবাইকে একযোগে কাজ করার এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। কনসাল জেনারেল জনবান্ধব কনস্যুলার সেবা নিশ্চিত করার জন্য কনস্যুলেট জেনারেলের সকল সদস্যদের প্রতি আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহীদ সদস্য, শহীদ জাতীয় চার নেতা, শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাংলা পত্রিকা
পড়তে
ভিজিট
করুন
banglapartikausa.com



সম্মিলিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪

কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথে বাংলাদেশ সোসাইটির মতবিনিময়











নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির সম্মিলিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস পালন উপলক্ষে কমিউনিটির সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ক্রিড়া, পেশাজীবী ও রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়ার সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক মো. রুহুল আমিন সিদ্দিকী ও আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব মাইনুল উদ্দিন মাহবুবের যৌথ পরিচালন মতবিনিময় সভা গত ২৯ জানুয়ারী সোমবার সন্ধ্যায় সোসাইটি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আয়োজনের বিভিন্ন খুঁটিনাটি এবং প্রস্তুতি সম্পর্কে আগত অতিথিদের অবহিত করেন আহ্বায়ক কমিটির সদস্যরা। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সভাপতি ও একুশে উদযাপন কমিটির আহবায়ক ফারুক চৌধুরী, যুগ্ম আহবায়ক ও সংগঠনের সহ-সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়কারী ও সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ নওশেদ হোসেন, সাহিত্য সম্পাদক ফয়সল আহমদ, প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ ও কার্যকরী সদস্য মোহাম্মদ সাদি মিন্টু। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের বোর্ড অব ট্রাস্টির অন্যতম সদস্য আতরাউল আলম প্রমূখ।

সভায় জানানো হয় ইতিমধ্যে প্রায় ৪০টি সংগঠন তাদের নিজ নিজ সংগঠনের নাম নিবন্ধন করেছেন। এসময় প্রবাসের সকল সংগঠনের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয় আগামী ১০ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে যাতে তারা তাদের সংগঠনের নাম নিবন্ধন করেন। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও নিবন্ধন ফি ১০০ ডলার ধার্য করা হয়েছে। নিবন্ধনকৃত সকল সংগঠনের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের ছবি এবং নাম ও ফোন নাম্বার সহ একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে আমাদের বিশেষ প্রকাশনীতে দেয়া হবে। এছাড়াও যদি কেউ বিশেষ প্রকাশনীতে লেখা দিতে আগ্রহী হন তাহলে তাদেরকে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আহবায়ক কমিটির সাথে যোগাযোগ করে তা দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানকে সফল করতে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শমূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

উল্লেখ্য প্রতি বছরের ন্যায় বাংলাদেশ সোসাইটির আয়োজনে এবারও আগামী ২০ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উডসাইডের তিব্বত কমিউনিটি সেন্টারে যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্মিলিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস পালন করা হবে।

এদিকে মতবিনিময় সভার শুরুতে বাংলাদেশ সোসাইটির সাথে প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন গাইবান্ধা সোসাইটি অব আমেরিকা'র নেতৃবৃন্দ নিউইয়র্কের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভুলভাবে বাংলা বাক্য ও শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানে যাতে শুদ্ধভাবে বাংলা ভাষা লেখা হয়, সেই সেই আন্দোলনের সাথে সোসাইটিকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এতে বক্তব্য রাখেন আমাদের সাধারণ সম্পাদক রেজা রহমান, স্মারক লিপি পাঠ করেন দীলিপ মোদক। এই পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য দেন সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া। তিনি তার বক্তব্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। অন্যান্য বক্তারা আমাদের সংগঠনের 'শুদ্ধভাবে বাংলা লেখা' কর্মসূচীকে স্বাগত জানান। স্মারকলিপি প্রদানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিল মাহফুজ তুহিন। এর পরের পর্ব আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় অংশ নেন সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহমিদা চৌধুরী লুনা।

জাতিসংঘের তিন সংস্থার নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহিত



নিউইয়র্ক: নতুন বছরে বাংলাদেশের সফল বহুপাক্ষিক কূটনীতির পাল্লায় যুক্ত হলো আরেকটি গৌরবময় অর্জন। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত সর্বসম্মতিক্রমে ২০২৪ সালের জন্য জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)/জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)/জাতিসংঘ পপ্রকল্প সেবাসমূহের কার্যালয় (ইউএনওপিএস) এর নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। গত ১০ জানুয়ারী জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আর এতে কলম্বিয়া, জার্মানি, রোমানিয়া এবং ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রদূতগণ সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

২০৩০ উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে এই তিনটি সংস্থার সুনির্দিষ্ট ম্যান্ডেট রয়েছে। ইউএনডিপি মূলত দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে সদস্য দেশগুলোকে সহায়তা করে থাকে। ইউএনএফপিএ কাজ করে জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে। আর শান্তি, উন্নয়ন ও মানবিক বিষয়াবলীর প্রকল্প সংক্রান্ত চূড়ান্ত কাজগুলো সম্পাদন করে ইউএনওপিএস। সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশ সংস্থাগুলোর এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সুযোগ পাবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ বোর্ডের অন্যান্য সদস্য এবং এই তিনটি সংস্থার নেতৃত্বের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। বিশ্বব্যাপী তাদের কার্যক্রমে কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারবে।

স্বাগত বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত মুহিত তাকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করার জন্য নির্বাহী বোর্ডের সদস্যদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বিশ্বব্যাপী জনগণের ক্ষমতায়নে এবং তাদের উন্নয়নের আকাঙ্খাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য অবদানের জন্য এই সংস্থাগুলির প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, "বিভিন্ন মহামারি, চলমান মানবিক এবং জলবায়ু সংকটজনিত কারণে জাতিসংঘের উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়ন যে সকল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে, তা উত্তরণে ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, ইউএনওপিএস-কে আরো অধিকতর সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রয়োজন হবে। আর তাদের এই প্রচেষ্টায় নির্বাহী বোর্ড সকল ধরণের সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত থাকবে।"

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ বহুপাক্ষিক ফোরামে ইতোমধ্যে একটি অত্যন্ত মর্যদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে জাতিসংঘ ও এর বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠনসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের যে সুদৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, এই নির্বাচন তারই প্রতিফলন। তাছাড়া, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে অনন্য সাফল্য অর্জন করেছে, তার প্রতি দৃঢ় স্বীকৃতিরও স্বাক্ষর বহন করে এই নির্বাচন।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে যোগদানের পর থেকে রাষ্ট্রদূত মুহিত জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের সভাপতি, ইউএন উইমেন এর নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি এবং ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, ইউএনওপিএস এর সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



আমেরিকায় মুক্তি পেলো ‘কাবুলিওয়ালা’

বিনোদন ডেস্ক: কলকাতার দর্শকদের খুশি করে এবার মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত ‘কাবুলিওয়ালা’ উড়াল দিলো বিদেশের মাটিতে। সুমন ঘোষের পরিচালিত এ সিনেমা বড়দিনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুক্রবার (০২ ফেব্রুয়ারী) আমেরিকায় মুক্তি পেয়েছে ‘কাবুলিওয়ালা’। সান ফ্রান্সিসকো, টেক্সাস, লস অ্যাঞ্জেলস, ফ্লোরিডা, মিশিগানসহ আমেরিকার বেশ কয়েকটি প্রদেশের প্রেক্ষাগৃহে ‘কাবুলিওয়ালা’ দেখানো হচ্ছে। বিদেশেও এই সিনোম যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে। ‘কাবুলিওয়ালা’ দেখে মুগ্ধ বিদেশি দর্শকরা।

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পর্দায় কাবুলিওয়ালা আর মিনির গল্প বলেছেন পরিচালক। আবেগ, স্নেহ আর মনুষ্যত্বের এই যুগলবন্দি বিদেশের মাটিতেও সফল। ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা দেওয়া এই সিনেমার ক্ষেত্রে যা একটা নতুন মাইলফলক বলা যেতে পারে।

সিনেমাটি প্রসঙ্গে পরিচালক সুমন বলেন, ‘অনেক দিন ধরেই ভাবতাম সান ফ্রান্সিসকো বা লস অ্যাঞ্জেলস ছাড়া বাংলা সিনেমা আমেরিকার অন্য কোনো প্রদেশে কেন মুক্তি পায় না।

তবে আমার ভাল লাগছে যে, ‘কাবুলিওয়ালা’ আমেরিকার প্রায় প্রতিটি জায়গায় দেখানো হচ্ছে। অন্য হলিউড সিনেমার মতো আমেরিকায় মুক্তি পেয়েছে এই সিনেমা। ধন্যবাদ ‘এসভিএফ’কে।’

‘বেঁচে আছি’ নিজেই জানালেন পুনম পান্ডে

বিনোদন ডেস্ক: বলিউডের আলোচিত-সমালোচিত অভিনেত্রী পুনম পাণ্ডের মৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া নামে সিনেমাঙ্গনে। ক্যারিয়ারের বেশিরভাগ সময় ব্যক্তিজীবন নিয়ে আলোচনায় থাকতেন ইন্ডাস্ট্রির নাসাখ্যাত এ অভিনেত্রী। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চিরবিদায়ের খবর ছড়ানোর পর পুনমের মৃত্যু নিয়ে তৈরি হয় ধোঁয়াশা। ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীরাও তার মৃত্যু নিয়ে সংশয়ে ছিলেন। তবে অবশেষে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটালেন খোদ পুনম পান্ডে, বললেন বেঁচে আছেন!



ভিডিওতে পুনম বলেন, ‘আমি বেঁচে আছি। আমি সার্ভিক্যাল ক্যানসারে মারা যাইনি।’ সেই ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি বেঁচে আছি।’ পাশাপাশি এই মৃত্যুর নাটক সাজানোর পেছনের কারণ বলতে গিয়ে এই তারকা জানান, সার্ভিক্যাল ক্যানসার নিয়ে মানুষ সচেতন নয়, তাই এটি আলোচনায় আনার জন্যই এই মিথ্যা নাটক সাজিয়েছেন।

পুনম বলেন, সার্ভিক্যাল ক্যানসার এমন একটি রোগ, যা নীরবেই আমাদের প্রাণ নিয়ে যায়। আমি গর্বিত, আমার মৃত্যুর খবরের কারণে এই বিষয়টি সামনে এসেছে। আলোচনা শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালের ১১ মার্চ উত্তরপ্রদেশের কানপুরে জন্মগ্রহণ করেন পুনম পান্ডে। মডেল হিসেবে শোবিজ অঙ্গনে পা রাখেন। ২০১৩ সালে ‘নাশা’ সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক ঘটে। পরের বছরই ‘লাভ ইজ পয়জন’ সিনেমার মাধ্যমে কন্নড় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যাত্রা শুরু করেন। এর পর ভোজপুরি, তেলেগু সিনেমায় অভিনয় করেন পুনম পান্ডে। তবে সাহসী, খোলামেলা পোশাকে অভিনয়ের কারণে কিছু দিনের মধ্যেই তার গায়ে ‘অ্যাডাল্ট স্টার’-এর তকমা লেগে যায়। তা ছাড়া ব্যক্তিগতজীবনে প্রেম-বিয়ে এবং হটকারী কর্মকাণ্ড তাকে বছরজুড়েই আলোচনায় রেখেছে।

আলোচিত বলিউড অভিনেত্রী পুনম পান্ডে মারা গেছেন!

এদিকে আগের খবরে বলা হয়: মাত্র ৩২ বছর বয়সে মারা গেলেন ভারতীয় অভিনেত্রী পুনম পান্ডে। পুনমের ম্যানেজার এই দুঃসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘বৃহস্পতিবার রাতে মৃত্যু হয়েছে পুনমের।’ শুক্রবার (২ ফেব্রুয়ারী) ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা যায়, জরায়ু ক্যানসারে প্রাণ হারিয়েছেন তিনি।

পুনম পান্ডের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে দুঃসংবাদটি শেয়ার করা হয়েছে। ইনস্টাগ্রামে লেখা হয়েছে, ‘আজ সকালটা আমাদের জন্য কঠিন। আপনাদের গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাদের প্রিয় পুনমকে সার্ভিকাল ক্যান্সারে হারিয়েছি।’ ইনস্টাগ্রাম পোস্টটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হতবাক করে নেটিজেনরা। এমনকি অনেকে প্রশ্ন তুলছেন এই পোস্টের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে। কিছু সংখ্যক ভক্তের দাবি, হয়তো কেউ হ্যাক করেছে অভিনেত্রীর প্রোফাইল।

২০১৩ সালে ‘নাশা’ দিয়ে বলিউডে পা রেখেছিলেন পুনম পান্ডে। ভোজপুরি, কন্নড় ইন্ডাস্ট্রিতেও কাজ করেছেন। তবে খোলামেলা অভিনয়ের কারণে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর গায়ে সেঁটে যায় ‘অ্যাডাল্ট স্টার’ তকমা। পুনমকে শেষ দেখা গিয়েছিল কঙ্গনা রানাওয়াতের রিয়েলিটি শো ‘লক আপে’।

তেহরানে লড়বে জয়ার ‘ফেরেশতে’

বিনোদন ডেস্ক: এখন পর্যন্ত পাঁচবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অভিনেত্রী জয়া আহসান। পাশাপাশি তিনি বর্তমানে ভারতীয় বাংলা সিনেমার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী। ইতোমধ্যে তিনি হিন্দি সিনেমায় নাম লিখিয়েছেন এবং ‘কড়ক সিং’ সিনেমায় অভিনয় করে বেশ প্রশংসা অর্জন করেছেন। এবার তার ক্যারিয়ারে নতুন পরিচয় যুক্ত হয়েছে। আর সেটি হলো তিনি ইরানি সিনেমার অভিনেত্রী। সম্প্রতি ইরানী ভাষায় নির্মিত সিনেমায় অভিনয় করেছেন জয়া, যেটি মুক্তির অপেক্ষায় আছে।



ভক্তদের জন্য আনন্দের খবর, বর্তমানে জয়া তেহরানে অবস্থান করছেন। সেখানে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তার অভিনীত ‘ফেরেশতে’ সিনেমা নিয়ে আছেন তিনি। তার সঙ্গে আছে ‘ফেরেশতে’-এর পুরো টিম। তেহরানের ৪২তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মূল ক্যাটাগরিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সিনেমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে জয়া আহসান অভিনীত ‘ফেরেশতে’।

বর্তমানে তেহরানে অবস্থানরত নন্দিত এই অভিনেত্রী গত ১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার টেলিফোনে গণমাধ্যমকে বলেন, এখানকার একটি চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিচ্ছি। প্রথমবার তেহরানে এসেছি, ভালো লাগছে।

ঢালিউড থেকে টালিউড, বলিউড এবং এখন ইরানী সিনেমা নিয়ে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তিনবার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জয়ী অভিনেত্রী জয়া আহসান বলেন, আমি একজন শিল্পী। একজন শিল্পী বিভিন্ন ভাষায় কাজ করতে পারেন।

‘ফেরেশতে’ সিনেমায় জয়া আহসান অভিনয় করেছেন সংগ্রামী এক নারীর চরিত্রে। ইতোমধ্যে এটি ভারতের একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। ঢাকায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও দেখানো হয়েছে। মুর্তজা অতাশ জমজম পরিচালিত সিনেমাটি চলতি বছর মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জয়া আহসান বলেন, ফেরেশতে সিনেমাটি সবার ভালো লাগবে। চলচ্চিত্র উৎসবে বিশ্বের অনেক দেশের পরিচালক এবং সিনেমাসংশ্লিষ্টরা সিনেমাটি দেখবেন। এটা ভালো লাগছে। ইরানের বড় চলচ্চিত্র উৎসবে এসে খুব ভালো লাগছে। সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে তেহরানের ঐতিহ্য, বলেন তিনি।



বুবলীর পক্ষে অপু বিশ্বাসকে কটাক্ষ, কে এই মিমি?

বিনোদন ডেস্ক: ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খানের সাবেক দুই স্ত্রী চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস ও শবনম বুবলী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একে অপরকে ইঙ্গিত করে নানা মন্তব্য করে প্রায় সময়ই আলোচনা-সমালোচনায় থাকেন। তারা দুজন সতীন হওয়ায় পাল্টাপাল্টি মন্তব্যকে স্বাভাবিকভাবে দেখেন ভক্তরা। সম্প্রতি বিপত্তি উঠেছে এই দুইয়ের মাঝে তৃতীয় ব্যক্তিকে নিয়ে। তিনি হচ্ছেন সংগীতশিল্পী নাজনীন মিমি।

মিমি সংগীতশিল্পী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন ইন্ডাস্ট্রিতে। তিনি চিত্রনায়িকা শবনম বুবলীর বড় বোন। তবে তিনি গায়িকা হলেও ছোট বোন বুবলীর মতো আলোচিত, পরিচিত কিংবা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি এখনো।

সম্প্রতি এ গায়িকার কয়েকটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যাতে প্রকাশ্যে ঢালিউড কিং শাকিব খানের প্রথম সাবেক স্ত্রী অপু বিশ্বাসকে নিয়ে কটাক্ষ করতে দেখা গেছে গায়িকাকে। এ নায়িকাকে ‘টোকাই’সহ অসংখ্য অকথ্য ভাষায় গালাগালও করেছেন মিমি।

ঢালিউড কুইনকে এভাবে অকথ্য ভাষায় উপস্থাপন করায় বিষয়টি মোটেও ভালোভাবে দেখছেন না নেটিজেনরা। ফেসবুকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে গায়িকার এমন আচরণ নিয়ে সমালোচনা ও চর্চা করছেন তারা।

সোশ্যালে দেখা যায়, নেটিজেনরা খুব সহজেই অপু-বুবলীর ইঙ্গিতমূলক দ্বন্দ্ব বা ঝগড়া মেনে নিলেও মানতে পারছেন না দুজনের মাঝে মিমিকে। কেউ কেউ দাবি করছেন, ছোট বোনের বৈবাহিক সম্পর্কে অপু বিশ্বাসকে টেনে বিতর্কিত কথা বলে আলোচনায় আসতে চাচ্ছেন মিমি। মূলত ভাইরাল হওয়ার জন্য এ পন্থা অবলম্বন করছেন বলেও অভিমত নেটিজেনদের।

এদিকে গায়িকা মিমি ক্যারিয়ারে শাকিব খান ও অপু বিশ্বাস অভিনীত সিনেমায় গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। তিনি অবশ্যই শাকিব-অপুর বৈবাহিক সম্পর্কের কথা জানেন। দুজনের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্কের বিষয়টি না জানার কথা নয় মিমির।

সংগীত কিংবা শোবিজ ইন্ডাস্ট্রি-মিডিয়ার অধিকাংশ মানুষই জানেন শাকিব-অপু বিবাহিত। বিষয়টি গায়িকা মিমিও জানতেন। এর পরও শাকিব সম্পর্কে বুবলীকে সতর্ক করেননি কেন? নেটিজেনদের এমন নানা মন্তব্য থাকলেও এ নিয়ে এখনো শাকিব-অপু-বুবলী কাউকে কোনো মন্তব্য করতে দেখা যায়নি।



ভাগ্নির বিয়েতে ‘জামাল কুদু’ গানে নেচে ফের ভাইরাল ববি দেওল

বিনোদন ডেস্ক: বলিউড থেকে বেশ দূরে চলে গিয়েছিলেন একসময়ের জনপ্রিয় নায়ক ববি দেওল। সম্প্রতি ‘অ্যানিম্যাল’ ছবির ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করে নতুন অধ্যায় শুরু করেছেন তিনি। ‘জামাল কুদু’– এই এক গানে তার নতুন ইমেজ এনে দিয়েছে অনুরাগীদের মনে। আর সিনেমাটির কারণে রাজকীয় প্রত্যাবর্তন হয়েছে এই তারকার।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এখনো ট্রেন্ডে আছে জামাল কুদু। এবার সেই ছবির গানের নাচটি আবারও নাচলেন অভিনেতা। বিয়ের পিঁড়িতে ববির বোন অজিতা দেওলের মেয়ে নিকিতা চৌধুরী। ভারতের উদয়পুরে বসেছে রাজকীয় বিয়ের আসর। সেখানেই একজোট গোটা দেওল পরিবার। ভাগ্নির প্রাক-বিয়ের অনুষ্ঠান জমজমাট মামা ববির নাচে। ভিডিওতে কালো কুর্তা আর ম্যাচিং জ্যাকেটে ধরা দিয়েছেন ববি, সঙ্গে সাদা পাজামা। মাথায় গ্লাস নিয়েই ভাইরাল স্টেপে মা মেলালেন পরিবারের অন্য সদস্যরা। তবে ববিকে এ মামলায় টেক্কা দেওয়া অসম্ভব!

উদয়পুরের তাজ আরাভালিতে বসেছিল এই বিয়ের গ্র্যান্ড আসর। নিকিতা চৌধুরী বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন, পেশায় একজন দন্ত বিশেষজ্ঞ (ডেন্টিস্ট)। নিকিতার স্বামীর নাম ঋষভ শাহ। ভাগ্নি ও জামাই ঋষভের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে ঋষভকে দেওল পরিবারে স্বাগত জানান অভিনেতা অভয় দেওল। তার কোলে ঘুরে বেড়ানো ছোট্ট নিকিতা কবে এত বড় হয়ে গেল ভেবেই হয়রান অভয়। অন্যদিকে করণও বোন ও ভগ্নিপতিকে ইনস্টায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

জামাল কুদু ইরানের জনপ্রিয় লোকসংগীত। এই গানটি ইরানের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০ বছর আগে গাওয়া হয়েছিল। ১৯৫০ দক্ষিণ ইরানে খারাজেমি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথমবার গাওয়া হয় জামাল কুদু। একটু একটু করে জনপ্রিয়তা পেতে পেতে আজ পারস্য সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এটি। ইরানের বিয়ের অনুষ্ঠানে এই গানটি গাওয়া অলিখিত রেওয়াজ। আর এটি ব্যবহার করা হয় সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার অ্যানিম্যাল ছবিতে।

নিজের যে ভুলের কথা স্বীকার করলেন অঙ্কিতার স্বামী?

বিনোদন ডেস্ক: বিজয়ী হওয়ার স্বপ্ন দুই চোখে নিয়ে ‘বিগ বস ১৭’-এর ঘরে পা রেখেছিলেন অঙ্কিতা লোখান্ডে। স্বপ্নপূরণ করতে গত তিন মাসে চেষ্টার কোনো শেষ করেননি তিনি। ‘বিগ বস’-এর ঘরে প্রতিযোগী হিসাবে ছিলেন অঙ্কিতার স্বামী ভিকি জৈনও। কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছাপিয়ে গিয়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলেন তারা।



‘বিগ বস’ জেতার অন্যতম শর্ত হলো– সারাক্ষণ চর্চায় থাকা। অঙ্কিতা সেটি ভালো করেই বুঝে গিয়েছিলেন। তাই যেনতেন প্রকারে নজরে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তিনি। ভিকিকে প্রকাশ্যে অপমান করা থেকে অন্যের স্বামীর চরিত্রে কাদা ছোটানো– কিছুই বাদ রাখেননি তিনি। কিন্তু এত চেষ্টা করেও তীরে এসে তরী ডুবেছে তার। ‘বিগ বস’-এর ফাইনালে চতুর্থ স্থান থেকে ছিটকে গেছেন অঙ্কিতা। তবে ফাইনালের রেজাল্ট যাই হোক না কেন, গোটা শোজুড়ে কিন্তু তারাই মাতিয়ে রেখেছিলেন এই শো। তাদের ঝগড়া, সম্পর্কের টানাপোড়েন হট টপিক হয়ে উঠেছিল চর্চার। এবার শো শেষ হতেই ভিকি বলেন, ওআমার বন্ধু রীতেশ দেশমুখ, ফারাহ খান সবাই আমার খুব প্রশংসা করেছেন। লোকজন বলছেন, ভিকি ভাই তুমিই এই শোকে চালিয়ে নিয়ে গেছ। দারুণ লাগছে৷ বিগ বস হাউসে এবার ভিকি ও অঙ্কিতার দারুণ ঝগড়া, ঝামেলা হয়েছে। মাঝে তাদের শাশুড়ি ঢুকে ইন্ধন জুগিয়ে সেই ঝামেলা আরও উসকে দিয়েছেন। এমনকি তাদের ডিভোর্সের কথা বলতেও শোনা গিয়েছিল এই শোতে। আর সেসব দেখে অনেকেই সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন তাদের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

হিন্দুস্তান টাইমসের তরফে ভিকির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি তার এবং অঙ্কিতার বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে বলেন, আমরা এমন একটা সমাজে থাকি যেখানে পুরুষ ও নারী দুজনেরই একই রকম অনুভূতি হতে পারে। তাদের মতামত আলাদা হতে পারে, ঝগড়া হতে পারে। আমি জানি না মানুষ কী করে এ বিষয়টি ভুলে যান। শোতে আমাদের নিজেদের মতামত রাখা উচিত; নইলে মানুষ ভাববে আমরা আমাদের সঙ্গীর কথায় উঠি আর বসি। আমাদের রোজকার জীবনের কোনো ভিডিও কেউ দেখেনি, তাই তারা জানেন না যে আমরা বাস্তবে ঝগড়া করি কিনা। আমি তর্ক করতে পারি, নিজের মতো জানাতে পারি, কিন্তু সম্পর্কের বিরুদ্ধে নই। ওই জায়গাটা একই থাকবে।

তিনি আরও জানান, আমি সারাক্ষণ এমনিতে ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। এখানে আমি গেমটা গেমের মতোই খেলতে চেয়েছি। আর অল্প সময়েই দারুণ অ্যাটেনশন পেয়েছেন। তবে হ্যাঁ, আমি অঙ্কিতার সঙ্গে আরও একটু ভালো ব্যবহার করতে পারতাম। ওর মানসিক অবস্থাটা বোঝা উচিত ছিল। সেটি আমি ওখানে বুঝতে পারিনি।

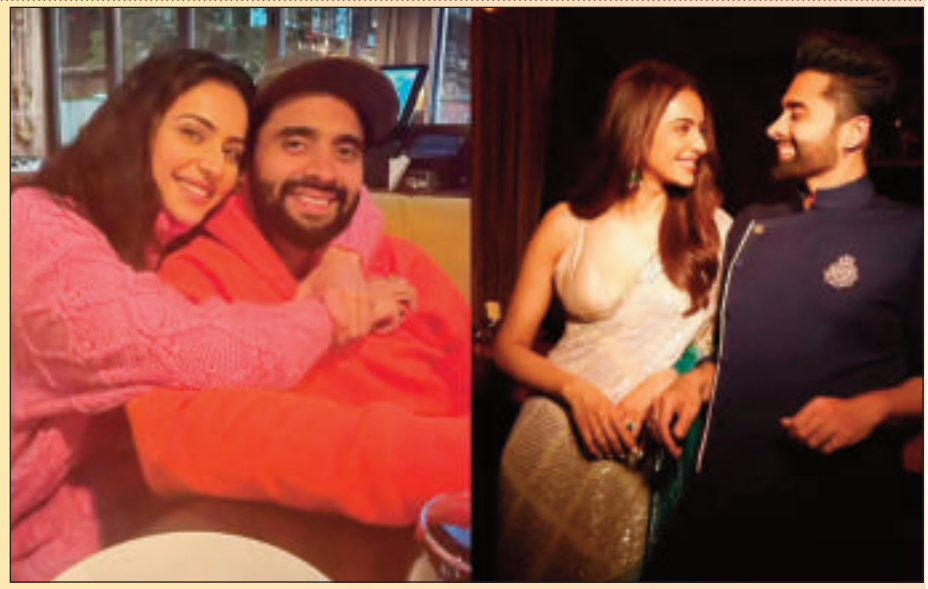
ভেবেছিলেন নেত্রী হবেন, এখন কোন পথে হাঁটছেন মাহি?

বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই চলচ্চিত্রের নায়িকা মাহিয়া মাহি। এবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে রাজশাহী-১ আসন থেকে ট্রাক প্রতীকে নির্বাচন করেছিলেন তিনি। নির্বাচনি প্রচারণায় নেমে ভোটারদের কাছে ভোট চাইতে গিয়ে একের পর এক অঙ্গীকার করেছিলেন অগ্নিকন্যা। বিজয়ী হলে আর অভিনয় করবেন না বলেও জানিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ভোটে জিততে পারেননি মাহি। তবে নির্বাচনে পর সম্প্রতি মাহি বলেন, ‘আমি নির্বাচিত হলে এলাকার মানুষের পাশে থাকা, রাজনৈতিক কর্মসূচি নানা বিষয়ে ব্যস্ত থাকতে হতো। তাই নির্বাচনী প্রচারের সময় বলেছিলাম, নির্বাচনের পর অভিনয় ছেড়ে দেব। আসলে অভিনয় করার সময়ই তো পেতাম না নির্বাচিত হলে। এখন এলাকার মানুষের খোঁজখবর নেওয়া ছাড়া তেমন কাজ নেই। আমি আগের মতো সুখে-দুঃখে তাদের পাশে থাকতে চাই। তার জন্য সপ্তাহে এক-দুদিনই যথেষ্ট। বাকি দিন আর কী করব? ঠিক করেছি, বাকি দিনগুলোতে শুটিং-ডাবিং-অভিনয় নিয়েই ব্যস্ত থাকব।’



অভিনয়ে ফিরতে চান মাহি খবর ছড়িয়ে পড়তেই নাকি চারটি ছবির প্রস্তাবও পেয়ে গেছেন তিনি। তবে এখনো কোনো চিত্রনাট্যই চূড়ান্ত করতে পারেননি নায়িকা। মাহি বলেন, ‘আমি ছবিটিতে অভিনয় করব এটা নিশ্চিত। তবে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পরই সব কিছু জানাতে চাই।’

প্রসঙ্গত, মাহি অভিনীত ‘আনন্দ অশ্রু’ ছবিটি এখন মুক্তির প্রতীক্ষায় রয়েছে। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ও ছবির পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান মানিকও প্রচারণা শুরু করেছেন।



মোদির কথায় বদলে গেল অভিনেত্রীর বিয়ের ভেন্যু

বিনোদন ডেস্ক: বলিউড অভিনেত্রী রাকুলপ্রীত সিং ও প্রযোজক জ্যাকি ভাগনানি বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন। বেশ কয়েক বছর প্রেমের সম্পর্কের পর জীবনের নতুন ইনিংস শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই জুটি।

জানা গেছে, ফেব্রুয়ারি মাসেই ছাঁদনা-তলায় বসছেন রাকুলপ্রীত ও জ্যাকি। এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে বিয়ের সকল প্রস্তুতি। তবে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, প্রস্তুতির শুরুতেই নিজেদের সিদ্ধান্ত বদলেছেন তারকা জুটি। সেটাও নাকি খোদ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কারণে।

বলিউড তারকাদের মধ্যে ‘ডেস্টিনেশন ওয়েডিং’ বেশ জনপ্রিয়। আনুশকা শর্মা থেকে শুরু করে দীপিকা-রণবীরের মতো তারকারা ভারত ছেড়ে বাহিরের দেশে গিয়েই সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন। রাকুলপ্রীত ও জ্যাকিও ঠিক তেমনই কিছুর পরিকল্পনা সাজিয়ে রেখেছিলেন। গত ৬ মাস ধরে নাকি সেই প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদী ভারতীয়দের অনুরোধ করেন, যাদের বিদেশে গিয়ে সামাজিক অনুষ্ঠান বা বিয়ের মতো আয়োজনের সামর্থ্য আছে, তারা যেন সেই অনুষ্ঠান দেশেই করেন। এতে করে দেশের অর্থনীতি আরও সমৃদ্ধ হবে।

মোদীর সেই আহ্বানে সাড়া দিতেই নাকি শেষ মুহূর্তে নিজেদের পরিকল্পনা বদলে ফেলেছেন রাকুলপ্রীত ও জ্যাকি। পশ্চিমা কোনো দেশের পরিবর্তে ভারতের মাটিতেই বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই জুটি।

সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, বিয়ের জন্য আপাতত গোয়াকে বেছে নিয়েছেন রাকুলপ্রীত ও জ্যাকি। সেখানেই চলছে বিয়ের সকল আয়োজন। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি সাত পাকে বাঁধা পড়বেন এই জুটি।

২০২১ সালে নিজেদের সম্পর্কে অফিসিয়াল প্রেমে আছেন বলে জানিয়েছিলেন রাকুল ও ভাগনানি। প্রেমিকের হাতে হাত রাখার লেন্সবন্দি মুহূর্ত ইনস্টাগ্রামে দিয়ে অভিনেত্রী লিখেছিলেন, এ বছরে তুমিই আমার সবচেয়ে বড় উপহার।’ তার পর কেটেছে প্রায় দু-বছর। ২২-এর নভেম্বরেই নাকি বিয়ে করে নিতেন দুজনে। তবে কাজ নিয়ে ব্যস্ততার জেরে সেবার ভেস্তে যায় পরিকল্পনা।

সাহিত্য সাময়িকী

তুমি কী ঘ্রাণ পাচ্ছো?

দিলীপ কির্ত্তুনিয়া

তুমি কী দরিদ্রতার ঘ্রাণ পাচ্ছো?
এই পথের বুকে অজস্র কষ্ট আছে।
এই যে সাজানো গুছানো কবিতার মত
বাড়ি ঘর ছোট বড়ো
এর মধ্যে প্রচুর ব্যথা বেদনা লুকানো।
অনেক অন্ধকার আলো না পেয়ে
ঝরে যাচ্ছে।
তুমি তো দেখোনি খুঁড়ে
এই মাটির বুকে কত শত চাপা কান্না
রয়েছে ভরে।
একটু কান পেতে শোনো বাতাসে বাতাসে
কত চীৎকার আর হাহাকার ভেসে আসে
শুনতে পারি না আমরা
গভীর হই না বলে।
পাশ কেটে চলে যাই
ফিরে না তাকাই
একার ভেতর এতটা নিমগ্ন
এত দ্রুতগতি ছুটছি শুধু ছুটছি।

একটু থামলে দেখা যেতো
ওখানে বিষণ্ন ওখানে নিরন্ন
ওখানে অসুস্থ ওধারে বিষাদ
ছোপ ছোপ কালো রক্ত
চোখে আকুতি নিয়ে তাকিয়ে আছে
কত কাঁচ!
তুমি কাছে না গেলে
ওরা হয়তো ভেঙে যাবে।

তুমি কী ঘ্রাণ পাচ্ছো
অসময়ে নষ্টের?
অকালে মৃতের?

গন্তব্য

হেলাল উদ্দীন রানা

অন্তহীন পথ ভাঙি ক্রমাগত
ছুটছি অবিরাম বৃত্তে
ঘুরে ফিরে সেই পদচিহ্ন
গন্তব্য কি অলীক-অসীমের নাম ?
এ যাত্রা সহজ নয় সে তো জানি
সম্মূখে সমুদ্র পশ্চাতে পাঁচিল
অসম্ভবে পিঠ ঠেকে যায়

অতঃপর ডিঙিয়েছি প্রস্তর-প্রান্তর, উপত্যকা
সঠান পাহাড় ভাঙছি চড়াই-উৎরাই
উত্তাল রক্তের নদী পাড়ি দিই
কলার ভেলায় ভেসে ভেসে
ক্লান্ত-শ্রান্ত চরণ করুণ-কাতর
কে যেন হঠাৎ বলে থামো

সম্মুখে বিভ্রম- তবে কি পেছনেই যাই
এমন সরল প্রশ্ন, উত্তরে কিছু নাই

দিনান্তে কি প্রারম্ভেই পড়ে আছি ?

পায়ের নীচেই দেখো

জাকির আবু জাফর

মেরুদন্ড বোঝো নাকি! কাকে বলে! ঋজু হয়ে থাকা
স্বাধীন স্বত্তার দিকে প্রয়োজনে মৃত্যুকে ডাকা!
বুক ফুলে সত্য বিনে তুচ্ছ ভাবো জগতের সব
আঙুলের ডগা থেকে তুলে আনো নদীর উৎসব
অধিকার বুঝে নিতে বীরদর্পে দৃঢ় করো হাত
তাদের ঠেকিয়ে দাও যারা সব করে আত্মসাৎ!

সহসা জিজ্ঞাসা জাগে তুমি আমি কে কেমন আছি
আমার হৃদয় ফুলে আবেগের ওড়ে মৌমাছি
তুমি কি তেমন কিছু নাকি শুধু ভোগবাদী ঠক
টিকটক নায়িকা নাকি ডিজিটাল লাইকি নায়ক
নাকি কোনো দলবাজ পরজীবি গোপন শুশুক
চলতি ধারার স্রোতে ভাসমান সুশীল মিথ্যুক!

তরুণ তুর্কিরা যদি বুঝে যায় তোমাদের সার
কালের অক্ষর লিখে বলে দেবে কারা গাদ্দার
কারা ভুল ইতিহাসে, সব ঠেলে কারা থাকে ঠিক
সবাই তাদের চেনে, যারা কিনা খাঁটি মুনাফিক!

অমরত্বে লিখে যাবে দিকজয়ী বীরদের নাম
গোপন ইচ্ছের তোড়ে হবে রোজ মন হ্যান্ডসাম
সুখ হবে পাহাড়িকা মন হবে আগুনের খিমা
বুক থেকে উড়ে যাবে পৃথিবীর নব অরুণিমা

ভাগ্যের নখর যদি আঁচড়ায় ঝরে তাজা খুন
হৃদয়ে হৃদয় ঘষে সহসাই জ্বালাও আগুন
সাহস শুকিয়ে গেলে পাহাড়ের বুকে রাখো মন
পাঁজরে বারুদ রাখো বুকে রাখো ঝাড়া বিস্ফোরণ!

রক্ত চিরকুটে আঁকো সততার খরস্রোতা স্বর
পায়ের নীচেই দেখো শুয়ে আছে তোমার কবর

তোমাকে দরকার

মূল: ইউনুস এমরে

ভাষান্তর: সুনান খান

তুমি এবং তোমার ভালোবাসা আমাকে আমার কাছ থেকে বহু আগেই কেড়ে নিয়েছে,
এখন আমি উপলব্ধি করি, আমার তোমাকেই দরকার, শুধু তোমাকে

আমার গত হয়ে যাওয়া দিনগুলো পুড়েছে, আমি এখন উপলব্ধি করি,
তুমি আমার প্রিয়জন, আমার তোমাকে দরকার, শুধু তোমাকে

আমি কিভাবে তোমার অনুপস্থিতি সহ্য করতে পারি?

ইদানীং কোন কিছুতেই খুশি হতে পারি না আর; আমি শুধু তোমার
প্রেমেই যাবতীয় সান্ত্বনা পাই, আমার তোমাকে চাই, শুধু তোমাকেই

বোধের আয়াত

আশরাফ হাসান

কিছু আয়াত পাঠ করা শিখিনি এখনো
কিছু দুর্নিবার নিদর্শনের এখনো হয়নি তরজমা
প্রজ্জ্বলিত রহস্যের মতো জেগে থাকে সুন্দরের শিখা
আকাশ ঝুলে থাকে নীলরঙ খামে

শিশিরবিন্দুর মতো জলের অন্তঃপাঠ
ঘাসেডুবা পায়ের মখমল অন্বেষা
কিছু বেদনার হয় না ফলক উন্মোচন

কিছু চোখের নায়াগ্রায় বহমান মুগ্ধতা
নদীর দুতীরে কে আনে পুলকপ্লাবন
হাওয়ার ডানায় ঝরঝর দূরাগত বর্ষা

কিছু বিস্ময়তারা জ্বলে রাতের আকাশে
জোছনানুভূতির মতো রাঙে পানসে হৃদয়
অস্ফুট পংক্তির ভাষা অলিখিতই থেকে যায়

কিছু শব্দ শেখা হয়নি এখনো
অভিধান ঘেটে ঘেটে হয়রান এ দু'চোখ
মনে হয় সাগরের বুকের মতো
প্রশস্ত জলধির পাঠশালায় হাজিরা দিই
জল ভেঙে তুলে আনি না-শেখা বোধের আয়াত

মানুষ

শেখ রিপন

মানুষ অরণ্যে তখনই যায়
যখন সে লোকারন্যে আর
মানুষ খুঁজে না পায়...।

মানুষ সমাজ থেকে
তখনই বিতাড়িত হয়
যখন সমাজ তার উপর অতিষ্ঠ হয়।

মানুষ তখনই সঙ্গ ত্যাগ করে
সমাজও সঙ্গী থেকে নিজের
আত্মসম্মান বাঁচানোর চেষ্টায়।

মানুষ তখনই নির্বোধের মত আচরণ করে
যখন নিজের চাহিদা পূরণ হয়
অতঃপর অন্যের গ্লানি ঘটায়।

মানুষ পশুত্ব উপাধি তখনই পায়
যখন তার ক্রিয়া-কর্ম পশুর স্বরূপ
আচরণ প্রকাশ হয়।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549



যুব বিশ্বকাপ : ৫ রানের হারে স্বপ্নভঙ্গ বাংলাদেশের

স্পোর্টস ডেস্ক: লড়াইটা শেষ পর্যন্ত করেছিলেন রোহানাত দৌলা বর্ষণ। তবে শেষরক্ষা করতে পারেননি। সেমির আশায় জল ঢালার সাথে সাথে পাকিস্তান যুব দলের কাছে মাত্র ৫ রানে হেরে গেছে জুনিয়র টাইগাররা। আইসিসি অনুর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে যেতে জুনির টাইগারদের ৩৮.১ ওভারের মধ্যেই পাকিস্তানের দেওয়া লক্ষ্য টপকাতে হতো। ধারাবাহিক বিরতিতে উইকেট পড়লেও সেমির লক্ষ্যের খুব কাছেই পৌঁছে গিয়েছিল জুনিয়র টাইগাররা। বর্ষণের লড়াকু ইনিংস লক্ষ্যের প্রায় কাছে নিয়ে গিয়েছিল তাদের। তবে তাকে যোগ্য সঙ্গ দিতে পারেননি মারুফ মৃধা। তাই পাঁচ রানের হার মেনে নিতে হয়েছে মাহফুজুর রহমান রাব্বির দলকে।

প্রথমে দুর্দান্ত বোলিং করে পাকিস্তানকে ১৫৫ রানেই অলআউট করে দিয়েছিলেন বর্ষণ ও শেখ পারভেজ জীবনরা। দুজনেই দলের হয়ে নিয়েছেন চারটি করে উইকেট। তবে ব্যাট হাতে সুবিধা করতে পারেনি টাইগার ব্যাটার। ৩৫ ওভার ৫ বলে ১৫০ রানেই অলাউট হয়েছে রাব্বির দল। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ২৬ রানের ইনিংস খেলেছেন মোহাম্মদ শিহাব জেমস। আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান করেছেন বোলার বর্ষণ। তিনি ২৪ বলে ২১ রানের ইনিংস খেলে অপরাজিত ছিলেন।



ক্রিকেটারের মোবাইল চুরি

রিমান্ডে আরেক ক্রিকেটারের স্বামী

স্পোর্টস ডেস্ক: জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার স্বর্ণা আক্তারের বাসায় চুরির মামলায় আরেক ক্রিকেটারের স্বামী আল-আমিন দেওয়ান আযান এবং ক্রেতা আব্দুর রহিম মিলনকে বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ডে নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন আদালত। তাদের মধ্যে আসামি আযানের ৩ দিন ও মিলনের ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে আদেশ দেন আদালত। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরফাতুল রাকিবের আদালত বৃহস্পতিবার শুনানি শেষে এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এদিন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শেরেবাংলা নগর থানার সাব-ইন্সপেক্টর মশিউল আলম ভূঁইয়া আসামিদের ৭ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। এ সময় আসামি মিলনের পক্ষে তার আইনজীবী নুরুল ইসলাম দিদার রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। তিনি বলেন, আসামি আযান তার বোনের মোবাইল বলে মিলনের কাছে বিক্রি করে। ছবিও দেখায় সে। মিলন সরল বিশ্বাসে মোবাইলটি কেনে। তিনি মোবাইল চুরিতে জড়িত নন। আদালতে আসামি আযানের পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন না। সাব-ইন্সপেক্টর জালাল উদ্দিন এ তথ্য জানান।

মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, বাসা থেকে দুটি আইফোন ও ওয়ারড্রবের তালা ভেঙে সাড়ে ৩ হাজার ডলারসহ সাড়ে ৫ লাখ টাকার মালামাল চুরির অভিযোগে ২৯ জানুয়ারি ক্রিকেটার স্বর্ণা আক্তার মামলা করেন। এরপর দিনাজপুর থেকে আযানকে গ্রেফতার করে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। এ সময় তার কাছ থেকে চুরি হওয়া আইফোনসহ অন্যান্য মালামাল উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার করা হয় চুরি হওয়া মোবাইলের ক্রেতা মিলনকেও।

মামলায় স্বর্ণা আক্তার অভিযোগ করেন, ২৯ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৯টায় আযানকে বাসায় রেখে তিন রুমমেটসহ রাজধানীর তেজকুনিপাড়ায় খেলাঘর মাঠে অনুশীলন করতে যাই। বেলা সাড়ে ১১টায় অভিযুক্ত আল-আমিন দেওয়ান আযান মাঠে এসে আমাকে বলেন, 'তোমার মোবাইল ফোন কোথায়?'

আমি বলি, 'আমার ব্যাগে।' এরপর তিনি আমার ব্যাগ থেকে দুটি মোবাইল ফোন বের করে কিছুক্ষণ ছবি উঠিয়ে দুপুর ১২টার দিকে মাঠ থেকে চলে যান। অন্য রুমমেটের ফোন থেকে দুটি মোবাইল নম্বরে ফোন করলে ফোন বন্ধ পাই। মাঠের অনুশীলন শেষে দুপুর সাড়ে ১২টায় বাসায় ফিরে দেখি, ফ্ল্যাটের মূল দরজা লক করা। বাসার দারোয়ানকে ডেকে তালা ভেঙে দরজা খুলে বাসার ভেতর প্রবেশ করে দেখতে পাই, রুমের সব জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় পড়ে আছে।

'মাহমুদউল্লাহ ক্রিকেটের তিন সংস্করণেই পারফেক্ট প্লেয়ার'



স্পোর্টস ডেস্ক: সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপের পর বিপিএলের দশম আসরেও ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। অনেকেই যে ক্রিকেটারের শেষ দেখে ফেলেছিলেন, সেই অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার এখন কড়া নাড়ছেন টি-টোয়েন্টির দরজায়। তার নৈপুন্যে মুগ্ধ সাবেক টাইগার অধিনায়ক খালেদ মাহমুদ সুজন তো বলেই দিলেন মাহমুদউল্লাহর ব্যাটিং তরুণদের জন্য অনুপ্রেরণার। একই সঙ্গে তার জন্য কষ্ট হয় বলেও জানিয়েছেন সুজন।

বৃহস্পতিবার সিলেটে সুজন বলেন, 'বিপিএল খারাপ হচ্ছে না। হয়তো আরও ভালো হতে পারে। প্রতিযোগিতাপূর্ণ টুর্নামেন্টই হচ্ছে। আমি ভালোটাই দেখি। আমাদের ছেলেদের পারফরম্যান্সটা শেষ ম্যাচে মাহমুদউল্লাহ যেভাবে ব্যাটিং করল, সেটা অনেকের জন্য অনুপ্রেরণা জোগাবে, বিশেষ করে তরুণদের জন্য। ডেথে গিয়ে এ রকম ব্যাটিং করা, ফ্রি ব্যাটিং করা দারুণ।'

মাহমুদউল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করারও কেউ নেই মন্তব্য করে সুজন বলেন, 'তার যে অভিজ্ঞতা, যে ছন্দে আছে, আমার মনে হয় ওর জায়গায় চ্যালেঞ্জ করার মতো কোনো প্লেয়ার নেই। অবশ্যই রিয়াদ টি-টোয়েন্টি দলের বিবেচনায় আসতে পারে।'

তবে টেস্ট ক্রিকেট থেকে মাহমুদউল্লাহ অবসর নেওয়ায় সুজনের মনে কষ্ট, 'আমি তো সব সময়ই বলি– মাহমুদউল্লাহ তিন সংস্করণেই খেলার মতো যোগ্য খেলোয়াড়। আমার খুব কষ্ট হয় যে মাহমুদউল্লাহ টেস্ট খেলে না। সে যে অবসর নিয়েছে, সেটা আমি কোনোভাবেই এখনো মানতে পারি না। আমি এখনো মনে করি, ওর টেস্ট খেলার মতো সামর্থ্য আছে। বাংলাদেশে এমন একজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় অনেক দরকার।'

মাহমুদউল্লাহর অবসর মানতে পারেন না সুজন



স্পোর্টস ডেস্ক: সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপের পর বিপিএলের দশম আসরেও ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। অনেকেই যে ক্রিকেটারের শেষ দেখে ফেলেছিলেন, সেই অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার এখন কড়া নাড়ছেন টি-টোয়েন্টির দরজায়। এদিকে সাবেক টাইগার অধিনায়ক খালেদ মাহমুদ সুজন তো বলেই দিলেন- মাহমুদউল্লাহর ব্যাটিং তরুণদের জন্য অনুপ্রেরণার। একই সঙ্গে তার জন্য কষ্ট হয় বলেও জানিয়েছেন সুজন।

গত ১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সিলেটে সুজন বলেন, 'বিপিএল খারাপ হচ্ছে না। হয়তো আরও ভালো হতে পারে। প্রতিযোগিতাপূর্ণ টুর্নামেন্টই হচ্ছে। আমি ভালোটাই দেখি। আমাদের ছেলেদের পারফরম্যান্সটা শেষ ম্যাচে মাহমুদউল্লাহ যেভাবে ব্যাটিং করল, সেটা অনেকের জন্য অনুপ্রেরণা জোগাবে, বিশেষ করে তরুণদের জন্য। ডেথে গিয়ে এ রকম ব্যাটিং করা, ফ্রি ব্যাটিং করা দারুণ।'

মাহমুদউল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করারও কেউ নেই মন্তব্য করে সুজন বলেন, 'তার যে অভিজ্ঞতা, যে ছন্দে আছে, আমার মনে হয় ওর জায়গায় চ্যালেঞ্জ করার মতো কোনো প্লেয়ার নেই। অবশ্যই রিয়াদ টি-টোয়েন্টি দলের বিবেচনায় আসতে পারে।'

তবে টেস্ট ক্রিকেট থেকে মাহমুদউল্লাহ অবসর নেওয়ায় সুজনের মনে কষ্ট, 'আমি তো সব সময়ই বলি– মাহমুদউল্লাহ তিন সংস্করণেই খেলার মতো যোগ্য খেলোয়াড়। আমার খুব কষ্ট হয় যে মাহমুদউল্লাহ টেস্ট খেলে না। সে যে অবসর নিয়েছে, সেটা আমি কোনোভাবেই এখনো মানতে পারি না। আমি এখনো মনে করি, ওর টেস্ট খেলার মতো সামর্থ্য আছে। বাংলাদেশে এমন একজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় অনেক দরকার।'

বিপিএল ২০২৪ : স্থায়ী ব্যাটিং পজিশন চান মিরাজ

স্পোর্টস ডেস্ক: কখনো ওপেনিং, কখনো ৭ নম্বরে, কখনো ওয়ান ডাউন। ফরচুন বরিশালের হয়ে মেহেদী হাসান মিরাজের ব্যাটিং পজিশন এবারের বিপিএলে। দেখলে মনে হতেই পারে 'মিউজিক্যাল চেয়ার' গেম। এতদিন উপভোগের কথা জানালেও এবার খোদ মিরাজেরই আকুতি, স্থায়ী ব্যাটিং পজিশনের।



ব্যাট হাতে ছন্দে থাকা এই ক্রিকেটার সর্বশেষ ২ ম্যাচে দেখিয়েছেন ঝলক। এই ২ ম্যাচেই মিরাজকে খেলানো হয়েছে ৭ নম্বরে। ২৬ বছর বয়সী ক্রিকেটার জানিয়ে দিলেন, এই পজিশনেও যদি নিয়মিত ব্যাট করতে হয়, কোনো আপত্তি নেই তার।

গত ১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সিলেটে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, প্রত্যেক ম্যাচেই আমাকে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। বিভিন্ন পজিশনে খেলতে হয়েছে। বিভিন্ন পজিশনে খেলা কঠিন।

একেকদিন একেক পরিস্থিতি আসে। তার পরও গত তিনটি ইনিংসে আমি খুশি। ছোট ছোট ইনিংস ছিল কিন্তু দলে কন্ট্রিবিউশন ভালো ছিল। এজন্য আমি খুশি। যদি সুযোগ পাই অবশ্যই বড় ইনিংস খেলার চেষ্টা করব। এর পরই মিরাজের আকুতি-তাকে যেন নির্দিষ্ট একটা ব্যাটিং পজিশন দেওয়া হয়। তার ধারণা, সামনের ম্যাচগুলোতে ৭ নম্বরে ফিনিশারের ভুমিকাই পালন করতে হবে নিয়মিত।

মিরাজ বলেন, একটা জায়গায় নিজেকে ফিক্সড করতে পারলে খুব ভালো লাগবে। তবে টিম কম্বিনেশন আছে, দলের পরিকল্পনা আছে। এজন্য হয়ত আমাকে বিভিন্ন পজিশনে দেওয়া হচ্ছে। আমি কোচ-ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা হয়ত আমাকে একটা পজিশন- যেমন গত ২ ইনিংস একটা জায়গাতেই খেলিয়েছেন। হয়ত চিন্তা করছেন এখানে খেললে দলের জন্য ভালো হবে। যেমন গত ৩ ইনিংস আলহামদুলিল্লাহ আমি খুশি। চেষ্টা করেছি যতটুকু পারি ভালো খেলার। দিনশেষে দল ভালো ফলাফল পেলে ভালো লাগে। চেষ্টা করছি নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য।

শরীফার গল্প: তর্ক-বির্তকে কেন আমি পক্ষে কেন বিপক্ষে

॥ নাসরীন সুলতানা ॥

পত্রিকার পাতা ভিজিট করলে কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্ক্রল করলে যে কেউ বলবে–এ মুহূর্তে টক অব দ্য কান্ট্রি হলো সপ্তম শ্রেণির বইয়ের 'শরীফার গল্প'। সমাজের একটি অংশ মনে করছে, এই গল্পের মাধ্যমে প্রচ্ছন্নভাবে সমকামিতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক; অন্য একটি অংশ মনে করছে, এই গল্পের সঙ্গে সমকামিতার কোনো সম্পর্ক নেই। পাঠ্যক্রমে এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি কতটা ইতিবাচক এবং এটি সপ্তম শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হয়েছে কিনা, এমন প্রশ্ন আমার এবং এ লেখাতে এর উত্তরও খুঁজেছি।

এই গল্পের কোনো জায়গায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ–কোনোভাবে সমকামিতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে কিনা, সেটিও আমি দেখতে চাই।

তবে দুই অংশের সঙ্গেই ভিন্ন ভিন্নভাবে একমত হয়ে আমি বলতে চাই, এই গল্প নতুন করে লেখার দাবি রাখে। গোটা লেখাটি পড়লে আশা করি এ দাবির বিষয়টি পাঠকদের কাছে খোলাসা হবে। নতুন কারিকুলামের সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে 'শরীফার গল্প' আমার নজরে পড়ে ২০২৩ সালে নতুন কারিকুলাম যখন পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম শুরু হয়। এই গল্প পড়ে আমার কাছে মনে হয়েছিল, গল্পের মূল চরিত্র শরীফার আইডেন-টিটি নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে অস্পষ্টতা রয়েছে। গল্পের অসংগতি তুলে ধরে গল্পটি পরিমার্জনার সুপারিশ করে ২০২৩ সালে ২৩ জানুয়ারি বাংলা ট্রিবিউনে 'সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ট্রান্সজেন্ডার পাঠ কতটা জরুরি?' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম।

আমি উক্ত নিবন্ধে দেখিয়েছিলাম, শরীফার গল্পে শরীফার জবানিতে লেখা,'আমরা নারী বা পুরুষ নই, আমরা হলাম "ট্রান্সজেন্ডার"'–একটি স্ববিরোধী বাক্য। কারণ, শরীফা ও তার পরিচিত ব্যক্তি–উভয়েরই জেন্ডার এক্সপ্রেশন আছে এবং উভয়ই নিজেদের বায়োলজিক্যাল সেক্সের বি-পরীত জেন্ডার হিসেবে চিহ্নিত করে, যাকে বৃহৎ অর্থে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি বলা যায়।

স্বাভাবিকভাবেই এ বছর নতুন বই আগ্রহ নিয়ে পড়তে গিয়ে লক্ষ করি, উল্লেখিত বাক্যের শেষ অংশে ট্রান্সজেন্ডার' পদকে 'থার্ড জেন্ডার' দ্বারা প্রতিস্থাপন করে লেখা হয়েছে–'আমরা নারী বা পুরুষ নই, আমরা হলাম তৃতীয় লিঙ্গ (থার্ড জেন্ডার)' ('শরীফার গল্প', ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ২০২৪, সপ্তম শ্রেণি, পৃষ্ঠা নম্বর ৪০)। আপাতদৃষ্টিতে সমস্যার সমাধান হয়েছে মনে করা হলেও মূল সমস্যা কিন্তু এখনো রয়ে গিয়েছে। কেননা, প্রথমত, ওই গল্পে শরীফা ও তার পরিচিত ব্যক্তি–উভয়ের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ তাদের জন্মগত কোনো শারীরিক ত্রুটি নেই। বরং তারা জৈবিক লিঙ্গের বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। সুতরাং বৃহৎ অর্থে তারা উভয়েই ট্রান্সজেন্ডার। আর ট্রান্সজেন্ডার বলেই সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট না করলেও তারা তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি নন; 'নারী নই, পুরুষও নই'–এই দাবি তাদের চরিত্রের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত হচ্ছে 'পাসিং'। এই পাসিং শর্তের মধ্যে আছে, সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারি, হরমোনাল ট্রিটমেন্ট, চুলের কাট, পোশাক, অঙ্গভঙ্গি, আচরণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সমাজে পুরুষ থেকে নারী কিংবা নারী থেকে পুরুষে রূপান্তরিত হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। শরীফা ও তার সহযোগী সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারি, হরমোনাল ট্রিটমেন্ট না করে থাকলেও 'পাসিং'-এর অন্যান্য শর্ত ভালোভাবে পূরণ করতে পেরেছে।

তৃতীয়ত, 'শিক্ষক সহায়িকা'-এর ২১ নম্বর পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডারের পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। এ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, '...হিজড়া একটি সংস্কৃতির নাম। তারা প্রথাগত সমাজের বাইরে একটি সুনির্দিষ্ট জীবনযাত্রার ধরন গড়ে তোলে। এই সুনির্দিষ্ট জীবনযাত্রার বাইরের মানুষের লিঙ্গপরিচয় যা-ই হোক না কেন, সে হিজড়া সংস্কৃতির অংশ না।' এর পরের অনুচ্ছেদে বুলেট পয়েন্টে বলা হয়েছে, 'গল্প পড়া শেষে শিক্ষার্থীদের একজন/কয়েকজন ট্রান্সজেন্ডার মানুষের ছবি দেখান।...বাংলাদেশের অনেক ট্রান্সজেন্ডার এবং হিজড়া জনগোষ্ঠীর মানুষ সমাজজীবনে এবং পেশাগত জীবনে সাফল্য পেয়েছেন। তাদের সম্পর্কে জানান এবং দেশের বাইরের অন্যান্য লিঙ্গের সফল মানুষের কথাও বলুন।' (শিক্ষক সহায়িকা, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ২০২৪, সপ্তম শ্রেণি, পৃষ্ঠা: ২১)

অর্থাৎ 'শরীফার গল্প' এবং এই 'শিক্ষক সহায়িকা' পড়ে আমার মনে হয়েছে, গল্পটি যতটা না হিজড়াদের বঞ্চনার গল্প, তার চেয়ে বেশি 'জেন্ডার ডিসফোরিয়া' বা ট্রান্সজেন্ডার নরনারীর শরীর ও মনের দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতের সংক্ষিপ্ত ও অপূর্ণাঙ্গ উপাখ্যান। 'হিজড়া' শিরোনামের মোড়কে এ গল্পে আসলে ট্রান্সজেন্ডার-সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে।

অন্যভাবে বলা যায়, এখানে 'হিজড়া সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিকে উপস্থাপন করা হয়েছে, যদিও তাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি হিসেবে। সুতরাং এই গল্পে লেখক একদিকে যেমন শরীফা ও তার সহযোগীকে আইডেন-টিটি ক্রাইসিসে ফেলে তাদের প্রতি অন্যায় করেছেন, তেমনি এখানে হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রধান প্রতিনিধিত্বকারী তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিকে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির সঙ্গে 'আইডেনটিক্যাল' করা হয়েছে; উপেক্ষিত হয়েছে হিজড়া সম্প্রদায়ের অন্য প্রতিনিধিদের। কেননা, 'হিজড়া' যদি একটি সেট হয়, ট্রান্সজেন্ডার সেই সেটের অতি ক্ষুদ্র একটি উপসেটমাত্র।

এর অর্থ এই নয় যে এ গল্পে সমকামিতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। বস্তুত, একজন ব্যক্তির সেক্স আইডেনটিটি ও জেন্ডার এক্সপ্রেশনের সঙ্গে তার সেক্সুয়াল অরিয়েন্টেশনের কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো ব্যক্তিকে সমকামী বলা হবে যদি সে তার রোমান্টিক সম্পর্কের সঙ্গী হিসেবে একই সেক্সের ব্যক্তিকে বেছে নেয়। এ ক্ষেত্রে একজন সিসজেন্ডার ব্যক্তি (যার জন্মগত বায়োলজিক্যাল লিঙ্গ তার জেন্ডার এক্সপ্রেশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ) যেমন সমকামী হতে পারেন, তেমনি সমকামী হতে পারেন একজন ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিও।

শরীফার গল্পে শরীফা ও তার সহযোগীর রোমান্টিক সম্পর্ক নিয়ে কোনো আলোকপাত করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে শরীফার রোমান্টিক সঙ্গী হিসেবে একজন ট্রান্সপুরুষ (যার বায়োলজিক্যাল লিঙ্গ নারী, কিন্তু মানসিকভাবে পুরুষ) অথবা বায়োলজিক্যালি পুরুষ, কিন্তু মানসিকভাবে নারী অথবা সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্টকারী সম্পূর্ণ ট্রান্সপুরুষ অথবা সম্পূর্ণ ট্রান্সনারী অথবা সিসপুরুষ অথবা সিসনারী কল্পনা করা যেতে পারে, অথবা শরীফাকে আজীবন অবিবাহিতও কল্পনা করা যেতে পারে।

উপরোক্ত বিকল্পগুলোর মধ্যে কেবল দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম বিকল্প সত্যি হলেই শরীফা একজন সমকামী হবেন, যেখানে একজন সিসনারীর জন্য প্রথম, চতুর্থ ও ৬ষ্ঠ বিকল্প সত্যি হলে তাকে সমকামী বলা যাবে। অর্থাৎ জেন্ডার পরিবর্তন কিংবা সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট কোনোটির সঙ্গেই সমকামিতার কোনো সম্পর্ক নেই, নেই কোনো বিরোধও। উপরন্তু, জেন্ডার পরিবর্তন না করেও সমকামিতায় লিপ্ত হওয়ার অনেক উদাহরণ আছে।

প্রশ্ন হলো, সমকামিতাকে উৎসাহিত না করলেও সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ট্রান্সজেন্ডার পাঠ কতটা জরুরি? আমি মনে করি, সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ট্রান্সজেন্ডার পাঠ দেওয়া মানে হলো একজন আন্ডারওয়েট ব্যক্তির কাঁধে কয়েক মণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া। খেলা শুরু হওয়ার আগে যেমন মাঠ প্রস্তুত করা প্রয়োজন, তেমনি কোনো শিক্ষার্থীকে একটি বিশেষ বিষয়ের পাঠদানের পূর্বে সেটি গ্রহণের মতো তার পর্যাপ্ত প্রস্তুতি আছে কি না, সেটি মাথায় রাখা প্রয়োজন।

তবে দুই অংশের সঙ্গেই ভিন্ন ভিন্নভাবে একমত হয়ে আমি বলতে চাই, এই গল্প নতুন করে লেখার দাবি রাখে। গোটা লেখাটি পড়লে আশা করি এ দাবির বিষয়টি পাঠকদের কাছে খোলাসা হবে। নতুন কারিকুলামের সপ্তম শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে 'শরীফার গল্প' আমার নজরে পড়ে ২০২৩ সালে নতুন কারিকুলাম যখন পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম শুরু হয়। এই গল্প পড়ে আমার কাছে মনে হয়েছিল, গল্পের মূল চরিত্র শরীফার আইডেনটিটি নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে অস্পষ্টতা রয়েছে। গল্পের অসংগতি তুলে ধরে গল্পটি পরিমার্জনার সুপারিশ করে ২০২৩ সালে ২৩ জানুয়ারি বাংলা ট্রিবিউনে 'সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ট্রান্সজেন্ডার পাঠ কতটা জরুরি?' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম।

লিঙ্গ নির্ধারণে ক্রোমোজম ও জিন সিকোয়েন্স অল্টারেশন, জিন এক্সপ্রেশন অল্টারেশনের ভূমিকা কতটুকু, সেই পাঠ না দিয়ে ঢ এবং ঢ ক্রোমোজমের বিন্যাসের কারণে ইন্টারসেক্স ব্যক্তির জন্ম হয়, এ ধারণা দেওয়া মানে হলো একজন শিক্ষার্থীকে সংখ্যার ধারণা না দিয়ে যোগ, বিয়োগ, ভাগের সমীকরণ শেখানো। শিক্ষা একটি পিরামিডের মতো। এখানে একটি মজবুত ভিত্তির ওপর গাঁথুনি দিয়ে ধীরে ধীরে অধিকতর জটিল ও কঠিন বিষয়ের পাঠ দিতে হয়।

বয়স বিচারে সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষাক্রমের মূল দায়িত্ব হলো তাদের মানবিক মানুষ হিসেবে তৈরি করা। সমাজে তারা যাতে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের মানুষের সঙ্গে বৈষম্যহীন আচরণ করতে শেখে, সেই নির্দেশনা প্রদান করা। সেই বিচারে সমাজের নিগৃহীত শ্রেণি হিসেবে 'হিজড়া' সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যহীন আচরণ ও নিজেদের একজন হিসেবে গ্রহণ করার মান-সিকতা তৈরি করতে হবে। আর এ কাজ করার জন্য শুধু পাঠ্যপুস্তকে পাঠদানের মধ্যে বিষয়টিকে সীমাবদ্ধ না রেখে 'হিজড়া' জনগোষ্ঠীকে মূলধারার সঙ্গে শিক্ষা, চাক-রিসহ সব ক্ষেত্রে যাতে সমান নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

জন্মগত ত্রুটির কারণে কোনো ব্যক্তিকে যাতে তাঁর পরিবার ছাড়তে বাধ্য হতে না হয়, শিক্ষা, চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁদের অধিকার নিশ্চিত করাটাও জরুরি। সেই সঙ্গে জরুরি সব শ্রেণির ব্যক্তিকে একই ক্লাসরুমে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করা। সবচেয়ে বড় কথা, একটি সমাজে কার লিঙ্গপরিচয় কী, কে নিজেকে কী হিসেবে অনুভব করে, সেই হিসাব না কষে সমাজের প্রত্যেক মানুষের প্রতি মানবিক আচরণের শিক্ষা দান করা।

আমার কাছে মনে হয়েছে, 'শরীফার গল্প' যেভাবে লেখা হয়েছে, তাতে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে মূলধারার সমাজে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। তার পরিবর্তে তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিকে হিজড়া সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে তার নিগৃহীত জীবনাচারকে পরোক্ষভাবে সমর্থন দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে 'শিক্ষক সহায়িকা'র পৃষ্ঠা ২০ ও ২১-এর লিঙ্গবৈচিত্র্য বা জেন্ডার বৈচিত্র্য সেকশনে ব্যক্তির লিঙ্গ নির্ধারণে ঢ এবং ঢ ক্রোমোজমের বিন্যাস সম্পর্কে খুবই অস্পষ্ট ও দায়সারাভাবে ধারণা দেওয়া হয়েছে।

ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির জেন্ডার পরিবর্তনে কী কী শারীরিক, মানসিক, আইনগত, আর্থিক ও নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সে বিষয়ে কোনো ধারণা দেওয়া হয়নি। কেননা, সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। এ ক্ষেত্রে আছে কিছু স্বাস্থ্যঝুঁকি, ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি জেন্ডার পরিবর্তনের পর তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য পরবর্তীকালে অনুতাপ করবেন কি না, সেটিও বিবেচনা করা জরুরি।

এ প্রক্রিয়ায় অনুসরণ করতে হয় আইনগত ও নৈতিক প্রক্রিয়া। সপ্তম শ্রেণিতে এ বিষয়ে পাঠদানকারী শিক্ষকের সক্ষমতা কতটুকু আছে, সেটি বিবেচনায় নেওয়া জরুরি। কারণ, এ বিষয় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে হলে বায়োলজি ভালোভাবে জানার সঙ্গে সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান ও দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক; থাকা আবশ্যক এ বিষয়ে বিশেষায়িত জ্ঞান। সুতরাং ছাত্রকে শিক্ষিত করতে হলে শিক্ষককে শিক্ষিত করা বেশি প্রয়োজন।

তাই ট্রান্সজেন্ডারের মতো নাজুক, বিতর্কিত ও জটিল বিষয়ের পাঠদানের জন্য যে প্রস্তুতি দরকার, সেটি আমাদের কতটা আছে সেই উত্তর খোঁজা জরুরি। ট্রান্সজেন্ডার-সংক্রান্ত পাঠ একাদশ বা দ্বাদশ শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি ভেবে দেখা যেতে পারে।

সপ্তম শ্রেণিতে এই গল্প অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য ভালো হলেও মনে রাখতে হবে, একটি সমাজের পরিবর্তন হয় ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। বহু দিনের লালিত ধ্যানধারণা, রীতিনীতি হঠাৎ বদলে দিলে সেখানে সমাজের মানুষ তাকে তাদের ওপর আরোপিত সিদ্ধান্ত বলে মনে করে।

ট্রান্সজেন্ডারের ক্ষেত্রে এমন অনেক বিষয় আছে, যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাও ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেননি। সে ক্ষেত্রে সমাজের বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষ ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারবেন, সেই ধারণা কল্পনাতীত বটে। এমনকি কানাডার মতো উদার ও প্রগতিশীল দেশেও ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি শিক্ষা ও চাকরির মতো কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা ভোগ করলেও সমাজে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা সিসজেন্ডার ব্যক্তির পর্যায়ে এখনো আসেনি।

সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বয়স বিবেচনা করলে দেখা যায়, এ বয়সে শিক্ষার্থীরা কৌতূহলী ও অনুকরণপ্রিয়। তাই তাদের সামনে এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা থেকে বিরত থাকা উচিত, যা তাদের জেন্ডার পরিবর্তনের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে উৎসাহিত করে। কারও ক্ষেত্রে জেন্ডার পরিবর্তন যদি অবশ্যম্ভাবী হয়, সেটি ব্যক্তির অধিকার। তবে মনে রাখতে হবে, পাঠ্যবইয়ের কোনো বিশেষ কনটেন্ট পড়ে কেউ যেন এমন এক্সপেরিমেন্ট করতে আগ্রহী না হয়, যার জন্য তাকে পরবর্তীকালে অনুতাপ করতে হয়।

পরিশেষে বলতে চাই, 'শরীফার গল্প' ব্যক্তির দৈহিক ও মনোজগতের অন্তর্দ্বন্দ্বের গল্প না হয়ে হয়ে উঠুক পরিবার ও সমাজের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত এক ব্যক্তির গল্প। শরীফার গল্প জনমনে বিভ্রান্তি নয়, বরং মানবিক মানুষ তৈরিতে ভূমিকা পালন করুক। একই সঙ্গে যদি ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু পড়াতেই হয়, তবে তা একাদশ বা দ্বাদশ শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। পুরো গল্প পুনরায় লিখে ঢেলে সাজানো হোক।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং পিএইচডি শিক্ষার্থী, ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অন্টারিও, কানাডা





এসএসসি ’৯৪ ব্যাচ কুলাউড়া শাখার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

কুলাউড়া মৌলভীবাজার : ‘আমরা দৃঢ় হতে চাই ঐক্যের বন্ধনে’ এই স্লোগান হৃদয়ে ধারণ করে এসএসসি ‘৯৪ ব্যাচ কুলাউড়া উপজেলা শাখার উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে গত ১ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার। উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় শীতবস্ত্র বিতরণের এই উদ্বোধনীতে প্রথমেই পৌরসভার কয়েকটি ওয়ার্ডের শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। পরে পৌরসভা ও ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত বন্ধুদের কাছে তালিকা অনুযায়ী শীতবস্ত্র হস্তান্তর করা হয়। বন্ধু নুরুল ইসলাম খান বাবলার বাড়িতে সন্ধ্যায় শীতবস্ত্র বিতরণের উদ্বোধনীতে উপস্থিত ছিলেন বন্ধু ফাতেহা ফেরদৌস চৌধুরী পপি, নাসির জামান খান জাকি, কাওসার আহমেদ নিপার, মো. ছাদিকুর রহমান, শাহরিয়ার আফজল মাসুম, সঞ্জয় দেবনাথ, শাহীন আহমেদ, সামছুর রহমান সমছু, তাফহীম আহমদ শিমুল, সামছু খান, সুধাংশু বৈদ্য, আশিকুল হক চৌধুরী, আজিজুর রহমান কাজল, খন্দকার মোস্তাকিম প্রমুখ।

এসএসসি ‘৯৪ ব্যাচের আহবায়ক সঞ্জয় দেবনাথ কুলাউড়া ও কুলাউড়ার বাইরে অবস্থানরত বন্ধুদের আন্তরিক সহযোগিতায় এইরকম একটি মানবিক উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য সবার প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রসঙ্গত, এসএসসি৯৪ ব্যাচ কুলাউড়া উপজেলায় এবার শীতার্ত মানুষের মধ্যে পাঁচ শতাধিক কম্বল বিতরণ করছে। এরকম বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি প্রবাসে অবস্থানকারী বন্ধুরা দেশে এলে তাঁদের সম্মানে আড্ডার আয়োজন করে আসছে অনেকদিন ধরে। যার ফলে বন্ধুদের মাঝে একে অপরের প্রতি যোগাযোগেরও সেতু রচনা করছেন তাঁরা।

নিউইয়র্কে আউটডোর ডাইনিংয়ের প্রস্তুতি, ইঁদুর সামলাবে কে?

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বিশ্বের মেট্রোপলিটন সিটিগুলোতে বাইরে ডাইনিং এক নিয়মিত চর্চা। অপেক্ষাকৃত কম হলেও নিউইয়র্কেও তা রয়েছে। তবে কোভিড-১৯ এর হানার পর যখন বদ্ধঘরে একসঙ্গে অনেকের থাকা নিষিদ্ধ হলো তখন নিউইয়র্কে সড়কে সড়কে বসেছিলো ডাইনিং। এরপর কোভিড গেলে সে ডাইনিং আর খুব একটা ব্যবহার হচ্ছিলো না। তবে নিউইয়র্ক মেয়র মনে করছেন, বাইরে ডাইনিং পেতে হোটেল রেস্টুরেন্টগুলো খদ্দেরকে খাবার পরিবেশন করলে সিটির কিছু বাড়তি আয় হয়। সে কারণে তিনি বলেছেন, নগর জুড়েই খুলে দেওয়া যেতে পারে ডাইনিং। শুক্রবার তার নীতিমালাও চূড়ান্ত করলেন। রেস্টুরেন্ট মালিকদের জন্য দিলেন নির্দেশিকা। আগামী মার্চ থেকেই শুরু হবে আউটডোর ডাইনিং।

সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস, ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টেশন কমিশনার ইডানিস রদ্রিগোয়েজ, চিফ পাবলিক রিলম অফিসার ইয়াও তিয়ান লিউ মিলে চূড়ান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করেন। যার মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কে শুরু হবে স্থায়ী আউটডোর ডাইনিং ব্যবস্থা। কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে ডাইনিং আউট এনওয়াইসি।

ইয়াও তিয়ান লি জানিয়েছেন, হালকা আসবাব দিয়ে তৈরি করতে হবে এসব আউটডোর ডাইনিং। সেগুলো যাতে সহজেই সরিয়ে নেয়া যায় সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। তবে আউটডোর ডাইনিংয়ে যাতে ইঁদুর ঢুকে পড়তে না পারে সে ব্যাপারেও নিতে হবে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা। লি বলেন, রেস্টুরেন্টগুলোকে এখন আবেদন দাখিল করতে হবে। তিনি বলেন, রেস্টুরেন্টগুলো বাইরে যথাযথ স্থানে স্থাপন করতে হবে, আর তার আকার স্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হবে। কোভিড-১৯ যখন নিউইয়র্ককে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলো তখন এই আউটডোর ডাইনিং এক নতুন শিক্ষা দেয়। সে সময় আউটডোর ডাইনিং বসিয়ে ১০০,০০০ নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিলে। নতুন নীতিমালায় ডিজাইনের বাধ্যবাধকতা ও কোথায় বসানো যাবে, কোথায় যাবে না সে ব্যাপারেও স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। বলা হয়েছে, কোনভাবেই কোনো সাবওয়ের প্রবেশপথে বাধা সৃষ্টি করা যাবে না। এছাড়া ফায়ার হাইড্র্যান্ট ও নগরের প্রয়োজনীয় স্থাপনাগুলোকে বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। এছাড়াও সাইডওয়াক আটকে দেওয়া যাবে না। ইঁদুর যাতে ডাইনিংয়ে ঢুকে পড়তে না পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

নিউইয়র্কে ইঁদুর একটি বড় উপদ্রব। যেখানে সেখানে দেখা যায় ইঁদুর। আর এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কোভিডের সময়টিতে যা সর্বোচ্চ হারে বাড়ে। স্যানিটেশন বিভাগের একটি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে ২০২০-২১ সালে দুই বছরে রাস্তায়, পাতাল রেল, এমনকি বাসাবাড়িতে ইঁদুরের সংখ্যা বেড়েছে ৭১ শতাংশ। অপর একটি তথ্য মতে ৮৮ লাখ বাসিন্দার সিটি নিউইয়র্কে ইঁদুর এবং মানুষের সংখ্যা এখন সমান। অথচ ২০১৪ সালে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ২০ লাখ।

সাবওয়েতে আইনভঙ্গ বেড়েছে ৮৮.৭ শতাংশ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের সাবওয়েগুলোতে অপরাধ বেড়েছে ৫০ শতাংশ। ২০২৪ সালের জানুয়ারীতে যতগুলো অপরাধ রেকর্ড করা হয়েছে এক বছর আগে এই মাসে সংঘঠিত অপরাধের চেয়ে তা ৫০ শতাংশ বেশি বলে জানিয়েছে এনওয়াইপিডি। এনওয়াইপিডির নথি থেকে এই তথ্য নিশ্চিত করা গেছে। এদিকে যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেও একই রকম ভয়াবহ ভরিস্থিতির কথা জানা গেছে।

সাবওয়ে রাইডার ডেনিজ থমাস বলেন, ট্রেনে বসে সবসময়ই সতর্ক থাকতে হয়, সারাক্ষণ ঘাড়ের উপর দিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি, সবসময় চোখ-কান খোলা রাখতে হয়। নিজের নিরাপদের দিকটি নিজেকেই দেখতে হয়। তিনি বলেন, পুলিশকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে হোমলেসরা ট্রেনে উঠে পড়তে না পারে। তারা উঠেই যত সমস্যার সৃষ্টি করতে থাকে।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.



বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর



MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com

MLS

যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অব আমেরিকা'র বিজয় দিবস উদযাপন



নিউইয়র্ক: ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অব আমেরিকা ইনক গত ২৫ ডিসেম্বর সোমবার জ্যামাইকার ষ্টার কাবাব রেষ্টুরেন্টে মহান বিজয় দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালন করে। সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ শাহ মোয়াজ্জেমের সভাপতিত্বে এবং মোহাম্মদ সাকির খানের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা হাজী আবু মুসা খান, আয়ুব চৌধুরী হারুন, প্রফেসর নোয়াব মিয়া, মোহাম্মদ রহিজ উদ্দিন, নাদির আহমেদ, শাহীনুর রহমান সানি, আনোয়ার হোসেন তালুকদার (স্বপন), মোঃ তুহিন মিয়া, মোহাম্মদ শাহ-জাহান, মাজহারুল হক শওকত, শফিকুল ইসলাম রানা প্রমুখ। সভার শুরুতেই ১৯৭১ সালে যারা নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন সেই সব বীর শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান। সর্বশেষে সংগঠনের সভাপতি মোঃ শাহ মোয়াজ্জেম ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের উপর বিষদ আলোচনা করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।

নোটারী পাবলিক

ফ্যাক্স সার্ভিস

রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।

রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- আসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিসিনারি ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea NYSSCPA e-file



প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ/ নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও **Vissa**-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&i, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন







মুনা'র এডুকেশন ক্যাম্পে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ

বিশুদ্ধ ঈমান ও কুরআন হাদীসের জ্ঞানার্জনের তাগিদ

ওয়াশিংটনঃ দ্বীনি কাজ সম্প্রসারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান আর কুরআন-হাদিসের জ্ঞানার্জনের দিকে বিশেষ নজর রাখার তাগিদ দিয়েছেন মুনা'র ন্যাশনাল প্রেডিডেন্ট হারুন অর রশীদ। মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) ইষ্ট জোন আয়োজিত ৩ দিনব্যাপি এডুকেশল ক্যাম্পে এ তাগিদ দেন তিনি। জোন সভাপতি মাহমুদুল কাদের তফাদার এর সভাপতিত্বে বৈঠক যৌথভাবে পরিচালনা করেন জোনের সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমেদ ও মেনপাওয়ার এন্ড এডুকেশনাল ডাইরেক্টর ইব্রাহিম খলিল। বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেন, মুনার সাবেক ন্যাশনাল আবু আহমেদ নূরুজ্জামান, ইমাম দেলোয়ার হোসাইন, ন্যাশনাল এ্যাসিস্টেন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আহমেদ আবু উবায়দা, ন্যাশনাল দাওয়াহ ও ফেইথ অ্যাওয়ারনেস ডাইরেক্টর ড. মোহাম্মদ রুহুল আমিন, ন্যাশনাল সোস্যাল সার্ভিস ডাইরেক্টর আব্দুল্লাহ আল আরিফ, ন্যাশনাল জাষ্ট্রিজ এন্ড হিউম্যান ডিগনিটি ডাইরেক্টর মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম শামীম, কেন্দ্রীয় মজলিশ শুরা সদস্য নাকিবুর রহমান তারিক, সাবেক ইষ্ট জোন সভাপতি নাসির উদ্দিন প্রমুখ। "ব্যক্তি, পরিবার ও সাংগঠনিক উন্নয়ন" থিমকে সামনে রেখে গত ১৩-১৫ জানুয়ারী ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় দেলোয়ারর রাজ্যের রামাদাহ হোটেলের বল রুমে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ বলেন, পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও ইসলামের মৌলিক সৌন্দর্য্যকে তুলে ধরা প্রত্যেকটা ঈমানদারের নৈতিক দায়িত্ব। বর্তমান সমাজে দ্বীনি কাজ সম্প্রসারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান আর কুরআন-হাদিসের জ্ঞানার্জনের বিকল্প নেই। সাংগঠনিক অবকাঠানো তুলে ধরে তিনি বলেন, দাওয়াতে দ্বীনের পাশাপাশি সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করা সময়ের দাবী। সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদের সাথে মিশে প্রমাণ করতে হবে আমরা দায়ী ইল্লাল্লাহের কাজ করছি। সমাজের চাহিদা কি তা চিহ্নিত করে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। প্রতিবেশীর সাথে রাখতে হবে সুসর্ম্পক, আর এটাই ইসলামের নৈতিক শিক্ষা।

ইমাম দেলোয়ার হোসাইন ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীদের গুণাবলী তুলে ধরে বলেন, একজন কর্মীর তুলনায় নেতার জবাবদিহিতা অনেক বেশী। তাই দায়িত্বশীলদের আচার-ব্যবহার চলাচল সবই হবে আল্লাহর কুরআন ও রাসুল (সা:)'র নির্ধারিত পন্থায়। কুরআন ও হাদীসকে যথাযথ অনুসরণ করতে পারলেই দুনিয়াতে কল্যাণ ও আখেরাতে মুক্তি সম্ভব।

সভাপতির বক্তব্যে মাহমুদুর রহমান তফাদার বলেন, ইসলামী আন্দোলনের কাজকে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছঁতে হলে নৈতিক চরিত্র ও ঐক্যের শক্তি অর্জন করতে হবে। কোন অবস্থাতে দ্বীনি পরিবেশকে নষ্ট করা যাবেনা। সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোকদের নিকট দরদ মন নিয়ে দাওয়াত দিতে হবে। তিনি সকল শ্রেণীর লোকদের কাছে ইসলামের সুমহান বাণী তুলে ধরার গুরুত্বারোপ করে বলেন "যেখানে মুসলমান সেখানে হালাকাহ্"। আর এটাই দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার অন্যতম মাধ্যম। প্রায় দুই শতাধিক লোকের উপস্থিতি অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন জোন কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আটলান্টিক শিল্পীগোষ্ঠির সদস্য। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট



New Price
বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ ব্রাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ক্রীইপ ব্যাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, প্রিন্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রোস্টী স্যালমন্ড রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন্ড রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন্ডেলেক্স রাইস	$ 9.99
ফ্রোস্টার স্যালমন্ড রাইস	$ 18.99
বাম্বার স্যালমন্ড রাইস	$ 13.99
মুলতানা স্যালমন্ড রাইস	$ 12.99

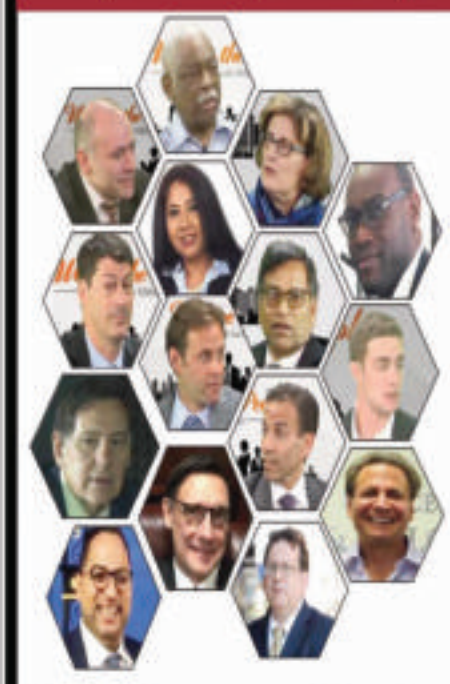
ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি স্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

লোহিত সাগরে হুতি হামলার বৈশ্বিক বিপদ

॥ আরিয়ামান নিজওয়ান ॥

গাজায় ইসরায়েলী হামলা ত্রয়োদশ সপ্তাহে পা দিয়েছে; এর ধ্বংসাত্মক প্রভাবও বিশ্বজুড়ে অনুভূত হচ্ছে। বিশেষত গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে হাজার হাজার ফিলিস্তিনী বেসামরিক মানুষের প্রাণ হারানোর প্রভাব গোটা আরব অঞ্চলেই ছড়িয়ে পড়েছে। অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধও শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটিতে হামলা হচ্ছে। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান শহরে গণবিক্ষোভ হচ্ছে। আরব-ইসরায়েল সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে এবং হুতিরা এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে।

ইয়েমেনভিত্তিক হুতি বিদ্রোহীরা ইসরায়েলগামী এবং বাবেল মান্দেব প্রণালি দিয়ে চলমান জাহাজকে নিশানা করে যে আক্রমণ শুরু করেছে, তারা ব্যাপক সংকটের জন্ম দিয়েছে। গত বছরের নভেম্বরে বিদ্রোহী গোষ্ঠী ইসরায়েলগামী কার্গো জাহাজ 'গ্যালাক্সি লিডার' দখল করে নিয়ে যায়। জাপান পরিচালিত ব্রিটিশ মালিকানাধীন এই জাহাজ পরে ইয়েমেনি বন্দর হোদেইদাহের দিকে নিয়ে এর ক্রুদের জিম্মি করা হয়। এই হামলার পর থেকে কেবল লোহিত সাগরেই হুতিরা ৪০টির বেশি জাহাজকে নিশানা করেছে। আগে মধ্যপ্রাচ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও তিন মাসের গাজা যুদ্ধ এখন অর্থনৈতিক সংযোগ এবং বৈশ্বিক সামুদ্রিক সরবরাহ শৃঙ্খলকে প্রভাবিত করছে। বাবেল মান্দেব প্রণালি দিয়ে বৈশ্বিক কনটেইনারের ৩০ শতাংশ চলাচল করে। এটি বৈশ্বিক নৌ যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, অন্য দুটি হলো মালাক্কা প্রণালি ও পানামা খাল।

হুতি বিদ্রোহীরা যে কৌশল ব্যবহার করছে, তা নতুন নয়। আশির দশকে ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় ট্যাঙ্কার যুদ্ধের কথা আমরা জানি। ওই সময় উভয় রাষ্ট্র হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী শত্রু দেশ ও তার মিত্রদের ট্যাঙ্কারগুলোকে নিশানা করত। বর্তমান হুতি বিদ্রোহীদের ইরান সরকার অর্থায়ন করছে বলে মনে করা হয় এবং বর্তমান কৌশলের লক্ষ্য হলো, চলমান সংঘাত বন্ধে পশ্চিমাদের চাপ সৃষ্টি করা।

বাবেল মান্দেব প্রণালিকে 'বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তেল ধমনী' আখ্যা দেওয়া হয়। এ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাওয়া বাণিজ্যিক জাহাজগুলোয় বাধা দেওয়ার অর্থ হলো, বিশ্বব্যাপী তেল এবং পণ্যের দামে সরাসরি প্রভাব ফেলা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, লোহিত সাগর সংকট শুরুর পর থেকে 'ব্রেন্ট ক্রুড' তথা তেলের আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্ক ৮ শতাংশ বেড়েছে। আশির দশকে ট্যাঙ্কার যুদ্ধের সময় ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেলপ্রতি ৪০ ডলার অতিক্রম করেছিল, যা আজকের ব্যারেলপ্রতি ১৪০ ডলারের সমান। প্রধান শিপিং কোম্পানিগুলো জাহাজকে দক্ষিণ আফ্রিকার পাশ দিয়ে চলার নির্দেশ দিয়েছে। সেটা দীর্ঘ এবং তাই আরও ব্যয়বহুল পথ।

৭ অক্টোবরের হামলার পরই যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েন করেছিল; এখন টহল ও তদারকি বাড়িয়ে দিয়েছে। যুক্তরাজ্য ও বাহরাইনও এই এলাকায় জাহাজ পাঠিয়েছে। কিন্তু শিপিং কোম্পানিগুলো এখনও অনিশ্চয়তার মধ্যে। এভারগ্রিন লাইন কোম্পানি 'পরবর্তী নোটিশ পর্যন্ত' লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচল বন্ধ রেখেছে। লোহিত সাগরে হুতিদের ঘন ঘন আক্রমণের ফলে ইন্স্যুরেন্স ফি বেড়েছে এবং শিপিং কোম্পানিগুলো ভাড়ার হার বাড়িয়ে দিয়েছে। যে কারণে ইউরোপ ও আফ্রিকাগামী ভারতীয় কার্গোর মূল্যও বেড়ে যেতে পারে। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করছেন, এই বৃদ্ধি ২৫ থেকে ৩০ শতাংশে পৌঁছে যেতে পারে।

প্রশ্নটি কেবল অর্থের নয়; নিরাপত্তারও। কয়েক দিন আগে ভারতের ম্যাঙ্গালুরগামী এমভি কেম প্লুটো লোহিত সাগর অতিক্রমকালে হুতি হামলার শিকার হয়েছিল। তখন ওই অঞ্চলে টহলরত যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজের সাহায্য চাইলে তারা এগিয়ে আসে। ২৪ ডিসেম্বর ভারত পরিচালিত আরও দুটি জাহাজ এমভি সাইবাবা ও ব্লামেনেনও ড্রোন হামলার শিকার হয়। এসব ঘটনার পর ভারতীয় নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ড ওই অঞ্চলে নিরাপদ জাহাজ চলাচল নিশ্চিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আইএনএস বিশাখাপত্তমসহ অন্তত পাঁচটি ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী জাহাজ সেখানে টহল দিচ্ছে।

অবশ্য লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে চলাচলকারী ভারতীয় তেল সরবরাহকারী জাহাজে আক্রমণ হয়নি। এর রহস্য হলো রাশিয়ার সম্পৃক্ততা। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ভারতের মোট তেল আমদানির প্রায় ৪০ শতাংশ এসেছে রাশিয়া থেকে। হুতি বিদ্রোহীদের সমর্থনকারী ইরান হলো রাশিয়ার অংশীদার ও মিত্র। ইরান-রাশিয়া সামরিক সরঞ্জাম রপ্তানির মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ হয়েছে, বিশেষ করে ইরানের শহীদ ড্রোন রাশিয়ার অস্ত্রাগার সমৃদ্ধ করেছে।

এই ঘনিষ্ঠতার কারণে হুতিরা রাশিয়ার বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা থেকে বিরত রয়েছে। তবে এই সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অন্য দেশগামী যেমন পশ্চিম ইউরোপের দিকে রওনা হওয়া ভারতের পণ্যবাহী জাহাজ ততটা নিরাপদ নাও হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোকে ইসরায়েলের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসেবে দেখে আরব বিশ্ব। যে কারণে গাজায় চলমান যুদ্ধে এসব দেশও ইসরায়েলের সমর্থক। ভারত-ইরানের মধ্যে ভালো সম্পর্ক থাকায় হুতি আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে দিল্লির অনুরোধ তেহরান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে বলে আশা করা যায়। যা হোক, বাবেল মান্দেব প্রণালি ও লোহিত সাগরে হুতি হামলার মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক বাণিজ্যিক রুটগুলোর সার্বিক নাজুকতাও স্পষ্ট হচ্ছে। আর হামলাগুলো দিন শেষে সামগ্রিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলছে এবং বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার অস্থিতিশীল করে তুলছে।

বহু মেরুর বিশ্বে একাধিক রাষ্ট্র এবং অ-রাষ্ট্রীয় শক্তির উত্থানের মানে হলো, অন্যান্য আরও শক্তি অর্থনৈতিক বাণিজ্য প্রবাহে প্রভাবিত করতে সক্ষম হবে। এমন পরিস্থিতিতে ভারতের মতো দেশগুলো, যাদের বহুপক্ষীয় পররাষ্ট্রনীতি রয়েছে, তাদের উচিত হবে ভারসাম্য রক্ষা করে চলা। তা শুধু নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নয়; বাণিজ্য ও পরিবহন সুরক্ষাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

লেখক: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক; আরটি ডটকম থেকে ঈষৎ সংক্ষেপিত; ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক



ইরানের চারপাশে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫ হাজার সেনা

ঢাকা ডেস্ক, ৪ ফেব্রুয়ারি : কয়েক দশক ধরে মধ্যপ্রাচ্যের ১১ দেশে বেশ কিছু ঘাঁটি পরিচালনা করছে যুক্তরাষ্ট্র। নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বছরের পর বছর ধরে হাজার হাজার সেনা মোতায়েন করেছে।

ইরানের চারপাশের এসব দেশগুলোতে ৪৫ হাজারেরও বেশি সেনা মোতায়েন করে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। মধ্যপ্রাচ্য ছাড়াও বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোতেও মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে। আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে প্রায় ৭৫০টি মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে।

২০২৩ সালের অক্টোবরের সর্বশেষ উপলব্ধ তথ্য অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্যের ১১ দেশে প্রায় ৪৫ হাজার ৪০০ মার্কিন সেনা রয়েছে। ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্সের (ডিওডি) বরাত দিয়ে মার্কিন অনলাইন সংবাদমাধ্যম অক্সিওস এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশগুলোতে মার্কিন স্বার্থ রক্ষা করার পাশাপাশি ইসলামিক স্টেট জঙ্গিদের (আইএসআইএস) বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসব সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।

কুয়েত : কুয়েতে সবচেয়ে বেশি প্রায় ১৩ হাজার ৫০০ সেনা রয়েছে। ১৯৯১ সাল থেকেই হাজার হাজার মার্কিন সেনা কুয়েতে অবস্থান করছে।

বাহরাইন : অক্সিওসের প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২২ সাল পর্যন্ত বাহরাইনে ৯ হাজার সেনা থাকার কথা জানা গেছে।

কাতার : কাতারে কমপক্ষে ৮ হাজার মার্কিন সেনা রয়েছে। কাতারের রাজধানী দোহার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বৃহৎ আল উদেইদ বিমান ঘাঁটিতে মোতায়েন করা হয়েছে। এটি মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ডের আঞ্চলিক সদর দপ্তর হোস্ট করে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত : কয়েক বছর ধরেই সংযুক্ত আরব আমিরাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র। যেখানে ৩ হাজার ৫০০ মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে।

জর্ডান: যদিও মার্কিন সেনাবাহিনীর উপস্থিতি জর্ডানের রাজনীতিতে একটি সংবেদনশীল অভ্যন্তরীণ সমস্যা। তবুও জর্ডান সরকারের অনুরোধে জর্ডানে প্রায় ২ হাজার ৯০০ জন সেনা থাকার কথা জানা গেছে। ডিওডি বলেছে, আইএসআইএসের বিরুদ্ধে জর্ডানের অভিযানকে সমর্থন করতে, নিরাপত্তা বাড়াতে ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রচারের জন্য তাদের সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে। আরও বলেছে, জর্ডানের বিমানঘাঁটি, বিশেষ করে সিরিয়া ও ইরাকে মার্কিন গোয়েন্দা মিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সৌদি আরব: সৌদি আরবে ২ হাজার ৭০০ মার্কিন সেনা রয়েছে। দেশটির সশস্ত্র বাহিনীকে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ দিতে ও সহায়তা করতে এবং এই অঞ্চলে মার্কিন স্বার্থ রক্ষা করতে সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। হোয়াইট হাউজের মতে, সেখানকার সৈন্যরা বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বজায় রাখে এবং সামরিক বিমান পরিচালনায় সহায়তা করে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে এর থেকেও বেশি সেনা মোতায়েন করা হয়েছিল।

ইরাক: ইরাকে ঠিক কতজন সেনা রয়েছে তা প্রকাশ করেনি ডিওডি। তবে এটি ২০২১ সালে বলেছে, কর্মীদের সংখ্যা ২ হাজার ৫০০তে নেমে গেছে। সেনারা সেখানে ইরাকি সশস্ত্র বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয় ও পরামর্শ দেয়। এছাড়াও আইএসআইএসের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহও করে।

তুরস্ক: তুরস্কে যুক্তরাষ্ট্রের ১ হাজার ৮৮৫ সেনা রয়েছে।

সিরিয়া: প্রায় ৯০০ সেনা আইএসআইএসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান পরিচালনা করতে সিরিয়ায় রয়েছে। তাদের মধ্যে প্রায় ১০০ জন ফ্রি সিরিয়ান আর্মিকে (সিরিয়ার সামরিক বাহিনী) সমর্থন করছে।

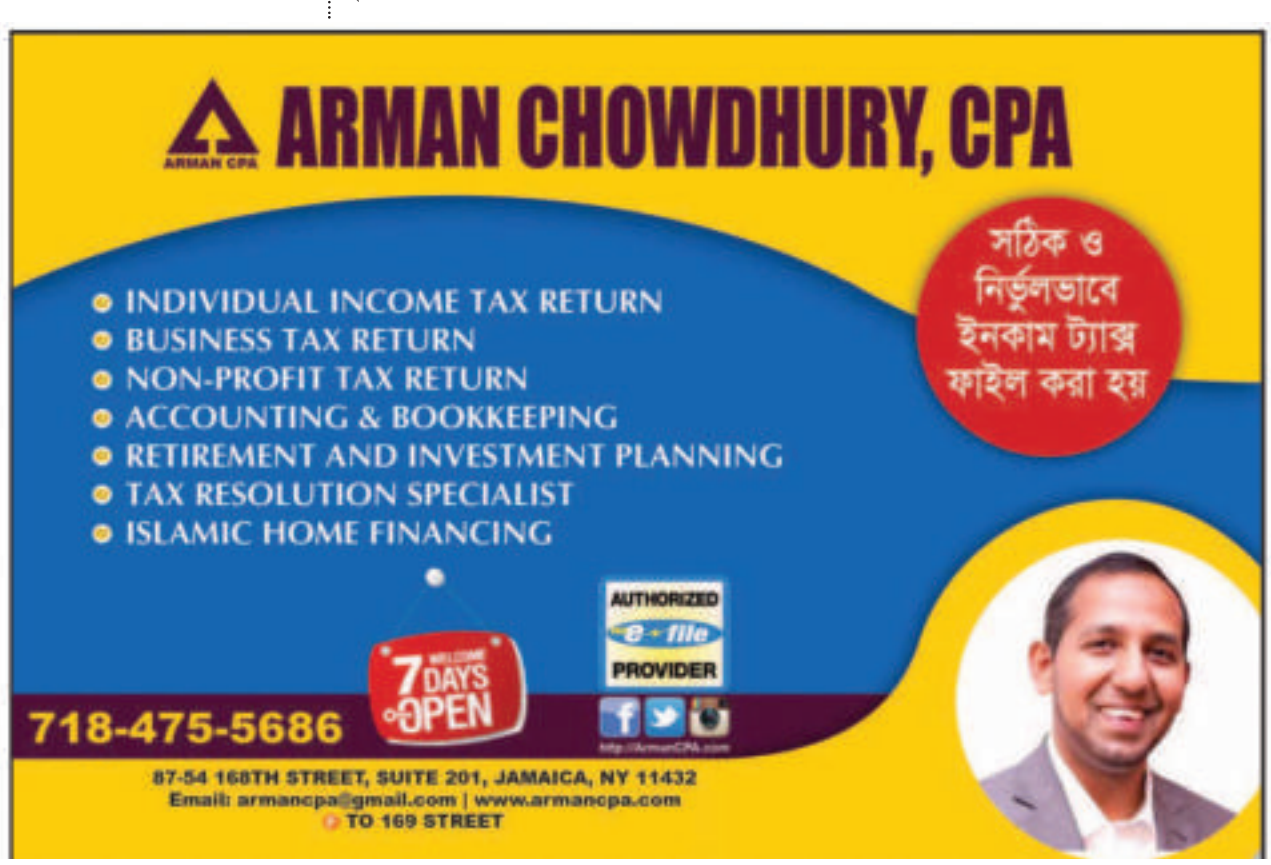
ওমান: ওমানে বিমানবাহিনীর কয়েকশ সেনা মোতায়েন রয়েছে।

ইসরাইল: ইসরাইলেও একটি মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে। যার কোড নাম 'সাইট-৫১২'। এ ঘাঁটিতে একটি রাডার নজরদারি সিস্টেম রয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের হুমকি শনাক্ত এবং ট্র্যাক করতে পারে বলে মনে করা হয়। তবে এখানে ঠিক কত সেনা রয়েছে তা স্পষ্ট নয়।

কোন দেশে ঠিক কতটা ঘাঁটি রয়েছে ডিওডি তার কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি। তবে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বিষয়ক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক শিকাগো কাউন্সিল অন গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স জানিয়েছে, তুরস্ক, কুয়েত এবং সৌদি আরব প্রতিটিতে দেশে কমপক্ষে ১০টি ঘাঁটি রয়েছে। সামরিক ঘাঁটির অনলাইন ওয়েবসাইট মিলিটারিবেস.কম জানিয়েছে, ইরাকে ১২টি মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে।

ইরাক ও সিরিয়ায় ইরানের বিপ্লবী গার্ড সমর্থিত ৮৫টিরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। স্থানীয় সময় শুক্রবার এ হামলা হয়েছে। এএফপির খবরে বলা হয়েছে, হামলায় ১৬ জন নিহত হয়েছেন। গত রোববার (স্থানীয় সময়) সিরিয়ার সীমান্তের কাছে জর্ডানে যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামরিক ঘাঁটিতে ড্রোন হামলার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র এ হামলা চালিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।







জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার এন্ড মসজিদ রক্ষার দাবী

(শেষের পাতার পর)

অন্যায় ও অগঠনতান্ত্রিকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে বলেও জানান। সংবাদ সম্মেলনে মসজিদের মুসল্লী মামুনুর রশীদ উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ'র।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার এন্ড মসজিদের পরিধি বাড়াতে ২০১৯ সালে বর্তমান ভবনের নিকটবর্তী ৪০-৩৫ ৭৩ স্ট্রীট ও ৪০-৩৯ ৭৩ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস ঠিকানায় আরো দুটি বাড়ী ক্রয়ের উদ্যোগ নেয়া হয় এবং ২০২০ সালে বাড়ী দুটি ক্রয়ের জন্য ডাউন পেমেন্ট দেয়া হয়। এজন্য মসজিদ কমিটির সভাপতি আবু এম জাফরউল্লাহর সহযোগিতা নেয়া হয় এবং তার নামেই দলিল করা হয়। কিন্তু বাড়ী দুটি আজো মসজিদের নামে স্বীকৃত পায়নি। বরং মসজিদটি নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র চলছে, বিগত কমিটির ভেঙে নিয়ে অগঠনতন্ত্রিক পন্থায় নতুন কমিটি ও ট্রাষ্টিবোর্ড এমনকি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। বহিষ্কার করা হয়েছে বিগত কমিটির তিন সহ সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সাংগঠনিক সম্পাদককে। আর এসবের মূলে রয়েছেন কমিউনিটির পরিচিত মুখ জ্যাকব মিল্টন ও তার সহযোগি নীরা রব্বানী। জ্যাকব মিল্টন তার ল' ফার্মের মাধ্যমে মামলা-মোকদ্দমা করে নানাভাবে হয়রানী করছেন এবং মসজিদের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছেন বলে সংবাদ সম্মেলনে তারা অভিযোগ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেন, আমাদেকে কমিটি থেকে বহিষ্কার করার বিরুদ্ধে আমরা পাল্টা করলে সে মামলা খারিজ হয়ে গেছে। তবে মসজিদ নিয়ে মামলা চলমান রয়েছে।

ভারতকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ

(শেষের পাতার পর)

কিন্তু বাংলাদেশের রক্ষণে আফিদা-জয়নবরা ছিলেন সতর্ক। প্রথমার্ধ ভারতের মেয়েদের হলে দ্বিতীয়ার্ধ ছিল বাংলাদেশের।

আক্রমণে আধিপত্য দেখিয়ে গোলের আশা জাগাচ্ছিলেন বারবার। মনে হচ্ছিল এই বুঝি গোল পেয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত গোল এলো যোগ করা সময়ে। আফিদা খন্দকারের বাড়ানো লম্বা বল ভারতের অর্ধে পেয়ে বক্সে ঢুকে ঠান্ডা মাথায় বল জালে পাঠান সাগরিকা। ফলে ১-০ গোলে ম্যাচ জয়ের সঙ্গে অনূর্ধ্ব-১৯ সাফের ফাইনালও নিশ্চিত করে ফেলে বাংলাদেশ।

এই হারের পরও ফাইনালে যাওয়ার সুযোগ আছে ভারতের সামনে। পরের ম্যাচে হারাতে হবে নেপালকে। সুযোগ থাকছে নেপালেরও।

শনিবার (৩ ফেব্রুয়ারী) ভুটানকে ১-০ গোলে হারানোয় শেষ রাউন্ডে ফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে থাকছে তারাও। কমলাপুরে প্রথম সুযোগ পেয়েছিল বাংলাদেশই। আফিদার দূরপাল্লার ফ্রি কিক অবশ্য চলে যায় পোস্টের খানিকটা ওপর দিয়ে। একটু পরেই বাংলাদেশের রক্ষণের ভুলে সুযোগ পেয়ে যায় ভারত। কিন্তু ভারতের মিডফিল্ডার পূজা বলের নাগাল পাওয়ার আগেই স্লাইডে ক্লিয়ার করেন গোলরক্ষক স্বপ্না রানী।

দ্বিতীয়ার্ধে খেলায় প্রাণ ফেরায় সাইফুল বারীর শিষ্যরা। সাগরিকা-পূজা দাসরা আক্রমণে মনোযোগী হলে চাপে পড়ে যায় ভারতের মেয়েরা। পর পর তিনটি প্রচেষ্টায় গোল করতে ব্যর্থ হয় বাংলাদেশের আক্রমণভাগ। এরপর মুনকি আক্তারের শট এগিয়ে এসে ফেরান ভারতের গোলরক্ষক আনিকা দেবী। তাতে ম্যাচ ড্রয়ের পথেই এগোচ্ছিল। কিন্তু আগের ম্যাচেই জোড়া গোল করা সাগরিকা এদিন শেষ মুহূর্তে এনে দেন কাঙ্ক্ষিত গোল।

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

(শেষের পাতার পর)

থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত।

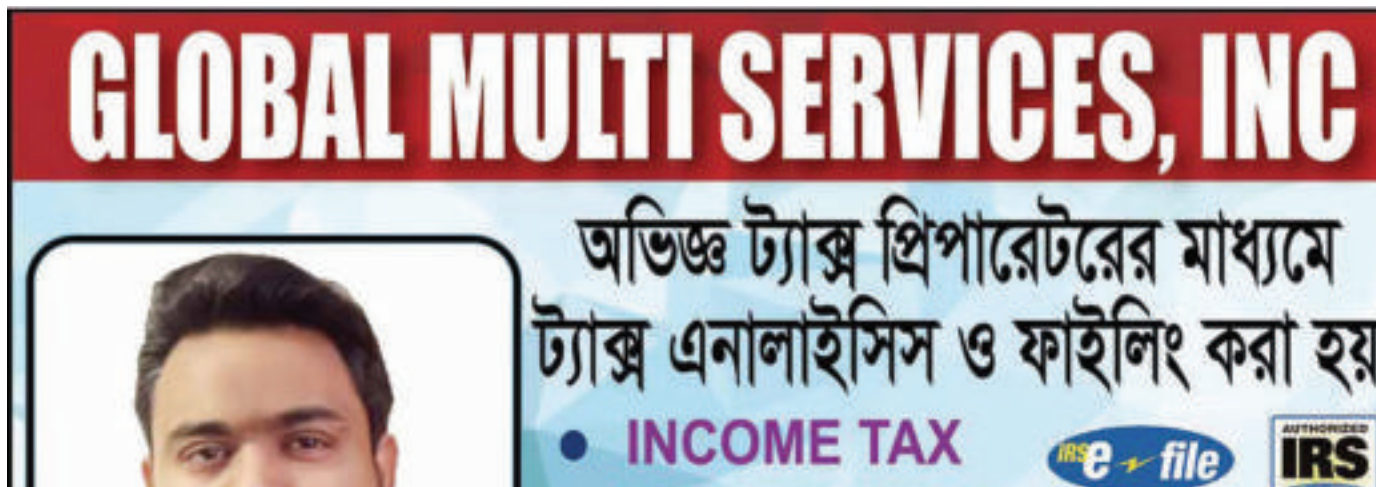
* বীনাপাণি সংঘ, ইউএসএ আয়োজিত শ্রী শ্রী সরস্বতি পূজা ১৮ ফেব্রুয়ারী রোববার উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে।

* বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন ২০ ফেব্রুয়ারী বিকেল ৪টা থেকে রাত ১২টা তিব্বতি কমিউনিটি সেন্টারে (৫৭-১২, ৩২ এভিনিউ, উডসাইড, নিউইয়র্ক)।

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএস'র অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন ২০ ফেব্রুয়ারী বিকেল ৫টা থেকে রাত ১২টা উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে।

* 'সুচিত্রা সেন মেমোরিয়াল ইউএসএ'-এর আয়োজনে নিউইয়র্কে সুচিত্রা সেন আন্তর্জাতিক বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব ২০-২১ এপ্রিল জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারে।





জনপ্রিয়

TiME television
www.timetvusa.com

টাইম টিভিতে চোখ রাখুন

Redmart TV | jadoo tv | BTV | desh IPTV
Everest | NETcable | STAR | BLUE BOX
SKY CABLE | mynetta | YUPPTV | World Cable
Jagobd.com

আমাদের অগণিত দর্শক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী শুভেচ্ছা

যে কোনা লাইভ অনুষ্টান ও বিজ্ঞাপনের
জন্য যোগাযোগ করুন

718-753-0086 /646-291-7408

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভাদাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, বিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

সিলেটে দেবপ্রীতা'র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন

(শেষের পাতার পর)

মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। দেবপ্রীতা দে সিলেটের পরিচিত মুখ দেবাশীষ দে বাসু এবং ভার্শতি দে দম্পতির কনিষ্ঠা কন্যা। পরিবারের তিন বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। খবর ইউএনএ'র।

এদিকে নিহত দেবপ্রীতার মরদেহ পারিবারিক সিদ্ধান্তে দেশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সিলেটে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলে সর্বশেষ খবরে জানা গেছে।

জানা যায়, নিউইয়র্ক সিটির বরো অব ম্যানহাটন কমিউনিটি কলেজের শিক্ষার্থী দেবপ্রীতা পরিবারের সাথে কুইন্সের জ্যাকসন হাইটস এলাকার করোনায় বসবাস করতেন। দুর্ঘটনার সময় তার বাবা-মা দেশে অবস্থান করছিলেন। গত ২৮ জানুয়ারী রোববার বেলা দুইটার দিকে পুলিশ পরিবারের খোঁজ করে দেবপ্রীতার বোনকে মৃত্যু সংবাদটি জানায়। তার দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে আসে।

পুলিশের দেয়া বিবরণে জানা গেছে, সাউদার্ন স্টেট পার্ক হাইওয়ের এক্সজিট ৩৫ এলাকায় ২০১৫ মডেলের ইনফেনিটি (কিউ ৫০) গাড়ির আরোহী ছিলেন দেবপ্রীতা দে। তার বন্ধু জীবন লেইকেন (১৯) এসময় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। এক্সজিট নেয়ার সময় ২০১৫ মডেলের একটি জিপ গাড়ির সাথে ইনফেনিটি গাড়ির ধাক্কা লাগলে গাড়িটি সড়ক থেকে ছিটকে পরে নিকটবর্তী গাছে ধাক্কা লাগে। তবে কখন এই দূর্ঘটনা ঘটে তা জানা জায়নি। তবে ভোর পৌনে ছটার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইনফিনিটি গাড়ির উভয় যাত্রীকে মৃত অবস্থায় পায়। অপর গাড়ির চালককে আহত অবস্থায় নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার কোন কারণ জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত চলছে। দূর্ঘটনার ফলে ঐ মহাসড়কে প্রায় ৫ঘন্টার মতো যান চলাচল বন্ধ ছিলো। দূর্ঘটনা সম্পর্কে কোন তথ্য জানলে তা পুলিশকে জানানোর (ফোন: ৬৩১-৭৫৬-৩৩০০) অনুরোধ জানানো হয়।

অপরদিকে দেশে অবস্থানরত দেবপ্রীতা'র বাবা-মা'কে দেবপ্রীতা'র মৃত্যুর খবর জানানো হয়। পরিবারের সিদ্ধান্তে পুলিশ ও হাসপাতালের আনুষ্ঠানিকতা শেষে নিউইয়র্ক সময় মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারী) রাতে এমিরেটস এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে দেবপ্রীতা'র মরদেহ দেশে প্রেরন করা হয়। কাকা নিউইয়র্ক ও কানাডায় বসবাসরত তার পরিবারের লোকজন মরদেহ নিয়ে দেশে যান। গত ১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সকালে দেবপ্রীতা'র মরদেহ ঢাকা পৌঁছার পর সেদিনই মৃতদেহ সিলেটে নিয়ে যাওয়ার হয় এবং বৃহস্পতিবারেই সিলেট শহরের চালিবন্দরে দেবপ্রীতা দে'র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলে জানা গেছে।

টাইম টিভি-বাংলা পত্রিকা কিরাত প্রতিযোগিতার রেজিস্ট্রেশন শুরু

(শেষের পাতার পর)

রেজিস্ট্রেশন। এজন্য যোগাযোগের জন্য ফোন: ৭১৮-৭৫৩-০০৮৬ অথবা timetvusa@gmail.com ইমেইলেও রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।

সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে, এবারের কিরাত প্রতিযোগিতা আয়োজনে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছেন মওলানা রশিদ আহমদ। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারী শনিবার প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ড অনুষ্ঠিত হবে। এদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত বালক এবং বেলা দেড়টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বালিকাদের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতায় সেকেন্ড গ্রেড থেকে সিক্স গ্রেড পর্যন্ত বালক-বালিকারা অংশ নিতে পারবে। এছাড়াও ১১ ফেব্রুয়ারী রোববার বেলা ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত সেভেন গ্রেড থেকে ১২ গ্রেড পড়ুয়া বালক এবং বেলা দেড়টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সেভেন গ্রেড থেকে ১০ গ্রেড পড়ুয়া বালিকারা অংশ নিতে পারবে।

প্রতিযোগিতায় সেকেন্ড রাউন্ডের প্রথম দিন ১৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত সেকেন্ড গ্রেড থেকে সিক্স গ্রেড পর্যন্ত পড়ুয়া বালক এবং বেলা দেড়টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বালিকাদের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও ১৮ ফেব্রুয়ারী রোববার বেলা ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত সেভেন গ্রেড থেকে ১২ গ্রেড পড়ুয়া বালক এবং বেলা দেড়টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সেভেন গ্রেড থেকে ১০ গ্রেড পড়ুয়া বালিকারা অংশ নিতে পারবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী বালিকাদের অবশ্যই হিজাব পড়ে আসতে হবে। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা আসন্ন রমজান মাসে অনুষ্ঠিত হবে এবং পরবর্তীতে দিন-তারিখ জানানো হবে।



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class), Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law, NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

মিরাজুন নবী (সঃ) এর তাৎপর্য

(শেষের পাতার পর)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য প্রাকৃতিক-অপ্রাকৃতিক, সম্ভব-অসম্ভব বলতে কোন কিছুই নেই, কারণ প্রাকৃতিক-অপ্রাকৃতিক, সম্ভব-অসম্ভব সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের ওপর শক্তিশালী। তাছাড়া আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসুল (সাঃ) এর দ্বারা এ ধরনের বহু অপ্রাকৃতিক ঘটনা ঘটিয়েছেন। চন্দ্র দ্বি-খন্ডসহ অনেক মু'জেজাই তাঁর দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো নবুয়তী জিন্দিগীর একটা বৈশিষ্ট্য। প্রথম মহামানব হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে শেষ নবী মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত প্রায় সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবনেই এ রকম ঘটনা রয়েছে। সুতরাং এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি করা একান্তই বোকামী ও বেহুদা একটা কাজ। বর্তমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার যুগে এ তর্ক অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে তর্ক-বিতর্কের ধুম্রজালে ইসলামের কোন ক্ষতি না হলেও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে মুসলমান। আমরা যারা রাসুলের মিরাজকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি, তারা মিরাজের সঠিক শিক্ষা থেকে অনেক দুরে অবস্থান করছি। আমাদের বিশ্বাসীদের অনেকেই সুললিত কণ্ঠে ঘন্টার পর ঘন্টা মিরাজের ঘটনা অনেকটা ট্রেডিশনাল মুখরোচক কিস্সা বা কল্প-কাহিনীর মতোই বর্ণনা করে থাকি। এতে লোকজন সাময়িক পুলকিত হয় বটে। কিন্তু এর প্রকৃত শিক্ষা বর্ণনা করা হয় না বিধায় এটি একটি ট্রেডিশনাল কিস্সা-কাহিনীর মর্যাদা পেতে বসেছে। মিরাজ আল-কুরআনের কোন সুরায় বর্ণিত হয়েছে? আর কেনই বা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মিরাজের একটি মাত্র আয়াত সুরা বণী ইসরাঈলের প্রথম ছত্রেই সন্নিবেশিত করলেন? এ সুরার অন্যান্য আয়াতের সাথে এর কি কোনই সম্পর্ক নেই? এত গুলোর প্রশ্নের উত্তর আমাদের সাধারণ মুসলমান থেকে শুরু করে আল কুরআনের ধারক-বাহক বলে মানুষ যাদেরকে মনে করেন, তাদের মুখেও তেমন একটা শোনা যায় না। ফলে মিরাজের সঠিক শিক্ষা থেকে আমরা যুগ যুগ ধরে বঞ্চিতই হয়ে এসেছি।

মিরাজ অর্থ উর্ধে গমন। মিরাজের আর এক নাম 'ইসরা' অর্থাৎ রাতে ভ্রমণ করা। যেহেতু রাসুলের (সঃ) এ ভ্রমণ উর্ধমুখী হয়েছিল এবং তা রাতেই হয়েছিল, তাই দুটি নামই যুক্তিযুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: "পবিত্র তিনি যিনি নিয়ে গেছেন এক রাতে নিজের বান্দাকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্সা পর্যন্ত, যার পরিবেশকে তিনি বরকতময় করেছেন, যাতে তাকে কিছু নিদর্শন দেখান। আসলে তিনিই সব কিছুর শ্রোতা ও দ্রষ্টা।"(বণী ইসরাঈলঃ১) আল কুরআনের এ একটিমাত্র আয়াতে মিরাজের বর্ণনা রয়েছে। বিস্তারিত ঘটনা স্বয়ং রাসুল সঃ জবানীতে বর্ণিত হয়েছে, যা বিভিন্ন সহিহ হাদীস গ্রন্থাবলীতে সন্নিবেশিত আছে।

মিরাজের তাৎপর্য: যেহেতু পৃথিবীর দীর্ঘকাল ব্যাপী চলে আসা বণী ইসরাঈল জাতির নেতৃত্বকে খতম করে রাসুল সঃ এর হাতে নেতৃত্বের ভার তুলে দেয়া হবে এবং যেহেতু সেটি কোন ছোট-খাট ব্যপার ছিল না। সেহেতু নেতৃত্বদানকারী সে ব্যক্তিটিকে তাঁর মালিক, যিনি তাঁরই প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করবেন, তাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হবে না এবং তাকে নেতৃত্বের কিছু টিপস্ বা পলিসি বলে দেয়া হবে না তা কি করে হয়। তাই সাইয়েদুল কাউনাইন, রাহমাতুল লিল আলামীনকে মহান প্রভুর দরবারে ডেকে পাঠান। এ বিরাট কাজের আঞ্জাম দেয়ার জন্য তাঁর দরকার বিরাট মানের ঈমান ও সুদৃঢ় বিশ্বাস। তাই আখিরাতের বিরাট জীবন তাঁকে প্রত্যক্ষ করানো হয়। সেখান থেকে নিয়ে আসেন বিশ্ব পরিচালনার এক বিশেষ ধরনের শিক্ষা। মনে রাখা প্রয়োজন, বনী ইসরাঈলদের পরিচালনার জন্য তাঁদেরই এক প্রসিদ্ধ নবী হযরত মুসা (আ:) কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তুর পাহাড়ের পাদদেশে ডেকে নিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনিও নিয়ে এসেছিলেন নেতৃত্বের বিশেষ শিক্ষা। মিরাজের পর মক্কার কাফেররা মুহাম্মদ (সঃ) এর সাথে যে ধরনের আচরণ করেছিল, সেদিন মুসা আঃ এর সাথে তাঁর জাতির লোকেরা ঠিক একই আচরণ করেছিল। ফলে তাদেরকে আজ নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে উম্মতে মুহাম্মদীর হাতে তা অর্পন করা হলো।

সুরায়ে বণী ইসরাঈলের প্রথম আয়াত পর্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে পড়ুন এবং ভালভাবে বুঝার চেষ্টা করুন। তাহলে মিরাজের প্রকৃত তাৎপর্য দিবালোকের মতো আপনার চিন্তা-চেতনায় ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে ইনশা'আল্লাহ। সুরা বনী ইসরাঈল বা সুরাতুল ইসরার প্রথম একটিমাত্র আয়াতে মেরাজের ঘটনা বর্ণনা করার পর ইহুদীদের দুস্কৃতি বর্ণিত হয়েছে। মক্কার কুরাইশদের এ হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, তাওহীদের কথা এমন একজন ব্যক্তি বলেছেন যিনি এই মাত্র আল্লাহর বিরাট মহামান্বিত নিদর্শনসমূহ দেখে এসেছেন। এরপর বণী ইসরাঈলের ইতিহাস থেকে এ মর্মে শিক্ষা দেয়া হয় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব লাভকারীরা যখন আল্লাহর মোকাবিলায় ময়দানে নেমে পড়ে তখন দেখো তাদের কেমন ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হয়। এখন আল্লাহ তা'আলা এ অভিশপ্ত জাতিকে পৃথিবীর নেতৃত্বের আসন থেকে সরিয়ে তোমাদেরকে সে আসনে বসাতে চান। তোমরাও যদি বণী ইসরাঈলের মতই আচরণ করতে থাকো তবে ইসলামী নেতৃত্বের প্রভাত সুর্যের ক্ষীণ যে আলোটুকু পূর্বাকাশে দেখা দিচ্ছে, তা আবার ফিরিয়ে নিয়ে আবার অন্ধকার জগতে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। সুতরাং বাঁচতে হলে বিশ্বমানবতার নেতৃত্ব দেয়ার গুণাবলী অর্জন করো। এ সমস্ত গুণাবলী বা মুলনীতি মিরাজের ঘটনার পর এ সুরারই ২৩ থেকে ৩৭ নং আয়াতসমুহে বর্ণিত হয়েছে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:-

১)"তোমরা কারোর ইবাদাত করো না, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো।"

২) "পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করো। যদি তোমাদের কাছে তাদের কোন একজন বা উভয় বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদেরকে 'উহ' পর্যন্তও বলো না এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিয়ো না বরং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলো। আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাকো এবং দোওয়া করতে থাকো এই বলেঃ হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়া, মায়া, মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। তোমাদের রব ভালোই জানেন তোমাদের মনে কি আছে। যদি তোমরা সৎকর্মশীল হয়ে জীবন যাপণ করো, তাহলে তিনি এমন লোকদের প্রতি ক্ষমাশীল যারা নিজের ভুলের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে বন্দেগীর নীতি অবলম্বন করার দিকে ফিরে আসে।"

৩)"আত্মীয়কে তার অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও তাদের অধিকার দাও।"

৪)"বাজে খরচ করো না। যারা বাজে খরচ করে তারা শয়তানের ভাই আর শয়তান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।"

৫)"যদি তাদের থেকে (অর্থাৎ অভাবী আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফির) তোমাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় এ জন্য যে, এখনো তুমি আল্লাহর প্রত্যাশিত রহমতের সন্ধান করে ফিরছো, তাহলে তাদেরকে নরম জবাব দাও।'

৬)"নিজের হাত গলায় বেঁধে রেখো না এবং তাকে একেবারে খোলাও ছেড়ে দিয়ো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও অক্ষম হয়ে যাবে।"

৭) "দারিদ্রের আশংকায় নিজেদের সন্তান হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও রিযিক দেবো এবং তোমাদেরকেও। আসলে তাদেরকে হত্যা করা একটি মহাপাপ।"

৮) "যিনার কাছেও যেয়ো না, এটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এবং খুবই জঘন্য পথ।"

৯)"আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন, সত্য ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না। আর যে ব্যক্তি মজলুম অবস্থায় নিহত হয়েছে তার অভিভাবককে আমি কিসাস দাবী করার অধিকার দান করেছি। কাজেই হত্যার ব্যাপারে তার সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়, তাকে সাহায্য করা হবে।"

১০)" এতিমের সম্পত্তির ধারে কাছে যেয়ো না, তবে হাঁ সদুপায়ে, যে পর্যন্ত না সে বয়োপ্রাপ্ত হয়ে যায়।"

১১)"প্রতিশ্রুতি পালন করো, অবশ্যই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।"

১২)"মেপে দেয়ার সময় পরিমাপ পাত্র ভরে দাও এবং ওজন করে দেবার সময় সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো। এটিই ভালো পদ্ধতি এবং পরিণামের দিক দিয়েও এটিই উত্তম।"

১৩) "এমন জিনিসের পিছনে লেগে যেয়োনা যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই। নিশ্চিতভাবেই চোখ, কান ও দিল সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

১৪) "যমীনে দম্ভভরে চলো না। তুমি না যমীনকে চিরে ফেলতে পারবে, না পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছে যেতে পারবে।" (বণী ইসরাঈল ঃ ২৩-৩৭)

এ চৌদ্দটি মুলনীতি মুলত ইসলামী রাষ্ট্রের মেনিফেষ্টো। এ মূলনীতি গুলোর ওপর ভিত্তি করে ইসলামী রাষ্ট্রের কাঠামো গড়ে তোলার জন্য মেরাজের রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাহকে দান করেছেন। তাছাড়া রাসুল সঃ যাতে নৈতিকতা সম্পন্ন একদল যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারেন সে জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও ফরয করে দিলেন। এ মুলনীতিগুলো গ্রহণ করে আল্লাহর জমীনে আল্লাহরই দেয়া জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মিরাজের সঠিক শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

নিউইয়র্কে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ

(শেষের পাতার পর)

মাতৃভাষা দিবস। প্রতিবছরের মতো এবছরও দিবসটি পালনে নিউইয়র্কে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য বিভিন্ন সরকারী অফিস, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে চলছে নানা প্রস্তুতি। বিশেষ করে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক সহ সাস্কৃতিক সংগঠনগুলো বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। খবর ইউএনএ'র।

অমর একুশে, মহান শহীদ দিবস তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষ্যে জাতিসংঘের বাংলাদেশ মিশন, ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট ছাড়াও বাংলাদেশ সোসাইটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ, বিভক্ত জালালাবাদ এসেসিয়েশন অব আমেরিকা'র দুই গ্রুপ, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা), বাংলাদেশ একাডেমী অব ফাইন আর্টস (বাফা) প্রভৃতি সংগঠন একুশ পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

জানা গেছে, বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান হবে ২০ ফেব্রুয়ারী বিকেল ৪টা থেকে রাত ১২টা তিব্বতি কমিউনিটি সেন্টারে (৫৭-১২, ৩২ এভিনিউ, উডসাইড, নিউইয়র্ক)।

অপরদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএস'র অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান হবে ২০ ফেব্রুয়ারী বিকেল ৫টা থেকে রাত ১২টা উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে থাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty
of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Looking for intake or scribing Positions for Starling Diagnostics In the Bronx.

- Foreign Medical Graduate Preferred
- Typing speed 50+ preferred
- Experience 1 to 3 years Preferred
- Bangla and English Language

Please email your resume to
mohammod.ali@starlingdiagnostics.com
Daytime phone (267)342-1481.

starling diagnostics

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত

কাজী ইমাম মাওলানা আব্দুল মুকিত

পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়। পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!

I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT

Authorized IRS e-file Provider

IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১	প্যাকেজ-২	প্যাকেজ-৩	প্যাকেজ-৪
গ্রেইন পোলাও চিকেন রোস্ট মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট **$ 7.00**	গ্রেইন পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট **$ 8.00**	গ্রেইন পোলাও চিকেন রোস্ট গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট **$10.00**	মটর পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট **$11.00**

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

বেবি সিটার আবশ্যক

Columbia medical Hospital এর ডাক্তার আফসানা রহমানের ৯ মাসের মেয়েকে দেখাশুনার জন্য বৃহস্পতি ও শুক্রবারের একজন বেবি সিটার দরকার বাসার দুই বকের ভিতর Train আছে ।

Address:709 W 169th Street.1st floor.Manhattan, New York.

যোগাযোগ :-(347) 944-2284, 347 475 7554

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।

যোগাযোগঃ উদ্দিন

929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School



Mohammed M. Alam
M.Com (Management), LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হি-লসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

রুম ভাড়া

২৩-৩০ ৪২ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া নিরিবিলি পরিবেশে রুম ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৮৬১-৯০৩৫।

পাত্র চাই

বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত এক হিন্দু পরিবারের অবিবাহিত ৫০ উর্ধ্ব সুন্দরী পাত্রীর জন্য আমেরিকার গ্রীনকার্ড অথবা সিটিজেন হিন্দু পাত্র চাই (আর্জেন্ট)। পাত্র বিপত্নিক অথবা ডিভোরসি হলেও চলবে।
যোগাযোগঃ**৯১৭-৯৮১-৮৫৩৯**

বাড়ি বিক্রয়

আটলান্টিক সিটির বিচ বকে এয়ার বিএনবি লাইসেন্সসহ (শর্টটার্ম রেন্টাল) ৭ বেডরুমের মাল্টি ফ্যামিলি তিনতলা ইটের তৈরি বাড়ি বিক্রয় হবে। মূল্য ৳ ৩৯৯০০০ ।
যোগাযোগ ৬৪৬ ৭৩২ ৯১৫০

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: মোহাম্মদ তুহিন
☎ ৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.

পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

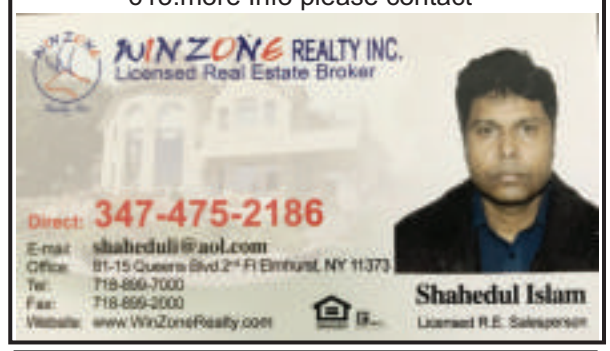
ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।
যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০
Email: gomaruf@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



ফ্লোরিডায় গবাদী পশু খামার বিক্রি হবে

ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে একটি গবাদী পশু খামার/ফার্ম/ল্যান্ড গবাদী পশু সহ বিক্রি করা হবে। জমির পরিমান ৪৩+ একর। জমিটি হাই এন্ড ড্রাই প্লাসটুরেস। কোন ওয়েটল্যান্ড নেই। জমিতে বিদ্যুৎ. পানি, দুটি লেক, চারটি বাম আছে। কোরবানীর সব ইকুইপমেন্ট সহ কোরবানী করার সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান। এছাড়াও একটি ট্রাক্টর এবং থাকার জন্য একটি ট্রেইলার বাড়ী আছে। মূল্য: ২২,৯৯৯ ডলার প্রতি একর। যোগাযোগ: আব্দুল বাতেন।
টেক্সট # ৪০৭-৭১৯-২৫১৯
Email: chevron803@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

JAMAICA GARAGE FOR RENT

INDOOR GARAGE WITH REMOTE KEY FOR RENT. 175 STREET & HILLSIDE AVENUE. LEAVE MESSAGE: 917-533-3928

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444







জেএফকে বিমান বন্দরে জিহানের মূর্যাল উদ্বোধন

(শেষের পাতার পর)

ব্যস্ত নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আকর্ষণীয় একটি মুর‍্যাল একেঁছেন জিহান। বিমান বন্দরটির ফোর্থ টার্মিনালে আঁকা জিহানের মূর‍্যালটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ছিলো গত ২৬ জানুয়ারী শুক্রবার সকালে। টার্মিনালের অফিস ভবনের চারতলার মিলনায়তনে ফিতা কেটে মুর‍্যালটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেএফকে এয়ারপোর্ট এবং নিউইয়র্ক-নিউজার্সী পোর্ট অথরিটির শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ। শিল্পী জিহান ওয়াজেদ, তার পিতা সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ খান ও মা পারভীন আকতার অন্যান্য অতিথিদের সাথে এসময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিমান বন্দরের সিনিয়র ম্যানেজার কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স-জুলিয়া মরিসের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন জেএফকে আইএটি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রোয়েল হাইনিক, জেএফকে এয়ারপোর্টের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জন এরানসিও, আউটরিচ এন্ড রিডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার র‍্যাচেল অ্যান্টেনিও, ক্র্যাডল মিউজিয়ামের প্রেসিডেন্ট এন্ড্রো পারটন, ফোর্থ টার্মিনালের ফটোগ্রাফার শোভম সিং, জেএফকে এয়ারপোর্টের এ্যাসিসট্যান্ট প্রজেক্ট ম্যানেজার এডিলসন নুরেনা, জেএফকে আইএটি এয়ারসাইড ম্যানেজার ম্যারি ডিক্সন ও ব্রক্সস জো'র প্রধান সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। ফিতা কাটার পূর্বে কর্মকর্তাগণ ও জিহান ওয়াজেদ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দিত করা হয় তাকে। কর্মকর্তাগণ জিহানের শিল্পকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারা বলেন, জিহানের আঁকা মূর‍্যাল জেএফকে বিমানবন্দরের চতুর্থ টার্মিনালের সৌন্দর্য্য বহুগুনে বৃদ্ধি করেছে। বক্তাগণ বলেন, চতুর্থ টার্মিনালের আর্টকালচার কার্যক্রমের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে জিহানের চিত্রকর্মটি। এই মুর‍্যাল প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রীর দৃষ্টি কাড়ছে বলে মন্তব্য করেন তারা। বক্তাগণ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ৬ষ্ঠ ব্যস্ততম এই বিমানবন্দরটি ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তী ৩৫তম প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির নামে নামকরণ করা হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স কাউন্টিতে অবস্থিত বিমান বন্দরটিতে জিহানের আঁকা মূর‍্যালে স্থান পেয়েছে স্থানীয় ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো। যাত্রীদের মানসিক সন্তুষ্টির জন্য জেএফকে কর্তৃপক্ষ এধরণের আরো শিল্পকর্মের সংযোজন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন কর্মকর্তাগণ। অনুষ্ঠানে জিহান ওয়াজেদ তার বক্তব্যে জেএফকে এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান তাকে গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ স্থাপনায় মূর‍্যাল আঁকার সুযোগ করে দেয়ার জন্য।

প্রথম পর্বের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ফোর্থ টার্মিনালের বিভিন্ন শিল্পকর্ম পরিদর্শন করেন অতিথিগণ। ফোর্থ টার্মিনালের অভ্যন্তরে ডেলটা এয়ারলাইন্স এরিয়ায় জিহান ওয়াজেদে'র মুর‍্যালটি স্থাপিত হয়েছে। মুর‍্যালের পাশে জিহানের ছবি ও সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত শোভা পাচ্ছে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের কোনো আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত কোনো শিল্পীর আঁকা এটিই প্রথম শিল্পকর্ম। জিহানের শিল্প কর্মের মধ্যে নিউইয়র্ক সিটি হেলথ এন্ড হসপিটাল বিভাগের কুইন্স হাসপাতালে বারো'শ পঞ্চাশ বর্গফুটের বিশালকায় 'রুটস অফ মেডিসিন' মুর‍্যাল, নিউইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়ার ইস্ট রিভার তীরে 'এ সিটি ইন মোশন' নামে একটি মুর‍্যাল এঁকেছেন জিহান। হল্টারস পয়েন্ট মেগা ডেভেলপমেন্টে ৭৫০ ফুটের এই মুর‍্যালটির স্থিরচিত্র সচল হয়ে উঠে মোবাইল অ্যাপসে। আকর্ষনীয় ভিন্নমাত্রিক আঙ্গিকে আঁকা দৃষ্টিনন্দন মুর‍্যালটি ব্যাপকভাবে আলোচনায় এসেছে। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত টিভি চ্যানেল সিবিএস মূর‍্যালটি নিয়ে জিহান ওয়াজেদের একটি সাক্ষাতকার প্রচার করেছে। এছাড়া ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ভবন, নিউইয়র্ক ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস কমপ্লেক্স, বিলি জিন কিং ন্যাশনাল টেনিস সেন্টার, এস্টোরিয়ায় ১৭৭ ফিট দীর্ঘ মুর‍্যাল 'ওয়েলকাম এস্টোরিয়া' মুর‍্যাল এবং সিটিতে বাংলাদেশিদের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় 'বাংলাদেশ মুর‍্যাল' অন্যতম।

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে

(শেষের পাতার পর)

সাহায্য করে। আমাদের স্নায়বিক কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করে। শরীরে ক্যালসিয়াম কমে যাওয়ার পেছনে অসংখ্য কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্যারাথাইরয়েড হরমোন ও ভিটামিন ডির ঘাটতি এবং কিডনি অকেজো হওয়া। এ ছাড়া বেশ কিছু ওষুধ, ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি এবং কিছু জন্মগত ত্রুটি ক্যালসিয়াম কমাতে পারে। থাইরয়েড গ্রন্থির অপারেশনের পর অনেকের স্বল্প সময়ের জন্য ক্যালসিয়াম কমে যেতে পারে।

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি যাতে না হয়, সে জন্য খাবারে ক্যালসিয়ামের জোগান থাকা প্রয়োজন। ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাদ্যের উৎস হচ্ছে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাবার, সবুজ শাকসবজি, কাজুবাদাম, ফল, চিয়া সিড, কাঁটাযুক্ত ছোট মাছ। এ ছাড়া ক্যালসিয়াম যোগ করে কিছু খাদ্যকে সমৃদ্ধ করা হয়। যেমন কোনো কোনো দেশে ময়দা ও পানীয়তে ক্যালসিয়াম যোগ করা হয়। তবে শরীরে ক্যালসিয়াম শোষণের জন্য প্রয়োজন পড়ে যথেষ্ট প্যারাথাইরয়েড হরমোন ও ভিটামিন ডির। এ জন্য কোনো কারণে রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমে গেলে তার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে।

মুকুটটি মাথায় পাওয়ার পর দায়িত্ব আরো বেড়ে গেছে : নীলা

(শেষের পাতার পর)

গত ২৮ জানুয়ারী মুন্সীগঞ্জের মানা বে ওয়াটার পার্কে বসেছিল সংবাদ সম্মেলনে নীলার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রথম রানার-আপ আকলিমা আতিকা কণিকা ও দ্বিতীয় রানার-আপ শাকিরা তামান্নাসহ সেরা আট প্রতিযোগী। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আয়োজক প্রতিষ্ঠান এরিস্টোক্রাট ইভেন্টসের পরিচালক রাকিবুল হাসান, সানজিদা হক আরেফিন লুনা এবং মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ লাইসেন্সধারী মেহেদী হাসান।

আয়োজকদের সঙ্গে বিজয়ীরা

এ সময় অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে মুকুটজয়ী নীলা বলেন, 'অনেক দিন ধরেই এ দিনটির অপেক্ষায় ছিলাম। পথচলার সবে শুরু, অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে। সবার দোয়া ও ভালোবাসা চাই। মুকুটটি মাথায় পাওয়ার পর মনে হয়েছে এবার দায়িত্বটা আরো অনেক বেশি বেড়ে গেছে। এটা শুধু স্বপ্ন নয় অনেক বড় দায়িত্ব। অনেক কিছু মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে চাই।'

দুই পাশে দুই রানার-আপ, মাঝে নীলা

তিনি আরো বলেন, 'এবারের 'মিস ওয়ার্ল্ড-২০২৩' প্রতিযোগিতার মূল প্রতিপাদ্য হলো 'বিউটি উইথ পারপাস'। আমি যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে চাই তা হলো ভিক্ষাবৃত্তির প্রতিকার। আন্তর্জাতিক মঞ্চে আমি এ বিষয়টিই উপস্থাপন করতে চাই। মূলত এর সমাধান টানতে যা কিছু করা প্রয়োজন তা করার চেষ্টা করব। আমি আশা করছি বাংলাদেশের মানুষ আমার সঙ্গে থাকবে।'

জানা যায়, মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন শাম্মি ইসলাম নীলার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা ঢাকায়। দুই ভাই-বোনের মধ্যে ২৩ বছর বয়সী নীলা বড়। রাজধানীর নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএতে পড়াশোনা করছেন তিনি। নীলার ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছা ছিল 'মিস ওয়ার্ল্ড' প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার। তিন বছর ধরে মডেলিং করছেন তিনি। ফ্যাশন আর বিউটি নিয়ে কয়েকটি বাংলাদেশি ব্র্যান্ডের সঙ্গে ইনফ্লুয়েন্সার হয়ে নিয়মিত কাজ করছেন তিনি।



এই প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত আসর। সেখানে ২০ প্রতিযোগীর মধ্যে এবারের 'মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ-২০২৩'-এর মুকুট উঠেছে ফ্যাশন ইনফ্লুয়েন্সার, মডেল ও টিকটকার শাম্মি ইসলাম নীলার মাথায়। মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ জয়ীদের পরিচয় করিয়ে দিতে রোববার (৪ ফেব্রুয়ারী) দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

প্রসঙ্গত, বিজয়ী নীলা বাংলাদেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন মিস ওয়ার্ল্ডের ৭১তম আসরে। এবারের মূল আয়োজনটি হবে ভারতে। এই আসরে যোগ দিতে আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারী দিল্লি যাবেন নীলাসহ বিভিন্ন দেশের বিজয়ী সুন্দরীরা। আগামী ৯ মার্চ ভারতে অনুষ্ঠিত হবে 'মিস ওয়ার্ল্ড-২০২৩' প্রতিযোগিতা। (দৈনিক কালের কণ্ঠ)

পাশ হলো ৭৮ বিলিয়ন

(শেষের পাতার পর)

এসংক্রান্ত ঘোষণা দিয়েছে আইআরএস গত ১০ জানুয়ারী। সেখানে ২০২৩ সালের ট্যাক্স ফাইল করা সংক্রান্ত সকল নিয়ম কানুন বলা হয়েছে। সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ট্যাক্স সেশনে আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত ১২৮ দশমিক ৭ মিলিয়ন ট্যাক্স ফাইলিং হবে বলে আশা করছে আইআরএস।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভায় বুধবার (৩১ জানুয়ারী) পাশ হয়েছে উভয় দলীয় ট্যাক্স বিল। ৭৮ বিলিয়ন ডলারের এই ট্যাক্স প্যাকেজ বৃহৎ ব্যবধানেই পাশ হয়ে যায়। উভয় দলের প্রতিনিধিরা ভোট দিয়েছেন এই বিলে। এবারের বিলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটের মাত্রা বাড়ানো। এছাড়াও কর্পোরেট ট্যাক্স ব্রেক পুনর্বহাল করার পক্ষেও মত দিয়েছেন তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন বছরের রাজনীতিকে সামনে রেখে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা এতে ভোট দিয়েছেন। ৩৫৭-৭০ ভোটে পাশ হয়েছে বিলটি। রিপাবলিকানদের ৪৭ জন ও ডেমোক্র্যাটদের ২৩ জন এই বিলের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। এখন দৌড় শুরু হবে কোন দল এই বিল থেকে বড় রাজনৈতিক ফায়দা নিতে পারে। তবে সবচেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে এবারের ট্যাক্স বিলে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট বাড়ানোর বিষয়টি। যার মাধ্যমে আমেরিকার নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর ১ কোটি ৬০ লক্ষ শিশুদের সহায়তা দেওয়া সম্ভব হবে।

বিলে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট সংস্কার পরিবার-বান্ধব ও সেইসব পরিবারের জন্য সহায়ক হবে যেগুলো মুদ্রাস্ফীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত। বিলে একাধিক শিশু রয়েছে এমন পরিবারগুলোর জন্য জরিমানা মওকুফের কথাও বলা হয়েছে। একাধিক শিশু রয়েছে এমন পরিবারগুলোকে শিশু প্রতি ২০০০ ডলার চাইল্ড ক্রেডিড দেওয়া হবে। অপরদিকে ট্রাক্স ফাইলিং বিশেষজ্ঞরা অভিজ্ঞজনদের সাহায্যে ট্যাক্স ফাইলিং করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। কেননা বিভিন্ন করণেই অন্যান্য বছরের মতো এবারো নতুন নতুন বিষয় ট্যাক্স ফাইলিং-এর সাথে জড়িত। এজন্য সঠিকভাবে ট্যাক্স ফাইলিং করা না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে, এবারের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে আর্নড ইনকাম ক্রেডিট, এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের পরিমাণ বেড়েছে। আইআরএস'র বরাত দিয়ে এনরোল্ড এজেন্টগণ জানান, কোনো জরিমানা ছাড়াই ২০২৩ ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইল আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা যাবে। তবে আবেদনের মাধ্যমে ৬ মাসের অটোমেটিক বর্ধিত সময় পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে জরিমানা এড়াতে ডিউ ট্যাক্স ১৫ এপ্রিলের মধ্যেই পরিশোধ করতে হবে। বর্ধিত সময় আবেদন ইলেক্ট্রনিক্যালি বা পেপার মাধ্যমে করা যায়। তবে নির্ধারিত চক্রবৃদ্ধি হারে জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে সারা বছরই ট্যাক্স ফাইল করা যায়।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার

সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

বিমানের ডানায় যাত্রী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়েছিল বিমানটি। ভেতরে তখন যাত্রী ঠাসা। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও বিমান ছাড়ার কোনো লক্ষণই দেখতে পাচ্ছিলেন না যাত্রীরা। অধৈর্য হয়ে জরুরি নির্গমন দরজা খুলে বিমানের ডানায় বেরিয়ে আসেন এক যাত্রী!

মেক্সিকো সিটির 'মেক্সিকো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর'-এ ঘটনাটি ঘটেছে। মেক্সিকো থেকে গুয়াতেমালা যাওয়ার জন্য এএম ০৬৭২ বিমানটি অপেক্ষা করছিল। বেলা পৌনে ১১টা নাগাদ বিমানটি ওড়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও বিমানটি ছাড়েনি। অন্য দিকে বিমানের মধ্যে যাত্রীদের তুলে দেয়া হয়েছিল। কেন বিমান ছাড়তে দেরি হচ্ছে, তা নিয়ে কোনো সুস্পষ্ট বার্তা দিতে পারছিলেন না কেউই। চার ঘণ্টা কেটে যায়, তাও বিমান না ছাড়ায় অধৈর্য হয়ে এক মেক্সিকান যাত্রী খুলে ফেলেন জরুরি নির্গমন দরজা। তার পর বিমানের ডানায় বেরিয়ে আসেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি আবার বিমানের কেবিনের মধ্যে ঢুকে পড়েন। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই যাত্রীকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।





নিউজার্সীর ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং'র নতুন অফিস উদ্বোধন

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আর্থিক সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং তার সেবার মান বাড়াতে এবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী রাজ্যের টটোয়ায় তাদের নতুন অফিস খুলেছে। নিউইয়র্কে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় গত ২৭ জানুয়ারী স্থানীয় ৬৩ ইউনিয়ন বোলেভার্ডে বর্ণাঢ্য আয়োজনে প্রতিষ্ঠানটির নিউজার্সী শাখা উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্যাটারসন সিটির মেয়র আন্দ্রে সায়েগ ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে শাখাটির উদ্বোধন করেন। এটি ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং-এর চতুর্থ শাখা।

প্রতিষ্ঠানটির সিইও আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্যাটারসন সিটির কাউন্সিলম্যান বাংলাদেশী-আমেরিকান শাহিন খালিক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং'র কো-সিইও এবং আইআরএস লাইসেন্সড প্রেক্টিশনার, এনরোলমেন্ট এজেন্ট আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরী জামিসহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

নিউজার্সীতে বাঙালীদের প্রাণকেন্দ্র প্যাটারসনে ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং'র শাখা উদ্বোধনে স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটিতে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। অফিসটি পেয়ে ভীষন খুশি প্রবাসী বাংলাদেশীরা। উপস্থিত কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করে বলেন, সেবার মাধ্যমে ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং কমিউনিটিতে ব্যাপক সুনাম কুড়িয়েছে। তাদের প্রত্যাশা নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্নে সহায়তা সহ সংশ্লিষ্ট সকল সেবার নিশ্চয়তা থাকবে এখানে।

আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকি বলেন, ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং'র অনন্য সেবা এবং সাফল্যের ধারাবাহিকতায় নিউজার্সীতে চতুর্থ শাখা যাত্রা শুরু করলো। প্রবাসী বাংলাদেশীদের সেবায় প্রতিষ্ঠানটি গড়তে পেরে মহান আল্লার নিকট অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। তিনি বলেন, নিউইয়র্কে ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসের জন্য অন্যতম নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠা এবং দক্ষতার সাথে কমিউনিটিতে সেবা দিয়ে আসছে। গ্রাহকদের সুবিধার্থে এখন থেকে ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং'র সকল সেবা প্রদান করা হবে এ অফিস থেকে।

আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরী জামি জানান, গ্রাহকদের বিপুল চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রত্যাশা পূরণে ডাইনামিক ট্যাক্স অ্যান্ড একাউন্টিং'র নিউজার্সীতে শাখা খোলার সিদ্ধান্ত নেনা হয়েছে। তিনি জানান, অনেক শুভাকাঙ্খী গ্রহক তাদেরকে নিউজার্সীতে শাখা খোলার অনুরোধ জানিয়ে আসছিলেন। তাদের প্রত্যাশা পূরণে কমিউনিটির সেবায় নিউজার্সী শাখাটি কাজ করে যাবে।

আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরী জামি আরো জানান, ট্যাক্স সিজন উপলক্ষে নিউজার্সী শাখাটি প্রতিদিন সকাল ১১ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত গ্রাহকদের সেবায় খোলা থাকবে। জানান, শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে গ্রাহকদের জন্য বিশেষ ছাড় থাকবে।

বিপন্ন ব্যক্তিকে সাবওয়ে ট্র্যাক থেকে রক্ষা

প্রশংসিত এনওয়াইপিডি'র অফিসার আজহারুল চৌধুরী ও তার সহকর্মী

বিশেষ প্রতিনিধি: সিটির সাবওয়ে ট্র্যাকে বিপন্ন এক ব্যক্তিকে রক্ষা করলেন নিউইয়র্ক পুলিশের বাংলাদেশী আমেরিকান অফিসার আজহারুল চৌধুরী ও তার সহকর্মী। নিউইয়র্ক পুলিশের অবমুক্ত করা বডি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা ধরা পড়েছে চৌকস এ অফিসারের সাহসিকতার কাজ। গত ২৭ জানুয়ারী শনিবার সকালে একজন অসুস্থ ব্যক্তি ব্রুকরীনের লাফায়েত স্টেশনের ট্র্যাকে পড়ে যান। ৯১১ কল পেয়ে সকাল সাড়ে দশটার দিকে দুইজন পুলিশ অফিসার দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেন। ঘটনাস্থলে তখন আনুমানিক ৩৬ বছর বয়সের একজন লোককে আহত অবস্থায় লোকটিকে অস্থির ও রক্তাক্ত অবস্থায় দেখা যায়।

ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, ৩০ ট্রানজিট ডিস্ট্রিক্টের অফিসার আজহার চৌধুরী ফ্ল্যাশ লাইট ব্যবহার করে ট্র্যাকের দিকে ছুটে আসা একটি ট্রেন থামিয়ে দিতে সক্ষম হন। অন্য একজন পুলিশ অফিসারসহ আজহার চৌধুরী ঘটনাস্থলে দ্রুত উপস্থিত হতে সক্ষম হন। এরমধ্যে একজন অফিসার ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে চলন্ত ট্রেন থামানোর চেষ্টা করছিলেন এবং অন্যজন ট্র্যাকে পড়ে থাকা ব্যক্তিটিকে ট্রেনে উঠাতে চেষ্টা করেন। ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটছিল। সর্বক্ষণ চলন্ত ট্রেনের ট্র্যাকে পড়ন্ত ব্যক্তিটি জীবন-মৃত্যুর বেশ কাছাকাছি অবস্থান করছিলেন। পুলিশের বডি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গেছে, অফিসার আজহারুল চৌধুরী বিপন্ন লোকটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ট্র্যাকে পড়ে থাকা লোকটিকে তার হাত ধরার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। এক পর্যায়ে বিপদমুক্ত বিপন্ন ব্যক্তিটি পুলিশ অফিসারদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন, অডিওতে শুনা যায়। ট্র্যাক থেকে উদ্ধারের পর আহত ব্যক্তিটিকে নিউইয়র্ক প্রেসপেটেরিয়ান হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

বিপন্ন জনের পাশে দ্রুত উপস্থিত হয়ে জীবন রক্ষার এ মহৎ কাজের জন্য বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ অফিসার আজহার চৌধুরী ও তার সহকর্মীকে হিরো হিসেবে দেখছেন নিউইয়র্কের লোকজন।





ইয়েলো সোসাইটির সাধারণ সভায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রত্যয়





নিউইয়র্ক: বাংলাদেশী ইয়েলো ক্যাবীদের পুরনো সংগঠন ইয়েলো সোসাইটি'র সাধারণ সভায় সংগঠনকে গতিশীল ও সম্প্রীতি বজায় রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে গত ৩১ জানুয়ারী বুধবার আয়োজিত সাধারণ সভায় কর্তকর্তারা এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সংগঠনের সভাপতি শেখ ইলিয়াস হাবিবের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমানের পরিচালনায় মঞ্চে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন সহ সভাপতি মাসুদ চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মাসুদ রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক কেএম মোকতাদের হাসান শামীম, কোষাধ্যক্ষ শাহেদুল হক রওশন, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান তুহিন, ক্রীড়া সম্পাদক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ এম রহমান, প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ আমিনুর রহমান খোকন, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ হাশেম আলী, কার্যকরী সদস্য মোরশেদ খান শিবলী, আবওয়াবুল চৌধুরী আরবাব, মোহাম্মদ সেলিম ভূইয়া, সুদেব চন্দ্র হালদার। সভায় সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন, অডিট রির্পোট পেশ, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা, নতুন-পুরাতন সদস্যদের পরিচিত, সদস্য নবায়ন, অর্থের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষন, গঠণতন্ত্র সংশো-ধনসহ বিভিন্ন প্রস্তাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে তা পাশ হয়।

সকল সদস্য, কার্যকরী কমিটি, সাবেক কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভাপতি শেখ ইলিয়াস হাবিব বলেন, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আমরা কাজ করে থাকি। আমাদের প্রিয় সংগঠনকে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রয়োজন উদারতা। তিনি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি যেসব সদস্য মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকার্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। অসুস্থ সদস্যদের আশু রোগমুক্তি কামনা করেন এবং নতুনদেরকে শুভেচ্ছা জানান।

বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান। সম্পাদকের প্রতিবেদনে তিনি নতুন কমিটির অভিষেক, দায়িত্ব হস্তান্তর, বনভোজন, ইফতার পার্টি, ট্যাক্স ফাইল, আন্ত:কক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, স্মরনিকা প্রকাশ, মৃতব্যক্তির সহায়তা, অডিট ও নির্বাচন কমিশন গঠন, নিয়মিত বৈঠকসহ বিগত এক বছরের কার্যক্রমের বিবরণ দেন।

তিনি কাজের সহযোগিতার জন্য কার্যকরী কমিটি নেতৃব্ন্দসহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সকলের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে বিগত দিনে সংগঠন পরিচালনা করার চেষ্টা করেছি। আমাদের দায়িত্ব পালনে যতটুকু কাজ হয়েছে এর কৃতিত্ব সংগঠনের সকল সদস্যের। বর্তমান কার্যকরী পরিষদের সকলে ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক। যার ফলে আমাদের একটি বলিষ্ঠ টিম ওয়ার্ক ছিল। আমরা একে অন্যের বিপদ-আপদে সংগঠনের প্রয়োজনে যার যা দায়িত্ব ছিল তা যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সংগঠনের চাহিদা অনুযায়ী কাজের সুনিদিষ্ট পরিকল্পনা থাকলেও সময়ের অপ্রতুলতা সব কাজ করা সম্ভব হয়নি। এ জন্য তিনি সদস্যদের নিকট ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করেন এবং সংগঠনের কল্যাণে সব সময় কাজ করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বার্ষিক অর্থ প্রতিবেদন পেশ করে কোষাধ্যক্ষ শাহেদুল হক রওশন। নির্বাচনের তফসিল পেশ করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো: জহিরুল ইসলাম এবং অডিট রিপোর্ট পেশ করেন অডিট কমিটির প্রধান জহির উদ্দিন।





ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অব নর্থ আমেরিকা'র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নতুন সভাপতি সভাপতি স্বপন সাধারণ সম্পাদক সাকির

নিউইয়র্ক: ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অব নর্থ আমেরিকা ইন্ক এর সাধারণ সভা গত ২৭ জানুয়ারী লং আইল্যান্ডের ৭৭৪ বারকেলী এভিনিউর সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয়ে অনু-ষ্ঠিত হয়। সংগঠনের উপদেষ্টামন্ডলী, কার্যকরী কমিটি ও সাধারণ সদস্যদের উপস্থিতিতে সভা ছিল প্রানবন্ত। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ শাহ মোয়াজ্জেম এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আনার খান।

আতাউর রহমানের কুরআন তেলাওয়াতে মধ্যদিয়ে সভা শুরু হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভাপতি মোহাম্মদ শাহ মোয়াজ্জেম। সাধারণ সম্পাদকের রির্পোট ও বার্ষিক আয়-ব্যয়ে প্রতিবেদন পেশ করেন মোহাম্মদ আনার খান। সাধারণ সম্পাদকের রির্পোটের উপর বিশদ আলোচনার পর উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়।

নির্বাচন কমিশন উপস্থিত সকলের সাথে পরামর্শ করে ২০২৪-২৫ সালের নতুন কমিটির সভাপতি পদে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন তালুকদার (স্বপন) ও সাধারণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ সাকিরুল ইসলাম (সাকির) এর নাম ঘোষণা করেন। নির্বাচন কমিশন, নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সকলের সাথে পরামর্শ করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে পরে স্থানীয় মিডিয়ার মাধ্যমে জানাবেন।

সাধারণ সভায় সংগঠনকে গতিশীল করা বিভিন্ন পরিকল্পনার পাশাপাশি সংগঠনের ব্যানারে নিউইয়র্ক/ নিউজার্সীতে কবরস্থান ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হন। সবশেষে সদ্য বিদায়ী ও নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika





২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

নিউইয়র্কে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): আগামী ২১ ফেব্রুয়ারী বুধবার অমর একুশে, মহান শহীদ দিবস তথা আন্তর্জাতিক **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

* এনজে বুটিক-এর আয়োজনে ফাগুন উৎসব ১১ ফেব্রুয়ারী রোববার জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর আল আকসা পার্টি হলে বেলা ১২টা **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

একস্লিপ

সালাহউদ্দিন আহমেদ

নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকায় গত সপ্তাহের এক চায়ের আড্ডায় কয়েকজন নানা আলোচনার মাঝে গরম চায়ের কাপে ঝড় তোলার এক ফাঁকে একজন জানতে চাইলেন 'আচ্ছা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে আমেরিকান জনগণ দেশের স্বাধীনতার **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

বাড়ি ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

শুরু হলো ট্যাক্স রিটার্ন : বাড়লো চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট

পাশ হলো ৭৮ বিলিয়ন ডলারের ট্যাক্স বিল

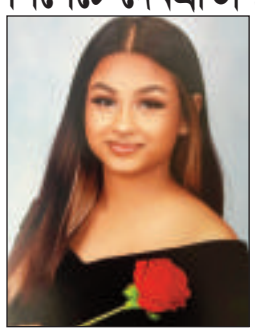
বিশেষ প্রতিনিধি: ২০২৩ সালের ট্যাক্স ফাইলিং ২৯ জানুয়ারী সোমবার থেকে শুরু হয়েছে। কোনো জরিমানা ছাড়াই আগামী ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা যাবে ২০২৩ সালের ট্যাক্স বছরের ব্যক্তিগত ট্যাক্স ফাইলিং। তবে কেউ এই সময়ের মধ্যে ফাইল করতে না পারলে ইন্টারন্যাল রেভিনিউ সার্ভিস (আইআরএস) এর কাছে আবেদন করে সময় বাড়াতে পারবেন। যারা ট্যাক্স রিটার্ন-এর ঝক্কি-ঝামেলা কিংবা ভিড়বাট্টা এড়াতে চান, তারা আগেভাগেই ট্যাক্স



ফাইল করতে চাইছেন। এ জন্য তারা সিপিএ কিংবা ট্যাক্স ফাইল করেন এমন আইআরএস এনরোল এজেন্টদের সাথেও কথা বলে রেখেছেন। নথিপত্র পাওয়ার পর ট্যাক্স ফাইল করা শুরু করবেন। পাশাপাশি যারা সম্পূর্ণ ফ্রিতে ফাইল করতে চান তারা ভিটা ট্যাক্স প্রোভাইডারদের সাথে কথা বলছেন। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ট্যাক্স ফাইল করা তারিখ ঘোষণাসহ **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

নিউইয়র্কে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত

সিলেটে দেবপ্রীতা'র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): সিলেটের 'সেন্ট্রাল ফার্মেসি পরিবার' নামে খ্যাত পরিবারের তরুণী বাংলাদেশী-আমেরিকান দেবপ্রীতা দে (ব্রতী) নিউইয়র্কে এক সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত হনন। তার বয়স হয়েছিলো ১৮ বছর। গত ২৮ জানুয়ারী রোববার ভোর রাতে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সাউদার্ন স্টেট পার্ক হাইওয়েতে এক **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**

টাইম টিভি-বাংলা পত্রিকা কিরাত প্রতিযোগিতার রেজিস্ট্রেশন শুরু

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে গত বছর আয়োজিত টাইম টিভি-বাংলা পত্রিকা'র কিরাত প্রতিযোগিতার সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবং কমিউনিটির চাহিদা মোতাবেক চলতি বছরও দ্বিতীয়বারের মতো কিরাত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রতিযোগিতার রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে। চলছে **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**

হাজারো যাত্রীর দৃষ্টি কাড়ছে

জেএফকে বিমান বন্দরে জিহানের মূর‍্যাল উদ্বোধন

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশী আমেরিকান তরুণ শিল্পী জিহান ওয়াজেদ। নিউইয়র্কের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনায় মূর‍্যাল এঁকে মূলধারার শিল্পকর্মে নিজের অবস্থান সংহত করার পাশাপাশি কুঁড়িয়ে চলেছেন সুনাম। নিউ-ইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়ো, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার সহ বিভিন্ন স্থানে আকর্ষনীয় ও দৃষ্টিনন্দন মূর‍্যাল আকাঁর পর এবার যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**





মিরাজুন নবী (সঃ) এর তাৎপর্য

জাফর আহমাদ

মিরাজ আল্লাহর রাসুলের (সাঃ) নবুয়তী জীবনের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। তাঁর অসংখ্য মু'জেজার মধ্যে এটি একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক মিরাজ স্ব-শরীরেই হয়েছে। কারণ **(বাকি অংশ ৪০পাতায়)**

খেলার খবর

সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপ

ভারতকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক: দুই দলের শুরুটা ছিল সাবধানী। তবে সময় বাড়লে মধ্যমাঠের দখল নিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টায় থাকে ভারত। **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

হেলথ টিপস

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শরীরে বিদ্যমান সর্বাধিক পরিমাণ খনিজ উপাদান হলো ক্যালসিয়াম। এটি হাড় গঠন করতে ও মজবুত রাখতে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

বিনোদন

'মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ-২০২৩'

মুকুটটি মাথায় পাওয়ার পর দায়িত্ব আরো বেড়ে গেছে : নীলা

বিনোদন ডেস্ক: অনেকটা নীরবেই হয়ে গেল 'মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ-২০২৩'-এর আয়োজন। **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**



GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Chowdhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার এন্ড মসজিদ রক্ষার দাবী

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টার এন্ড মসজিদের নতুন বাড়ী ক্রয় সহ অভ্যন্তরীন নানা সমস্যার সমাধান এবং একটি মহলের হয়রানী থেকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটি রক্ষার দাবী জানিয়েছেন সেন্টার কমিটির সাবেক দুই কর্মকর্তা। গত ২৭ জানুয়ারী শনিবার অপরাহ্নে জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই দাবী জানিয়ে মসজিদের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরেন মসজিদের মুসল্লী সাবেক কোষাধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোখলেসুর রহমান। এসময় তারা নিজেদেরকে কমিটি থেকে **(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)**

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com